৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ১৭ আষাঢ় – ২৩ আষাঢ়, ১৪২৯ ঃ ২ জুলাই – ৮ জুলাই, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 36, 2 July - 8 July, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কলকাতা হাইকোর্ট নির্ধারিত দিনের মধ্যে রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন

WBSEDCL

নিগম এবং বিদ্যুৎ সংবহন নিগমের কর্মীদের ডিএ দিতে না পারায় বেতন বন্ধ হয়ে গেল দুটি বিদ্যুৎ সংস্থার চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর সহ পাঁচ শীর্ষ কর্তার। ১৫ জুলাই পরবর্তী শুনানীর দিন পর্যন্ত এভাবেই বেতনহীন থাকবেন কর্তারা।

রবিবার : কলকাতার মল্লিকবাজারে অবস্থিত ইনস্টিটিউট অফ নিউরো

সায়েন্সে–এর জানলার কাঁচ খুলে উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে মারা গেলেন লেকটাউন দক্ষিণ দাঁড়ির ৩৬ বছরের রোগী সুজিত অধিকারী। নিচে দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর লোকজন থাকলেও বাঁচাতে পারে নি তাকে। প্রশ্নের মুখে হাসপাতাল।

সোমবার : স্কুল ছাড়িয়ে এবার শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতির ফনা এগিয়ে

চলেছে কলেজ সার্ভিস কমিশনের দিকে। কলেজে চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রেও দুর্নীতি ও স্বজন পোষণ হয়েছে বলে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে অভিযোগ জানালো একদল কর্মপ্রার্থী। এরা দাবি তুলেছেন সিবিআই তদন্তের।

মঙ্গলবার : সেনা নিয়োগে অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধিতায় দেশজুড়ে

কয়েকদিন চলেছিল বিক্ষোভ। আশা ছিল কৃষি আইনের মতো এই প্রকল্প প্রত্যাহার করবে সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে এই প্রকল্প বন্ধ করার কোনও সম্ভাবনাই নেই বরং শুরু হয়েছে নিয়োগ প্রক্রিয়া। এখনও পর্যন্ত আবেদনকারীর সংখ্যা ৯৪ হাজার।

বুধবার : কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সিদ্ধান্ত

ঘোষণা করে তা থেকে পিছিয়ে এল রাজ্য সরকার। শিক্ষামন্ত্রী জানালেন, এবারেও অনলাইনে ভর্তি চালু থাকবে তবে কেন্দ্রীয় ভাবে নয়। এই পদ্ধতি শুরু হবে আগামী বছর থেকে। পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাবেই বাতিল হল সিদ্ধান্ত।

বৃহস্পতিবার : সরকারি প্রশাসনে মানুষের উন্নতি সাধনে গ্রামীণ বাংলার

বিডিওদের ভূমিকা অপরিসীম। ডব্লুবিসিএস পাশ করা সেই বিডিওরাই নাকি ঠিকমতো আসছেন না, কাজ করছেন না বলে অভিযোগ জানালেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এদের ওপর নজর রাখতে পুলিশ ও জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার : করোনার মাত্রা ফের বাড়তে শুরু করেছে দেশ ও রাজ্যে

জুড়ে। বাংলায় গত ২৪ ঘন্টায় সংক্রমণ ছাড়িয়েছে দেড় হাজারের ওপর। সুস্থতার হার মাত্র ৪২৪, মারা গিয়েছেন একজন। যদিও বিধি মানতে কড়াকড়ি এখনও লাগু হয়নি।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ব্লক ভূমি দপ্তরে নজরদারী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েক মাস আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বলেছিলেন ভূমি দফতর ঘুঘুর বাসা। জুন মাসের গোড়ায় পুরুলিয়ায় বৈঠকে প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ব্লক ভূমি দফতরে কীভাবে দালালরাজ চলছে, কীভাবে বিএলএলআরও অফিস সাধারণ মানুষকে ঘোরাচ্ছে, কীভাবে বিএলএলআরও অফিসের বাইরে দোকানে বসে দালাল মারফত কাজ হচ্ছে। জুন মাসের শেষে ২৫ তারিখে আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর–২ ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক কীভাবে দালালদের ভয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এরপরেই বিএলএলআরও অফিসের কাজে নজরদারি চালাতে তিন সদস্যের কমিটি গড়ার নির্দেশ দিল নবান্ন।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামীণ রাজনীতিটা হাতের তালুর মতো চেনেন। তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন রাজ্যে ব্লক ভূমি দফতরগুলির জমি নিয়ে জুয়াচুরির ফলে মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ জমা হয়েছে তার প্রতিফলন পড়তে পারে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে। গ্রামের মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ যাদের সেই বিডিওদেরও তিনি রেয়াত করেন নি। তাদের উপরও নজরদারি করার নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক এমনকি এমন ইঙ্গিত

দিয়েছেন যাতে বেগতিক দেখলে পুলিশ বিডিওদের গতিবিধির গোপন রিপোর্ট দেবে প্রশাসনে। ব্লক স্তরের আধিকারিকদের কাজে যে তিনি খুশি নন এসব তারই বহিঃপ্রকাশ। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে মানুষের কাজে প্রশাসনকে চাপে রাখতে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি নজরদারির কৌশল নিয়েছেন।

যাইহোক, মুখ্যমন্ত্রীর মনোভাব টের পেয়েই আর দেরি করেননি মুখ্যসচিব। বিএলএলআরওদের কাজ নিয়ে বৈঠক করেন জেলাশাসকদের সঙ্গে। স্থির হয় ভূমি অফিসগুলির ওপর নজর রাখতে ব্লক স্তরে কমিটি তৈরি হবে। কমিটির মাথায় থাকবেন বিডিও, স্থানীয় থানার ওসি বা আইসি ও বিএলএলআরও। এই কমিটি বিএলএলআরও অফিসের কাজের রিপোর্ট সময়ে সময়ে নবান্নে পাঠাবে। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে নবান্ন। পরীক্ষামূলকভাবে এই নজরদারি পদ্ধতি চালু হচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি ও জলপাইগুড়ির ব্লক ভূমি অফিসগুলিতে। এই চার জেলায় কমিটির কাজ হবে বিএলএলআরও অফিসে দালালরাজ কায়েম হয়েছে কিনা, জমির মিউটেশন যথাসময়ে হচ্ছে কিনা, হলেও তাতে গরমিল হচ্ছে কিনা, সাধারণ মানুষ যে সমস্ত অভিযোগ নিয়ে আসছেন তার প্রতিকার হচ্ছে কিনা, সঙ্গে বালি ও পাথরের খাদানে ভূমি আইন মেনে কাজ হচ্ছে কিনা এগুলি দেখা ও নিয়মিত রিপোর্ট পাঠানো। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে বিএলএলআরওদের কাজ নিয়ে এতো অভিযোগ রয়েছে যে এই চারটি জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে বিএলএলআরওদের কাজের উপর নজর রাখছেন মুখ্যসচিব স্বয়ং। এবার কোনও গাফিলতি বা দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি) নীতিশ ঢালি জানান, ইতিমধ্যে জেলায় কমিটি তৈরির কাজ চলছে। প্রতিটি কমিটি প্রতি বুধবার পর্যালোচনা করবে বিএলএলআরও অফিসের কাজকর্ম নিয়ে। তিনি জানান, মহকুমা স্তরেও এডিএম, এসডিও, এসডিএলএলআরওদের নিয়ে কমিটি হবে যারা সপ্তাহে নিয়মিত ব্লক কমিটির রিপোর্ট খতিয়ে দেখে মুখ্যসচিবকে রিপোর্ট দেবে। নবান্ন সূত্রে খবর এই চার জেলায় যদি নজরদারির কাজে সফলতা পাওয়া যায় তাহলে সারা রাজ্যেই ব্লকস্তরে কমিটি গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভ ও ভূমি দফতরের কাজে স্বচ্ছতা আনতে প্রশাসনের এই পদক্ষেপ দেখে জনমনে প্রশ্ন জাগছে ব্লক ভূমি দফতরে যেখানে সর্ষের মধ্যেই ভূত, যেখানে বিএলএলআরও থেকে অফিসের কর্মী ও নেতারা দালালচক্রের সঙ্গে যুক্ত সেখানে এই নজরদারি কী আদৌ দুর্নীতি নির্মূল করতে পারবে? বিশেষ করে যাদের কমিটিতে রাখা হয়েছে সেই বিডিও, ওসি, বিএলএলআরওরা প্রশাসনের নানা কাজে এত ব্যস্ত থাকেন যে তাদের দ্বারা কি নিয়মিত এই নজরদারি করা সম্ভব? নাকি সবটাই ভোটের আগে আইওয়াশ, ভোট মিটলে সবই চলবে আগের মতো। ভুক্তভোগীরা জানতে চান যারা ইতিমধ্যে প্রতারিত হয়েছে, যাদের জমি অন্যের নামে রেকর্ড হয়েছে, যারা অফিসে গিয়ে নানা অছিলায় হয়রান হচ্ছে তারা কোথায় অভিযোগ জানাবে। তাদের দাবি অভিযোগ জানাবার জন্য সরকারি একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু হোক। আপামর জনগণের প্রশ্ন, যে সব বিএলএলআরও দুষ্কর্ম করে বদলি, পদোন্নতির নামে এধারে–ওধারে গা ঢাকা দিয়ে ধোয়া তুলসীপাতা সেজে ঘুরছেন তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে কবে?

ফিল্ম সার্ভিসেসে জালিয়াতি চক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : রূপালি পর্দার সাদা–কালো যুগে টালিগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত গল্ফ ক্লাব রোডে (অধুনা ৫০ উদয়শঙ্কর সরণি) অবস্থিত 'ফিল্ম সার্ভিসেস' বরণীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় ভূষিত হয়। এই সংস্থার প্রধান পুরুষ প্রমথনাথ রায় ছিলেন কলকাতা পুরসংস্থার স্বীকৃত ইঞ্জিনিয়র। তিনি তার কর্মজীবনে কলকাতার অনেক নির্মাণ কাজের সঙ্গে পেশাদার কারণে যুক্ত ছিলেন।

পরবর্তী সময়ে বহু বিশিষ্ট প্রযোজক বীরেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও নির্মাণে অংশীদার হন এবং চলচ্চিত্র সম্পাদনা ও ল্যাব (ফিল্ম সার্ভিসেস) গড়ে তোলেন। এখানেই তিনি আজীবন ছিলেন। এই বাড়িতেই এক সময়ে পারিবারিক কারণে বিচ্ছিন্নপ্রায় খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর থাকতেন। বিখ্যাত চলচ্চিত্র সম্পাদক রমেশ যোশীও থাকতেন। এই প্রতিষ্ঠানে পদধূলি পড়েছে বাংলা ছবির স্বর্ণযুগের বিশিষ্ট শিল্পী কলাকুশলীদের। এসেছেন সত্যজিৎ রায়, বিভূতি লাহা, অজয় কর সহ অনেকেই। এই প্রতিষ্ঠানের পাশেই গলফ ক্লাব রোডে বিখ্যাত অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায় থাকতেন। জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত করেছেন সুরকার ভূপেন হাজারিকা। তাপস পালের ফ্ল্যাটও এর কাছেই। এই রকম পরিবেশে থাকা 'ফিল্ম সার্ভিসেস' আজ অবহেলিত। বর্তমানে তারা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, তাদের কারোর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির প্রাণপুরুষ অকৃতদার প্রমথনাথ রায়ের কোনও পারিবারিক ও সামাজিক যোগ নেই। ফলে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি এঁদের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। প্রমথনাথ রায়ের নামাঙ্কিত ট্রাস্টের পরিকল্পনা এ যাবৎ বাস্তবায়িত হয়নি। এর মূল কারণ এই ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। আশ্চর্যের বিষয় যে মানুষদের সঙ্গে প্রমথনাথ রায়ের কোনও রকম যোগসূত্র নেই, সেই অর্বাচীনরা হয়ে গেলেন 'ফিল্ম সার্ভিসেস'–এর কর্তা ব্যক্তি। কে এঁরা? এঁদের পরিচয় তুলে ধরতেই এই প্রতিবেদন।

গল্ফ ক্লাব রোডের বাসিন্দা সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন। উত্তরে আলমবাজার তাঁতী পাড়ার বাসিন্দা অপূর্ব শ্রীমানীও যুক্ত হন। এঁরা তিনজনের কেউই সিনেমা জগতের মানুষ নন। এমনকি এই সংস্থার যিনি চেয়ারম্যান তিনি একটি বাংলা সিনেমার কার্যনির্বাহী প্রযোজক ছিলেন। সেই ছবির অর্থ নয়ছয় হয়েছে বলে জানা গেছে। যদিও চেয়ারম্যান নিজেকে সৎ ব্যক্তি বলে দাবি করেন। এযাবৎ তিনি পিএনরায় ট্রাস্টের সেক্রেটারি পর্যন্ত নিয়োগ করেননি। এমন কি কোষাধ্যক্ষ রাখেননি। তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে এই ট্রাস্ট পরিচালনা করেন। শুধু তাই নয় নিজের নামে এই ট্রাস্ট প্রোপার্টি মিউটেশন করে রেখেছেন। একদা এই সংস্থার যিনি দায়িত্বে ছিলেন সেই অজিত কর পর্যন্ত এই সংস্থার টাকা ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করেছেন। অজিত করের দুর্নীতির কথা সবই জানতেন তাঁর সাগরেদ অডিটর অপূর্ব শ্রীমানী। 'এমিনেন্স' নামাঙ্কিত এটি চিট ফান্ডের কাছ থেকে টাকা নিয়ে শোধ দিতে না পারলেও, এক ব্যবসায়ী ২০ লক্ষ টাকা (চেকের মাধ্যমে) তুলে দেন এই সংস্থাকে। সেই ব্যবসায়ীকে একটি ভুল চুক্তি পত্রে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বাক্ষরিত করে প্রতারণা করা হয়েছে। সেই কারণে তিনি সম্প্রতি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। প্রমথনাথ রায়ের স্বপ্নের প্রকল্প অস্তাচলে যেতে বসেছে এই ধরনের কতিপয় মানুষদের জালিয়াতির জন্য। সরকার বা সরকারি কোনও প্রতিষ্ঠান যদি এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে, তবেই একজন অকৃতদার মানুষের স্মৃতি বিজড়িত ফিল্ম সার্ভিসেস পুনরায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। বাংলা সিনেমাও তার হৃত গৌরব ফিরে পাবে সেই সুবাদে। এই বিষয়ে ফিল্ম সার্ভিসে এবং স্থানীয় বিধায়ককে ফোন করে প্রতিক্রিয়া জানতে গেলে তারা ফোন ধরেননি বা পরে কোনও যোগাযোগও করেননি।

নামখানায় টিউবওয়েল খারাপ

জল আনতে হয় নদী পেরিয়ে

অমিত মন্ডল

জলের আরেক নাম জীবন। জীবন তেষ্টা মেটাতে রোজ করতে হয় জীবন বাজি। জলের ওপর দিয়ে পানীয় জল আনতে যেতে হয় পাশের গ্রামে। ভেলায় চড়ে নদী পার হয়ে আনতে হয় পানীয় জল। এটাই নামখানার শিবরামপুরের বাসিন্দাদের তেষ্টা মেটানোর জীবনবাজির প্রতিদিনের রুটিন। গ্রামবাসীদের দাবি, শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শিবরামপুর গ্রামের ১২ টি পরিবারের ব্যবহার করা একটাই মাত্র টিউবেল দীর্ঘ ৬ মাস ধরে খারাপ হয়ে রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো লাভ

হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে ভেলায় চেপে নদী পেরিয়ে পাশের হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চন্দন পিড়িতে জল আনতে যান গ্রামের মানুষজন। রোজ সুন্দরিকা দোওয়ানীয়া নদীতে সোলার ভেলা চেপে আনতে হয় জল। শিবরামপুর হাড়ে হাড়ে বোঝে জলের আরেক নাম জীবন। জলের জন্যই তাদের জীবনের লড়াই। স্থানীয়দের দাবি পরিস্থিতি মাঝেমধ্যে এমনই বেহাল হয় যে অনেক সময় নিজের বাড়িতে জল না থাকলে পাশের বাড়ি থেকে জল ধার করেও খেতে হয়। পরে সেই জল দিয়ে আবার জলের ধার শোধ। অভিযোগ বারেবারে পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। এর মধ্যে আবার বর্ষা এসে গিয়েছে। আবহাওয়া খারাপ হলে কীভাবে জল আনতে যাবেন জীবন বাজি নিয়ে নদী পেরিয়ে শিবরামপুরের বাসিন্দারা? সেই চিন্তায় শিবরামপুরের এই বারোটি পরিবার।

এ বিষয়ে নামখানার বিডিও শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন, আমফান, ইয়াসের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নামখানা ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় অনেক টিউবওয়েল খারাপ হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যেই বেশিরভাগ টিউবওয়েল মেরামত করা সম্ভব হয়েছে। শিবরামপুরের ওই জায়গায় খুব শীঘ্রই ইঞ্জিনিয়ার সমেত ব্লকের একটা টিম যাবে।

প্রশাসন আশ্বাস দিচ্ছে কাজ হবে। কিন্তু সেটা কবে? জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভেলা পেরিয়ে এক গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ আনতে যাচ্ছে অন্য গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জল। জীবন চলছে জল ধার করে। এভাবে জীবনের লড়াই, জলের জন্য লড়াই আর কতদিন চালিয়ে যেতে হবে, প্রশ্ন করতে করতে শিবরামপুরের এই বারটি পরিবারের গলা শুকিয়ে আছে। গ্রামটা এখন উত্তরের অপেক্ষায় একটু খাবার পানীয় জলের অপেক্ষায়।

উত্তর ভাসছে দক্ষিণ ভিজছে,কেন?

শক্তিভূষণ সরকার

আষাঢ় মাসে হয় পশলা বৃষ্টি। ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি, মাঝে মাঝে ক্ষান্ত। শ্রাবণে ধারা নামে, যে ধারায় ক্ষান্তি নেই। নেই অবসর নেওয়ার অবকাশ। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে যে শ্রেষ্ঠ গান রচনা করেছেন তার বেশির ভাগ আষাঢ়–শ্রাবণের বর্ষার এই গতি প্রকৃতি নিয়েই। আর এই বৃষ্টি দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। খামতি থাকে রাজস্থান মরু অঞ্চলে। বস্তুত রাজস্থানের থরের উত্তপ্ত ব্লাস্ট ফার্নেসে তৈরি হওয়া নিম্ন চাপই জন্ম দেয় বর্ষার বৃষ্টির। ডিমে যেমন তা দিয়ে বাচ্চা তৈরি করা হয়। থর মরুর উত্তাপ তেমনি সৃষ্টি করে মৌসুমী বায়ুকে। কিন্তু সঠিক তা–এর উত্তাপ না পেলে যেমন ডিম ফুটে ছানা বের হয় না। ঠিক তেমন ভাবেই থরের উত্তাপ যথাযথ নিম্নচাপ (L) তৈরি না করলে মৌসুমী জন্ম নিতে পারে না। এই কারণে মৌসুমী আজ মৃত। দীর্ঘকাল ধরে মরু চাষের জন্য মৌসুমীর অকাল মৃত্যু বহুকাল আগেই হয়েছে। এসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলিপুর বার্তা জানিয়ে এসেছে বহুকাল ধরেই। হাওয়াবাবুদের কারুরই এই তত্ত্ব না জানার কথা নয়। তাদের উচিত এই তত্ত্ব সর্ব সমক্ষে তুলে ধরে সরকারকে সতর্ক করা। মরু চাষের কুফল নিয়ে ১৯৮৩ সাল থেকে যে মৌসুমীর মৃত্যু ঘন্টা আমরা বাজিয়ে এসেছি তা নিয়ে সরকার অবশ্যই ভাবনা চিন্তা করত। কিন্তু হাওয়া অফিস আজ পর্যন্ত কোনওদিনও একথা তুলে সরকারকে সতর্ক করেনি। তাই সরকারও মরু চাষের ক্ষতিকর

প্রভাব নিয়ে ভাবে নি। অবশ্য রাজনৈতিক নেতারা দেশভক্ত নয়, এটা প্রমান করতেই ইচ্ছাকৃতভাবে মরু চাষের কুফল নিয়ে এক বিন্দু ভাবে নি। এক মাত্র রাজীব গান্ধি এ ব্যাপারে লোকসভায় প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু তখন বিরোধী সাংসদরা মরু চাষের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতে দেন নি। আজ আমরা মৌসুমীকে শেষ করে দিয়েছি মরু চাষের মাধ্যমে। এখন নিম্নচাপের কেন্দ্র বিন্দু (L) আর থর মরুতে থাকে না। (L) এখন বহুধা বিভক্ত হয়ে মধ্য ভারত সহ দেশের একাধিক স্থানে তৈরি হওয়ায় জলবায়ুর বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী ফরাসী দেশে ছুটছেন জলবায়ুকে পুরাতন অবস্থায় ফেরত আনার পরামর্শ নিতে, পরামর্শের আসল প্রবক্তা আলিপুর বার্তা। তাকে অবজ্ঞা করে অন্যত্র ছুটে বেড়ালে আর যাই হোক সমাধানের পথ মিলবে না।

(L)এর বিচরণ ক্ষেত্র বহু জায়গায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ায় মরুর টানের মতো জোরালো একমুখী টান আর হয় না। তাই সমুদ্রে তৈরি হওয়া ভিজে বায়ু স্থলভাগে ভীম বেগে আর আছড়ে পড়ছে না। আগে রাজস্থানের মরুভূমিতে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের অর্থাৎ (L)এর বিপুল টানে ছুটে আসা মেঘেরা সদলবলে মৌসুমীর গতিপথ বেয়ে দক্ষিণ–পশ্চিম দিক থেকে যাত্রা শুরু করে বাংলা ত্রিপুরা অসম ছুঁয়ে তরাই অঞ্চল হয়ে পশ্চিম দিকে ছুটে চলত। মেঘেরা বিদ্যুতের মশাল জ্বেলে বজ্রের দামামা বাজিয়ে বর্ষাকালে গোটা দেশের স্থলভাগকে অমৃত বর্ষণে নাইয়ে দিত। গোটা দেশ অমৃত লক্ষ্মীর কৃপাধন্য পেয়ে আসছে মরুভূমির সৃষ্টির কাল থেকে। এখন বহুমুখী টানে মৌসুমীর গতিপথ বহুধা বিভক্ত। নববধূর মতো লাজের ছন্দে মৃদু মৃদু পা চালিয়ে হাঁটু ভাঙা পথিকের মতো মন্থর গতিতে মৌসুমীর গতিপথ বেয়ে চলছে। মেঘে জলকণা কম থাকায় জমাট বেঁধে আর বর্ষার বৃষ্টির ছন্দে আর চামর দোলাতে পারছে না। হচ্ছে না দক্ষিণে বর্ষণ। যা হচ্ছে তাতে জমি ভিজছে মাত্র। আবার এই মেঘেরা দল বেঁধে অসমের হিমালয়ে বাধা পেয়ে সৃষ্টি করছে অতি বৃষ্টি। রাজস্থানের টান না থাকায় জমাট বাঁধা মেঘ আর অসম থেকে ছুটে পশ্চিমমুখো হতে পারছে না। তাই সব জল এক জায়গায় ঢেলে চলেছে। তাই চারদিকে আওয়াজ উঠেছে 'উত্তর ভাসছে দক্ষিণ ভিজছে'। হাওয়া বাবুদের জন্যই মৌসুমীর অপমৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছে। এই কারণে হাওয়া বাবুদের দেশদ্রোহীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো দরকার এবং দরকার কঠোর শাস্তির বিধান দেওয়া।

'কৃষকবন্ধু', 'শস্য বিমার' জন্য লাইন

অথচ আগ্রহ নেই চাষে

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লকেই বর্ষাকালীন আমন ধান চাষে কৃষকদের মন নেই। শুধু ধান চাষ বলি কেন অন্যান্য সবজি, পান চাষেও চাষিরা ক্রমশ উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। বর্ষাকালে যে চিত্র জেলায় দেখা যেত তা এখন উধাও। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে গ্রামীণ মানুষরা বীজ ফেলা, বীজতলা রোপণ করে জমিতে জমিতে গভীর রাত পর্যন্ত ট্রাকটর চালাতো। সে সব আর সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। অধিকাংশ জমি এখন হোগলা আর জঙ্গলে ভরে আছে। দু এক জায়গায় বীজতলা চোখে পড়লেও তা খুবই নগন্য। ভরা বর্ষার মরশুমে জমিতে এখন গরু চরছে। কর্মঠ কৃষকদের আর দেখা মিলছে না। অথচ সরকারি ভাবে নানা পরিষেবা পেতে কৃষকরা এখন মরিয়া। ভিড় জমাচ্ছেন কৃষি দফতরে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষক বন্ধু প্রকল্পে বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা এবং শস্য বিমার জন্য কৃষকরা উদগ্রীব হয়ে আছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক সম্মান নিধির জন্য তাদের কৌতূহলের শেষ নেই। বিনামূল্যে বীজধান, মুগ ডাল ও অন্যান্য সামগ্রী পাবার জন্য ব্লকে ব্লকে কৃষকদের ছোটাছুটির শেষ নেই। তাহলে চাষে এতো অনীহা কেন? কৃষি দফতরের সহ কৃষি অধিকর্তা

ড. শান্তনু পাল জানালেন, 'গত কয়েক বছরে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তবে বর্ধমান, বীরভূম এবং অন্যান্য জেলায় কিন্তু ভালোই ধান চাষ হচ্ছে। এই জেলায় শ্রমিকের সমস্যা আছে। কৃষিকাজ না করে অধিকাংশ মানুষ অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে।' জেলার কৃষি ও সেচ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ সাজাহান মোল্লা বলেন, 'কৃষক বন্ধুর ১০ হাজার টাকা পেয়ে লোক আগে কয়েক বস্তা চাল কিনে নিচ্ছে। চাষে লেবারের সমস্যা আছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা আছে তাছাড়া বিনামূল্যে চাল আর ১০০ দিনের কাজ তো আছেই। এর ফলে কৃষকরা আর জমিমুখী হচ্ছে না। কিন্তু এর ফলে তো ধান উৎপাদনের ঘাটতি দেখা দেবে?' তার উত্তরে তিনি বলেন, বাইরের জেলা থেকে ধান আসছে তাতেই চলছে চলবে। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল যে সব কৃষকরা সরকারি প্রকল্প পাচ্ছেন তাদের কৃষি কাজ করা বাধ্যতামূলক করা হোক না হলে তাদের পরিষেবাগুলো কি বন্ধ করে দেওয়া যায় না? তার উত্তরে সাজাহান মোল্লা বলেন, কে বলবে একথা। কার সাহস আছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এক কৃষক নেপাল ভৌমিক জানালেন, দেখুন এখন সবাই কৃষকবন্ধুর শস্য বিমা পেতে চায় চাষ করতে নয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, 36, 2 July - 8 July, 2022

আমেরিকা টেনে নামাচ্ছে নিফটি-সেনসেক্সকে

পার্থসারথি গুহ

বিশ্বজনীন পরিস্থিতি এমনই যে এখানে সাপ-ব্যাঙ হাঁচলেও ওখানে প্রভাব পড়বে। এই এখানে বা ওখানের মধ্যে আমরা-ওরার বিভাজন রেখা টানার কোনও প্রয়োজনই নেই। কারণ, গ্লোবালাইজেশনের জমানায় দাঁড়িয়ে এই প্রভাব পড়া মূলত আর্থিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। আর কে না জানে, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একার জোরে কোনও অর্থবাজারেরই বাড়ার দম নেই। সেই কারো না কারো ওপর নির্ভরশীল এই বাড়া-কমা। এই সময়ে সারা দুনিয়া জুড়ে যে বিক্রির ঘনঘটা চলছে শেয়ার বাজারগুলির নিরিখে তার মূল জট পাকিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজারের ইনডেক্সত্রয়ী ডাও জোন্স, ন্যাসডাক, এস অ্যান্ড পি (স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর) পড়েছে (বলাবাহুল্য পড়ে চলেছে অবিরাম গতিতে) দ্রুততার সঙ্গে। বস্তুত, বিগত বেশ কয়েক বছরের মধ্যে আমেরিকার অর্থবাজারে এই সঙ্কট বা পতন দেখা দিয়েছে।

অর্থনীতি

একইভাবে ফ্রান্স, জার্মান, ইংল্যান্ড, চিন, সিঙ্গাপুর, হংকং সহ বিশ্ববাজারেই ধস কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এমতাবস্থায় ভারতের অর্থবাজার যে ভালো থাকবে তা আশা করাই দায়। ভারতের প্রধান সূচক নিফটিও গত কয়েক বছরের মধ্যে প্রায় সর্বোচ্চতম নিচরেখা ১৫ হাজারের ঘরকে ছুঁয়ে ফেলেছে প্রায়। মার্কিন মুলুকে পতন যেহেতু এখনও থামে নি, তাই মনে করা হচ্ছে আরও কিছুটা নিচে আসতে পারে নিফটি সূচক। যার সবচেয়ে খারাপ

পরিস্থিতি হতে পারে নিফটির ১৪ হাজার এবং সেনসেক্সের ৪০ হাজারের মধ্যে। তার নিচে আপাতত বাজারের আসা সম্ভব নয় বলেই ধারনা বিশেষজ্ঞদের।

রিসেশনের কবলে যদি মার্কিন অর্থনীতি একবার ঢুকে যায় তাহলে কিন্তু ভুগতে হতে পারে ভারত-সহ তামাম বিশ্বের অর্থনীতিকেই। সেক্ষেত্রে সূচকের পরিমাপ করা হয়তো এখনই সম্ভব নয়। এর উল্টো দিকও আছে। আমেরিকা হয়তো আর খুব বেশি নিচে এল না । সেক্ষেত্রে ভারতের শেয়ার বাজার নিঃসন্দেহে গোটা দুনিয়ার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে। বিশ্বখ্যাত রেটিং সংস্থা নোমুরা কিন্তু ভারতীয় অর্থবাজার সম্পর্কে যথেষ্ট বুলিশ মনোভাব পোষণ করছে। তাদের বক্তব্য, ২০২০-র করোনা পূর্ব আর্থিক সমৃদ্ধিকে ছাপিয়ে যেতেও পারে ভারতের সূচক। এমনটা হলে পোয়াবারো অতিঅবশ্যই লগ্নিকারীদের। অনেক নামিদামি শেয়ার যা তাদের ১ বছরের সর্বোচ্চ উচ্চতার প্রায় অর্ধেক প্রায় চল্লিশ শতাংশ খুইয়েছে সেই ভালো মানের শেয়ারে একটু একটু করে বিনিয়োগ করার আদর্শসময়ও এটি।

সত্যি কথা বলতে ভারতীয় শেয়ার বাজার করোনার আগের চেয়ে গত ১-দেড় বছরে প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। সেদিক থেকে বড়মাপের একটা কারেকশন সাবডিউ হয়েই ছিল। তা বলে সেটা যে এত বড় আকার নেবে সেটা কেউ অনুমান করতে পারে নি। আমেরিকার ডামাডোল মূলত এই ভারী পতনের বীজ বয়ে এনেছে। একটা সময় পর্যন্ত এও মনে করা হচ্ছিল ভারতীয় ফান্ড বা ডিআইআই এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে বিদেশি বা এফআইআই বেচলে তার বড়সড় প্রভাব পড়বে। আদতে দেখা যাচ্ছে তা ঠিক নয়। বরং এফআইআই যদি সেই গতিতে বিক্রি শুরু করে তবে ভারতীয় মিউচুয়াল ফান্ড বা ডিআইআইয়ের পক্ষে তা ঠেকানো কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। সেই বিদেশি পরিযায়ী নির্ভর হয়ে থাকতে হচ্ছে।

তবে সব কিছুর যেমন একটা শেষ আছে তেমনই এই বড় মাপের কারেকশন হয়তো একদিন ঠিক থেমে যাবে। এটা কিন্তু মোটেই দার্শনিক উপলব্ধি নয়।

বরং টেকনিক্যালস বা স্ট্যাটিসটিকসের সাহায্য নিলে পরিস্কার দেখা যাবে অতীতে বহুবার এমন পতন এসেছে। যাকে মহার্ঘ্য মেনে প্রকৃত লগ্নিকারীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ভালো শেয়ার অনেক কম দামে নিয়ে নেওয়ার। পরে বাজার ঠিক হলে তা চড়া দামে বিক্রি করা যাবে তা বলাইবাহুল্য।

উত্তরের আঙিনায়

মাদক পাচার রোধে সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেলো জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। বিহারে পাচারের আগে উদ্ধার হল প্রায় ১২০ কেজি গাঁজা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে বৃহস্পতিবার বিকেলে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের কাছে খবর আসে ৩১ নং জাতীয় সড়ক ধরে বিপুল পরিমান গাঁজা পাচার করা হচ্ছে। খবর পেয়ে জলপাইগুড়ি তিস্তা ব্রিজ সংলগ্ন বিবেকানন্দ পল্লী এলাকায় নাকা চেকিং শুরু করে এসওজি। এরপর নির্দিষ্ট নম্বরের লড়িটি আসতেই তাকে দাঁড় করিয়ে চেকিং শুরু করলে বেরিয়ে আসে

প্রায় ১২০ কিলো গাঁজা।

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও কোতোয়ালি থানার পুলিশ অভিযানে নেমে এই সাফল্য পেয়েছে। অভিযানে নেমে জলপাইগুড়ির তিস্তা ব্রিজের সামনে দাড়ানো একটি ট্রাক থেকে পুলিশ প্রায় একশো কুড়ি কেজি গাজা উদ্ধার করেছে।আটক ব্যক্তিদের সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সিগনাল বুঝতে না পারায় দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজ সকালে বাগডোগরাতে এক মহিলা মালগাড়ির নিচে চাপা পড়েন। এই ঘটনাটি ঘটেছে বাগডোগরা গোসাইপুর এলাকায়। ওই মহিলা যখন রেললাইন পার হচ্ছিলেন তখনই হঠাৎ করে একটি মালগাড়ি তার সামনে এসে পড়ে। তিনি আর ওই মালগাড়িকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ওই সময় ওর পাশে একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাড়িয়ে ছিল। ওই ট্রেনের মধ্যে থাকা বাসিন্দারা ট্রেন থেকে চিৎকার শুরু করেন ওই

বৃদ্ধা মহিলাকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু কোনওমতেই শেষরক্ষা করা যায় নি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই মহিলার। অবশ্য ওই মহিলা কোথায় থাকেন সেটা জানা সম্ভব হয় নি। রেলপুলিশকে খবর দেন ওই এলাকার যাত্রীরা। রেল পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। ওই বৃদ্ধার মৃত্যুর কারণে ক্ষোভে ফেটে পড়েন যাত্রীরা। তারা জানিয়েছেন সিগনাল বুঝতে না পারার কারণেই এই দুর্ঘটনা। রেলের ক্রসিংও ওই সময়ে খোলা থাকায় ওই বৃদ্ধা মহিলা রেললাইনের উপরে চলে আসেন। তারপরেই ঘটে যায় এই দুর্ঘটনা।

সব খোয়ালেন গুজরাটের ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি এসে তার সবকিছু খোয়ালেন গুজরাটের ব্যাবসায়ী অজয় শ্রীবাস্তব। তিনি গত আঠেরো তারিখে তার ব্যক্তিগত কাজে শিলিগুড়ি এসেছিলেন। আজ সকালে তিনি টিকিট কেটে গুজরাটে ফিরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। সেই সময় তার সাথে আলাপ করতে আসে এক ব্যক্তি। নিজেকে সে পরিচয় দেয় সরকারি চাকুরে বলে। তিনি ওই ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করে তাকে সবকিছু খুলে বলেন। তখন ওই ব্যক্তি তাকে রিজারভেশন

করিয়ে দেবেন বলে জানান। তখন অজয় শ্রীবাস্তব রাজি হয়ে যান। সেই সময় ওই ব্যক্তি তাকে স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে চলে যান। কিছুক্ষণ পরে সেই ব্যক্তি এসে তাকে একটি ট্রাকের সামনে নিয়ে যায়, সেই সময় ওই জায়গাতে অপেক্ষায় থাকা আরো দুজন অপরিচিত তার গলা টিপে ধরে তার সবকিছু খুলে দিতে বলে, তারা তার গলার চেন, মানিব্যাগ এবং ৫০০০টাকা নিয়ে চলে যায়। শুধুমাত্র এটিএম কার্ডটি তাকে দিয়ে যায়। এরপরে অজয় শ্রীবাস্তব রেল পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে গোটা ঘটনা জানান। রেল পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কাজের মূল্যেই যায় চেনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২-০ এবং আজকে ৮-১ এই হল সোজাসুজি পরিসংখ্যান তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে গ্রাম পঞ্চায়েত। মূল কান্ডারি এক বছর আগে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পাপিয়া ঘোষ। পরিশ্রম,সংযম এবং অধ্যাবসায় এই তিনটে মিলিয়ে যার নাম আসে তার নাম পাপিয়া ঘোষ। মাঝখানে হেভিওয়েট প্রার্থী কাজল ঘোষের হারটা বাদ দিয়ে একশোর মধ্যে দুশো পাবেন এই নেত্রী। একঘেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে নতুন জোয়ার যে তিনি এনে দিয়েছেন তা আপামর জনসাধারণ মেনে নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দোপাধ্যায় যে সঠিক মানুষকেই বেছে নিয়েছেন তা এই ফলাফলই প্রমাণ করে দেয়। পাপিয়া ঘোষের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানালেন এই জয়ের কৃতিত্ব আমার একার নয় সবার। আর এটাই হয়ত তৃণমূল কংগ্রেসকে আগামীদিনে আরো ভালো ফলাফল করবার সাহস যোগাবে। তবে এটা একেবারেই সত্যি উত্তরবঙ্গের মানুষ একেবারে আলাদা এক নেত্রীকে পেয়েছেন যিনি শুধুমাত্র মানুষের পাশে থেকেই কাজ করতে পারবেন। তিনি আর কেউ নন পাপিয়া ঘোষ। আর এবারে মুখ্যমন্ত্রী হয়ত তাকে আরো বড় দায়িত্ব দিতে চলেছেন। যার পুরোপুরি দাবি করতে পারেন পাপিয়া ঘোষ। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের অসংবাদিত নাম। যাকে শুধুমাত্র কাজের মূল্য দিয়েই চেনা যায়।

দুর্ঘটনার কবলে পড়ুয়াদের গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলেজ এক্সার্সনে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ুয়াদের গাড়ি । সিকিমের পাহাড়ি রাস্তায় ২২ জন কলেজ পড়ুয়াসহ বাস উল্টে যায়। আহত পড়ুয়াদের চিকিৎসা চলছে।

ঘটনাটি ঘটেছে সিকিম তাদংয়ের ছয় মাইলের কাছে। রাঁচি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পড়ুয়াদের কলেজ থেকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া

হয়েছিল গ্যাংটকে। সেখান থেকে শিলিগুড়ির দিকে ফেরার পথেই এই দুর্ঘটনা। জানা গেছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে অরেঞ্জ ভিলার কাছে একটি বড় পাথরে বাসটি ধাক্কা মারে। তারপরেই বাসটি উল্টে যায়।

ওই বাসে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ২২ জন পড়ুয়া ছিল বলে খবর। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বাসটি দ্রুত গতিতে চলছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা গিয়ে পাথরে ধাক্কা খায়। উল্টে যাওয়া বাসের ভিতর আটকে পড়ে ছাত্ররা।

ধন্যবাদ জানাতে পায়ে হেঁটে রওনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স থেকে পায়ে হেঁটে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন এক যুবক । জানা গেছে ওই যুবকের নাম শঙ্কর ভট্টাচার্য । বাড়ি ডুয়ার্স এলাকায় । গত ১৫ জুন পায়ে হেঁটে কলকাতা কালীঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন বলে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের কারণে মানুষ আজ উপকৃত। এই জন্যই মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে পায়ে হেঁটে রওনা দিয়েছেন তিনি। বুধবার

তিনি মালদায় পৌঁছান । মালদা জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর পাশাপাশি ওই যুবকের সঙ্গে বেশ কিছু পথ হাঁটেন তৃণমূল যুব কর্মীরা। ওই ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের প্রচণ্ড ভক্ত। মুখ্যমন্ত্রীর সবকিছুই তার প্রচণ্ডভাবে ভালোলাগে বলে জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও জেনে নির্দেশ দিয়েছেন ওই যুবকের রাস্তায় যাতে কোনও প্রকারের সমস্যা না হয়। এর জন্য মালদা থেকে যেই পথে তিনি কলকাতা পৌঁছাবেন সমস্ত তৃণমূল নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তাকে সব রকমের সাহায্য করবার জন্য।

বিধান রায়ের জন্ম এবং মৃত্যুদিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের জন্ম এবং মৃত্যুদিবস পালন করল শিলিগুড়ির মানুষ। শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়কে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, তৃনমুল কংগ্রেসের অন্যান্য কাউন্সিলারেরা এবং বিধান মার্কেট ব্যাবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার জানান ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় বাংলার শ্রেষ্ঠ মনিষীদের মধ্যে অন্যতম। তার কথা এবং তার আদর্শ বাঙালির কাছে চির অমর হয়ে থাকবে। সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ বাংলার এই কৃতি সন্তানকে মনে রাখবে এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবে। একজন চিকিৎসক হিসাবে তিনি যা কিছু করে গেছেন বাঙালার মানুষ কোনদিন তা ভুলবে না। আমাদের উচিত তার আদর্শকে সামনে নিয়ে এগিয়ে চলা। এদিন রঞ্জন সরকারের সাথে ছিলেন এম আই সি মানিক দে, অভয়া বসু এবং অন্যান্য দলীয় কর্মীবৃন্দ। এদিন ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মদিবস এবং মৃত্যু দিবস উপলক্ষ্যে বিধান মার্কেট ব্যাবসায়ী সমিতি দুঃস্থ এবং অনাথ শিশুদের খাবারের ব্যাবস্থা করে। এবং দুঃস্থদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বস্ত্র এবং ওষুধ। সন্ধ্যায় বিনামুল্যে চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছে বিধান মার্কেট ব্যাবসায়ী সমিতি।

অভিষেকের বার্তা ও অভিনন্দন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কর্পরেশনের পরে মহকুমা পরিষদে জয় এসেছে। তাই এবারে কলকাতা থেকে বার্তা আসল অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তিনি জানালেন সেমিফাইনাল জিতে ফাইনালে উঠেছি আমরা তাই ২০২৪ (ফাইনাল) জিতে দেখাতে হবে। এখন গোটা দলটা এক হয়ে লড়াই করছে, এখন থেকেই শুরু করলে ফাইনালে বিজয়ী হব আমরা। আর এখন থেকেই লড়াই করতে হবে আমাদের। অভিষেক বন্দোপাধ্যায় এদিন আলাদাভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানান। অভিষেক বন্দোপাধ্যায় জানান তৃণমূল কংগ্রেস একটা দল হিসাবে লড়াই করে জয়ী হয়েছে,আর সেটা সম্ভব হয়েছে জেলা সভাপতির যোগ্য নেতৃত্বের কারনেই। তাই এই অভিনন্দন প্রাপ্য সবারই। অনেকদিন পর একই সাথে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এবং শিলিগুড়ি পুরসভা জিতল তৃণমূল কংগ্রেস, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় আগেই অভিনন্দন জানিয়েছেন দার্জিলিং জেলা সভাপতিকে। আজ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের অভিনন্দন বার্তা উৎসাহ যোগাবে দার্জিলিং জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ। সভাপতিকে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নটির মধ্যে আটটি সিটে জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই অভিনন্দনের বার্তা চলে এসেছে কলকাতা থেকে। এদিন জেলা সভাপতি জানান এই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের এবং এই জয় সবার। সবার মিলিত প্রচেষ্টা এই জয় এনে দিয়েছে। আগামীদিনে আমাদের সবাইকে এক হয়ে বিজেপী এবং অন্যান্য দলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের আদর্শতেই আমরা ২০২৪এ জয়ী হব বলে জানান দার্জিলিং জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ।

জলপাইগুড়ির জমজমাট রথযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুই বছর থমকে থাকার পর আবার জমজমাট জলপাইগুড়ির রথযাত্রা । রথ ঘুরল গোটা শহর ।

জলপাইগুড়ি শহরের সবচেয়ে বড় রথ হল গৌরীয় মঠের রথ। আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত হয় রথযাত্রা। এই সময়ে ভগবান জগন্নাথ তার ভাই বলভদ্র ও বোন সুভদ্রার সঙ্গে তিনটি রথে চড়েন। দুই বছর করোনার জন্য গৌড়ীয় মঠেই রথ টানা হয়েছিল। কিন্তু এ বছর ফের রথযাত্রা শুরু হল জলপাইগুড়ি

শহরের বিভিন্ন জায়গায়। এই দিন গৌরীয় মঠে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত ।

গৌরীয় মঠে জগন্নাথ দেবকে পুজো দিয়ে তার মাসীর বাড়ি যোগোমায়া কালী মন্দিরে রথটি যাত্রা করে । অসংখ্য ভক্ত সামনে জল দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে জগন্নাথ দেবের। রথের দড়ি টেনে পুণ্য লাভ হয়। তাই সেই রথের দড়ি টানতে ভক্তদের হুড়োহুড়ি করতেও দেখা যায় । পাশাপাশি প্রাচীন আমল থেকেই এই রথযাত্রা উপলক্ষে জলপাইগুড়ির কালীবাড়িতে এক বিশাল মেলার আয়োজন করা হয়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২ জুলাই – ৮ জুলাই, ২০২২

মেষ রাশি : দাম্পত্য জীবনে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা গোলযোগের সম্ভাবনা প্রবল। মানসিক চাপের কারণে অযথা অন্যের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। সন্তান থেকে সুখ। বংশগত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি, এছাড়া শ্লেষ্মা জাতীয় রোগ হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মে উন্নতিতে বাধা।

প্রতিকার : মঙ্গলবার হনুমান চাল্লিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দাম্পত্য সুখ লাভের সম্ভাবনা। আর্থিক দিক দিয়ে অনেকটা সাবলীল হওয়ার সম্ভাবনা। লেখক বা সাহিত্যিকদের প্রতিভার বিকাশ। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। প্রেসার, হাত ও পায়ের ব্যাথা জনিত সমস্যায় নাজেহাল। রোগ বৃদ্ধির কারণে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কুমারীদের পা ছুঁয়ে তাদের আশীর্বাদ নেওয়া।

মিথুন রাশি : স্বজনদের প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধি। সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। মান সম্মান হানির সম্ভাবনা। প্রতিভার বিকাশে বাধা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। ব্যবসায়ে সাফল্য। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার । ধর্মে-কর্মে আনুগত্য। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : বুধবার গোরুকে ঘাস খাওয়ানো।

কর্কট রাশি : স্বজনের সঙ্গে মতবিরোধ। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনা এবং মতানৈক্য। সন্তান থেকে মনোকষ্ট। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। দুর্ঘটনা এড়াতে রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করা প্রয়োজন। আয় হলেও অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব। শ্লেষ্মাজনিত রোগ ও চক্ষুপীড়া প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শিব লিঙ্গে রুদ্রাভিষেক করা উচিত।

সিংহ রাশি : মানসিক উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। আর্থিক দিক দিয়ে সমস্যা বৃদ্ধির দরুণ মনোকষ্ট বৃদ্ধি। কিন্তু কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য মনোবল প্রয়োজন। সরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। আয়ের সঙ্গে ব্যয়বৃদ্ধি।

প্রতিকার : আপনার সূর্য অষ্টকের পাঠ করা উচিত।

কন্যা রাশি : স্বজনদের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ভাই-বোনের সঙ্গে বিরোধ হলেও তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তান সুখ থেকে বঞ্চনা। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা। কিন্তু ব্যবসায়ে প্রসারতায় শুভ ফল লাভ। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : শ্রীবিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করা উচিত।

তুলা রাশি : দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। রাস্তাঘাটে কোনো বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পাওয়ার সম্ভাবনা। উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের সুনজরে আসার সম্ভাবনা। কর্মভাব ও আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : মহালক্ষ্মী মন্ত্র ১০৮ বার জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কোনো বিষয় নিয়ে মতানৈক্য। প্রতিভার বিকাশ। অন্য ক্ষেত্র থেকে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। গুরুজনদের রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ছোট ভাই-বোনদের সাহায্যে ছোট বালকদের গুড়-ছোলা মঙ্গলবার দান।

ধনু রাশি : স্বজনদের রূঢ় আচরণ মনোকষ্ট বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তানের জন্য ব্যয়বৃদ্ধি এবং সন্তানের কারণে মনোকষ্ট। পদোন্নতিতে সমস্যার সম্মুখীন হবে। আয় হলেও অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : হলুদের তিলক আপনার মাথায় লাগান।

মকর রাশি : স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। অর্থ বা মূল্যবান তথ্য হারানোর সম্ভাবনা। গুরুজনদের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে মতান্তর। সন্তান থেকে খুশির খবর। গবেষণায় সাফল্যে বাধা এক্ষেত্রে তা কাটিয়ে উঠবে। আয়ভাব খুব শুভ নয়।

প্রতিকার : শনিবার দিন শনি মন্দিরে গিয়ে শনি স্তোত্র পাঠ।

কুম্ভ রাশি : মানসিক শান্তির অভাব। ধনভাব শুভ। পাওয়া অর্থ ফেরৎ পেতে বিলম্ব। গুরুজনদের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় থাকবে। চাকরিতে কিছুটা শুভ ফল লাভ হলেও ব্যবসায় মন্দা। আয়ভাব শুভ। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সমতা।

প্রতিকার : শনি বা মঙ্গলবার হনুমান চালিশা বজরংবলির মন্ত্র পাঠ।

মীন রাশি : স্বজনের থেকে রূঢ় আচরণ পেতে পারেন। আয়ভাব শুভ না হলেও প্রয়োজনীয় অন্যতম অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। মানসিক অবসাদ আসার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে মামলা বা গোলযোগের সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়। সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভে বিড়ম্বনা। পদোন্নতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ব্রত রাখা উচিত।

শব্দবার্তা ২০৬

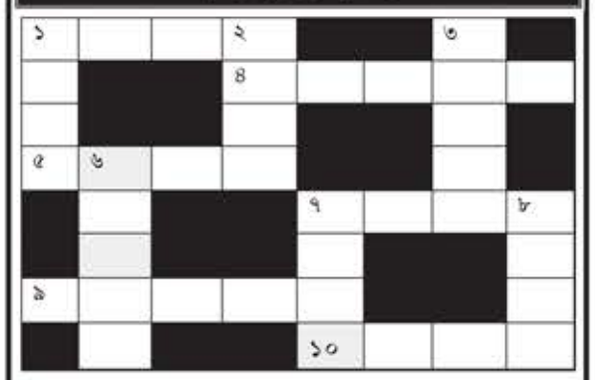

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। সম্রাট, সার্বভৌম রাজা ৪। প্রভাতকালীন রাগবিশেষ ৫। পরপুষ্ট ৭। সম্মতি-অসম্মতি ৯। কয়েকটা ১০। রবি ঠাকুরের নাটক।

উপর-নীচ

১। আপশোস ২। চলন্ত মানুষের অবিচ্ছিন্ন শ্রেণি, লোকপ্রবাহ ৩। নানা প্রকার ৬। সূর্যের পুত্র ৭। 'আমি — গাহি সেই বেদেবে দুই নদের গান' ৮। মুনি ঋষিদের আশ্রম।

সমাধান : ২০৫

পাশাপাশি : ১। আদম ৪। অঞ্চল ৫। পবনাশন ৬। কারখানা ৭। বড়জোর ৯। ওজনদার ১১। মাটাল ১২। সমস্ত।

উপর-নীচ : ১। অরি ২। মানোয়ার ৩। লাবণ্য ৪। সমানুভূতি ৬। ক্ষিপ্ত নিবাস ৮। আধাআধি ১১। প্রণয় ১১। খাম।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

বাঘের আক্রমণে মৃত্যু

সুভাষ চন্দ্র দাশ : আবারও বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবীর। মৃতের নাম বিষ্ণুপদ মিস্ত্রী (৫৮)। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে সুন্দরবন জঙ্গলের মরিচঝাঁপির ৩ নম্বর ঝিলা জঙ্গলের নদীখাঁড়িতে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গোসাবা ব্লকের সাতজেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আনন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা বিষ্ণুপদ মিস্ত্রি। পেশায় তিনি একজন মৎস্যজীবী। প্রতিনিয়ত সুন্দরবন জঙ্গলের নদীখাঁড়িতে মাছ-কাঁকড়া ধরে জীবনজীবিকা নির্বাহ করতেন। অন্যান্য দিনের মতো বুধবার ভোরে প্রতিবেশী মৎস্যজীবী তেজেন মন্ডল ও ভাই বিনয় মিস্ত্রীকে সাথে নিয়ে ডিঙি নৌকায় চেপে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে রওনা দিয়েছিলো মাছ-কাঁকড়া ধরার জন্য। এদিন সকালে নদীখাঁড়িতে নেমে কাঁকড়া ধরার জন্য দোন তৈরি করছিলেন। সেই সময় সকলের অলক্ষ্যে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে আসে। ঘাপটি মেরে নদীর পাড়ে বসে শিকারকে টার্গেট করতে থাকে। এদিকে তিন মৎস্যজীবি কাঁকড়া ধরার জন্য আপনমনে দোন তৈরি করে নদীখাঁড়িতে ফেলছিলেন। গভীর জঙ্গলের দিকে তাদের কোনও প্রকার ভ্রূক্ষেপ ছিলো না। আচমকা নদীখাঁড়ি সংলগ্ন সুন্দরবন জঙ্গল থেকে বাঘটি বেরিয়ে আসে। ঝাঁপিয়ে পড়ে মৎস্যজীবী বিষ্ণুপদ'র ঘাড়ের উপর। এরপর তাকে টানতে টানতে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেই মুহূর্তে সঙ্গীসাথীরা লাঠি আর নৌকার বৈঠা নিয়ে বাঘের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সঙ্গীকে উদ্ধারের জন্য। দীর্ঘক্ষণ চলে বাঘে মানুষের তুমুল লড়াই। ক্ষুধার্ত বাঘও কোনও মতে তার শিকার ছাড়তে নারাজ। শিকার ফেলে রেখে অপর দুই মৎস্যজীবীকে আক্রমণ করে গর্জন করতে থাকে বাঘ। দীর্ঘক্ষণ লড়াইয়ের পর বেগতিক বুঝে বাঘ তার শিকার ফেলে রেখে রণে ভঙ্গ দেয়। পালিয়ে যায় সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে। সঙ্গীসাথীরা গুরুতর জখম অবস্থায় আহত মৎস্যজীবীকে নৌকায় তোলে। দ্রুততার সাথে নৌকার বৈঠা বেয়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ততক্ষণে অবশ্য প্রচুর রক্তক্ষরণে মাঝ নদীতে নৌকার মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ওই মৎস্যজীবী। গ্রামের ঘাটে ওই মৎস্যজীবীর মৃতদেহ পৌঁছালে এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

দাদাকে বাঘের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারলেও শেষ রক্ষা না হওয়া শোকে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গিয়েছেন মৃত মৎস্যজীবীর ভাই বিনয় মিস্ত্রী। পাশাপাশি শোকে কান্নায় ভেঙে পড়েছে প্রতিবেশী সহ মৃতের পরিবার পরিজনেরা।

অন্যদিকে, সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ সূত্রের খবর,বাঘের আক্রমণে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে ঠিক নির্দিষ্ট কোন জায়গায় হয়েছে সেটা এখনো পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। তবে যে বা যাঁরা কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন তাদের বৈধ কোন কাগজ পত্র ছিলো কী না তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

জখম প্রতিবাদী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছুরির আঘাতে গুরুতর জখম হলেন প্রতিবাদী ভ্যান চালক এক যুবক। আর প্রকাশ্য দিবালোকে এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্যানিং থানার অন্তর্গত সাতমুখী বাজারে। স্থানীয় সূত্রের খবর এদিন সাতমুখী বাজারে ওই ভ্যানচালক ও তার নিকট এক আত্মীয় বসেছিলেন। অভিযোগ নিকট আত্মীয়কে জনৈক রবিউল লস্কর নামে এক ব্যাক্তি অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। প্রতিবাদে সরব হয় ওই ভ্যানচালক। অভিযোগ আচমকা ছুরি বের করে ওই ভ্যান চালকের পেটে মারতে যায়। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে শুরু হয় এরপর ভানচালকের বাম হাতে ছুরি মেরে পালিয়ে যায় রবিউল। স্থানীয়রা গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ভ্যান চালককে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য।

বর্তমানে সেখানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই ভ্যানচালক। ঘটনার বিষয়ে আক্রান্ত ভ্যান চালকের পরিবারের সদস্যরা ক্যানিং থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

ধরা পড়ল চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার দিনে দুপুরে ধরা পড়ল এক চোর। পুলিশ আটক করে চোরকে। আটকের নাম হান্নান আলি গায়েন। এমনি চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার পুরাতন চাঁদনী গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে চোরের উপদ্রব। প্রায় বাড়িতে চুরি হচ্ছে দিনে দুপুরে রাতে। ফলে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে পুলিশ প্রশাসনের। এদিন মাতলা অঞ্চলের পুরাতন চাঁদনী গ্রামে বাসিন্দা ঝন্টু আদকের বাড়িতে কেউ ছিল না। ঘরের দরজায় ছিল তালা মারা। আর এই সুযোগে চুরি করতে ঢোকে ক্যানিং কুমার সা মাঝের পাড়া এলাকার বাসিন্দা হান্নান আলি গায়েন। সে ঘরের তালা ভেঙে ঘরের মধ্যে ঢুকে টেবিল ফ্যান, রুপোর জিনিসপত্র চুরি করে চম্পট দেয়। আর সেই সময় স্থানীয় মানুষজন দেখতে পেয়ে তাকে তাড়া করে ধরে ফেলে। তারা সঙ্গে সঙ্গে ক্যানিং থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ বাহিনী। পুলিশ চোরকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ জানান চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

১১ কেজির কচ্ছপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে ক্যানিং থানার রাজাপুর কৃষ্ণকালি কলোনীর বাসিন্দা মৎস্যজীবী তপন দাস, নির্মল দাস ও দুখীরাম মন্ডল জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ক্যানিং মাতলা নদীতে মাছ ধরতে প্রতিদিনের মতন। তখন মাতলা নদীতে সবে জোয়ার শুরু হয়েছে। আর সেই সময় শুরু তাদের জাল ফেলা নদীতে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে জাল ফেলতে থাকে। সবে কিছু চিংড়ি, সুমো ট্যাংরা সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পড়ে তাদের জালে। জোয়ারে জল যখন অনেক বেড়ে যায় তখন জাল ফেলে তারা। জাল ফেলে জালের দড়িতে টানতে শুরু করলে জাল এগোতে থাকে না। মৎস্যজীবীরা ভেবে ছিল জালে হয়তো বড় কোনও প্রজাতির মাছ পড়েছে। এরপর তিনজন মিলে জাল টেনে তুললে দেখতে পায় প্রায় ১১ কেজি ওজনের এক বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। তারা কচ্ছপটিকে ধরে বাড়িতে নিয়ে চলে আসে। এরপর তালদি অঞ্চলের স্থানীয় তৃণমূলের নেতা পবিত্র সাঁফুইয়ের কাছে গিয়ে সব কিছু খুলে বলে। তৃণমূলের নেতা পবিত্র সাঁফুই সব কিছু শুনে সঙ্গে সঙ্গে মাতলা রেঞ্জ ফরেস্টে যোগাযোগ করে। খবর পেয়ে মাতলা রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে বিরল প্রজাতির কচ্ছপটি নিয়ে ঝড়খালি রেসকিউ সেন্টারে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসকরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কচ্ছপটির। তবে বর্তমানে কচ্ছপটি সুস্থ আছে। সোমবার কচ্ছপটিকে সুন্দরবনের বিদ্যা নদীতে ছেড়ে দেওয়া এমনি খবর বন দফতর সূত্রে। এ বিষয়ে তৃণমূলের নেতা পবিত্র সাঁফুই বলেন, ক্যানিং মাতলা নদীতে তিনজন মৎস্যজীবী জাল ফেলে মাছ ধরার সময় কচ্ছপটি তাদের জালে পড়ে। এরপর মাতলা রেঞ্জ বন দফতর খবর দিয়ে বনকর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া কচ্ছপটিকে। বন দফতর জানায়, ক্যানিং মাতলা নদীতে মৎস্যজীবীরা মাছ ধরার সময় মৎস্যজীবীদের জালে বন্দি হয় একটি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। কচ্ছপটি প্রায় ১১ কেজি ওজন। এই প্রজাতির কচ্ছপ সাধারণত গভীর সমুদ্রে থাকে। তবে কচ্ছপটি উদ্ধার করা হয়েছে। কচ্ছপটিকে চিকিৎসকরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। বর্তমানে কচ্ছপটি সুস্থ আছে ঝড়খালি রেসকিউ সেন্টারে। সোমবার কচ্ছপটিকে বিদ্যা নদীতে ছেড়ে দেওয়া হবে।

আজও চালু হলনা ক্যানিং মহকুমা পুলিশ মর্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ মর্গ তৈরি হয়ে দীর্ঘ দিন ধরে পড়ে আছে। ফলে আজও চালু হল না ক্যানিং মহকুমা মর্গ। ক্যানিং মহকুমা বাসন্তী, গোসাবা, জীবনতলা, ঝড়খালি কোষ্টাল, ক্যানিং, সুন্দরবন কোষ্টাল থানা গুলি অবস্থিত। বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষের বসবাস। দিনের পর দিন এই মহকুমা মানুষের সংখ্যা বাড়ছে।এই মহকুমা মর্গ না থাকার কারণে সাধারণ মানুষজন দেহ নিয়ে ছুটতে হয় কলকাতায়।

আর এই দীর্ঘ পথ যেতে একদিকে যেমন সময় নষ্ট অপর দিকে আর্থিক খরচ। ফলে সাধারণ মানুষজন নাজেহাল। ক্যানিং মহকুমাবাসী দীর্ঘ বছর ধরে দাবি জানিয়ে আসছে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ মর্গ চালু করার জন্য। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে উন্নয়নের কড়া নাড়ছেন তখন ক্যানিং মহকুমা উন্নয়নের চিত্রটা এরকম।এ বিষয়ে ক্যানিং মহকুমা শাসক আজার জিয়া বলেন কিছু টেকনিক্যাল সমস্যার জন্য ক্যানিং মহকুমা পুলিশ মর্গ চালু হয়নি।তবে খুব শীঘ্রই যাতে এই মর্গটি চালু হয় সেইটি দেখা হচ্ছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগ

অমিত মন্ডল : মিড ডে মিলের খাবারে দেওয়া হচ্ছে মেয়াদ উত্তীর্ণ সোয়াবিন, দেওয়া হচ্ছে আগের দিনের সিদ্ধ করা ডিম। এমনই অভিযোগ নিয়ে সরব হলেন অভিভাবকরা। সাগর ব্লকের খাসরামচক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের মেয়াদোত্তীর্ণ এবং বাসি খাবার দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে দিদিমণিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাল অভিভাবকরা। ৬০ জন পড়ুয়া রয়েছে এই কেন্দ্রে। অভিভাবকদের অভিযোগ দিনের পর দিন এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছে। কর্মীরা ইচ্ছে করেই খারাপ খাবার দেন বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। ২০১৯ সালের মেয়াদোত্তীর্ণ সোয়াবিন দেওয়া হচ্ছে বাচ্চাদের। বারবার মায়েরা অভিযোগ করলেও সুরাহা হয়নি। ডিম সিদ্ধ করে পাশের বাড়ির ফ্রিজে রেখে পরের দিন সেই ডিম পুনরায় গরম জলে ফুটিয়ে বাচ্চাদের দেওয়া হয়। এমনই অভিযোগ তুলে শুক্রবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিক্ষিকাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয়রা।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, যদি দিদিমণিকে কিছু বলা হয় তাহলে মায়েদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন তিনি। গত পরশু ১০টি ডিম সিদ্ধ করে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পাশে থাকা বাড়িতে একটি ফ্রিজে রাখা হয়েছিল। সেই ডিম পরের দিন গরম করে আবারো বাচ্চাদের দেওয়া হয়। শুক্রবার ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিক্ষিকার বিরুদ্ধে সাগরের বিডিওর কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অভিভাবকেরা। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ওই কর্মী ঈশিতা মাইতি দাস অভিবাবকদের করা অভিযোগ স্বীকার করে নেন। বিক্ষোভের মুখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

সাসপেন্ড ৮টি ফিশিং ট্রলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সমুদ্রে মাছ ধরা দক্ষিণ ২৪ পরগনার ট্রলারকে ৯০ দিনের জন্য সাসপেন্ড করল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা মৎস্য দপ্তর। আগামী ৯০ দিন সমুদ্রের মাছ ধরতে পারবে না এই ট্রলার গুলি। শুক্রবার বিকেলে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন জেলার সহ মৎস্য অধিকর্তা জয়ন্ত প্রধান। মৎস্য দপ্তর সূত্রে খবর, এফবি অমরেশ্বর, এফবি মা সারদা-২, এফবি দেবী বর্গভীমা, এফবি সপ্তর্ষি নারায়ণ, এফবি মা মঙ্গল চন্ডী, এফবি সুস্মিতা, এফবি পুষ্পবতী, ও এফবি পারমিতা নামের একটি ট্রলারকে ৯০ দিনের জন্য শাসন করলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা মৎস্য দপ্তর। এই আটটি ডলারের মধ্যে ৭ টি কাকদ্বীপের ও একটি রায়দিঘির। ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত দু'মাস সমুদ্রে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা থাকে। এই সময় কোনও ট্রলার সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারে না। কিন্তু চলতি বছরের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বেশ কিছু ট্রলার নিয়ম ভেঙে সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য পাড়ি দেয়।

এর মধ্যে ৮ টি ট্রলারকে চিহ্নিত করে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী। জেলা মৎস্য দফতরের পক্ষ থেকে আটটি ট্রলারের মালিককে শোকজ করা হয়। শুক্রবার ছিল শোকজের জবাব দেওয়ার শেষ দিন। তার আগেই ট্রলার মালিকরা শোকজের জবাব দিয়েছিলেন। কিন্তু মৎস্য দপ্তর সেই জবাবের সন্তুষ্ট না হওয়ায় সাসপেন্ডের সিদ্ধান্ত নেয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহ মৎস্য অধিকর্তা জয়ন্ত প্রধান বলেন, উপকূল রক্ষী বাহিনীর নির্দিষ্ট প্রমাণ-এরপরেও ট্রলার মালিকরা দোষ স্বীকার না করায় সাসপেন্ডের সিদ্ধান্ত। ভবিষ্যতে জাতীয় সরকারি নিষেধাজ্ঞা ভেঙে আর কোনও ট্রলার মাছ ধরত না যায়, তা যেন ট্রলার মালিকরা বুঝে নেন।

মাছের দেখা নেই নিরাশ মৎস্যজীবীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর, গত ১৫ জুন থেকে মাছ ধরার জন্য সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে কয়েক হাজার ট্রলার। ১৫ জুন থেকে সুন্দরবনের ফ্রেজারগঞ্জ, নামখানা, কাকদ্বীপ, সাগর ও পাথরপ্রতিমা মৎস্য বন্দর থেকে ধাপে ধাপে কয়েক হাজার ট্রলার সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য পাড়ি দিয়েছে। এরমধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন ট্রলার ১০০ টনের মতো ইলিশ মাছ ধরে ফিরেছে গত সপ্তাহে। কিন্তু বেশিরভাগই ট্রলার ইলিশ মাছ পায়নি। জ্বালানি, বরফ সহ অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে প্রায় এক সপ্তাহের মতো ট্রলার নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় মৎস্যজীবীরা। যার জন্য প্রতি ট্রিপে খরচ হয় ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা। কিন্তু মরসুমের শুরুতে হাতেগোনা কয়েকটি ট্রলার মাছ পেলেও বেশিরভাগ ট্রলার নিরাশ হয়ে ফিরেছে মৎস্য বন্দরগুলিতে। সেই কারণে চিন্তিত হয়ে পড়েছে মৎস্যজীবীরা। এছাড়াও সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে জাল খেলতে পারছে না ট্রলারগুলি। এদিকে উপকূলে বর্ষাও সেভাবে শুরু হয়নি। পুলিশের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হতে দরকার ভারী বর্ষার। প্রতি ট্রিপে অনেক টাকা খরচ করে গিয়েও নিরাশ হয়ে ফিরে আসছে ট্রলারগুলি। মৎস্যজীবীরা আশা করছেন বৃষ্টির পরিমাণ বাড়লে মৎস্যজীবীদের জালে ভরে উঠতে পারে রুপালি শস্য। তবে উপকূলে কবে বর্ষা ঢুকবে তা জানা নেই তাদের। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই বৃষ্টি নামলেই দেখা মিলবে ইলিশের। সেই সময় মৎস্যজীবীদের জালে পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ ধরা পড়লে বাজারে আসবে ইলিশ। তখনই বাজারে ইলিশের দাম অনেকটাই কমলে মধ্যবিত্তের পাতে পড়বে ইলিশ।

রথযাত্রায় মাতোয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুক্রবার শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে মেতে উঠল বঙ্গবাসী। রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্র এদিন রথযাত্রায় শামিল হন লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ নরনারী। নদিয়ার নবদ্বীপ, মায়াপুর থেকে শুরু করে হুগলির সুপ্রাচীন মাহেশে রথ ও গুপ্তিপাড়ার রথযাত্রায় অসংখ্য মানুষের ঢল নামে। মালদার গাজোলে রথযাত্রার কার্নিভালেও লক্ষাধিক মানুষ শামিল হয়েছিলেন বলে জানা গেছে। উত্তরবঙ্গের কুচবিহার, শিলিগুড়িতেও ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়। কলকাতা, মায়াপুর সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ইসকনের রথযাত্রায় অসংখ্য ধর্মপ্রাণ নরনারী ভিড় জমায়। এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনায় রাম সীতা মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বিগ্রহের পুজো করেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

মায়াপুরের রথযাত্রায় লক্ষাধিক জনসমাগম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ জুলাই রথযাত্রা উপলক্ষে অগণিত জনসমাগমে মুখরিত হল এই বাংলার শ্রীক্ষেত্র নদীয়ার মায়াপুরের ইসকন মন্দির চত্বর। প্রসঙ্গত ইসকন মন্দির থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে রাজাপুর গ্রামের প্রশান্ত পল্লীতে জগন্নাথ মন্দির অবস্থিত। সেখান থেকে এদিন বিকেলে তিনটে রথ যথাক্রমে জগন্নাথ বলভদ্র ও সুভদ্রাকে নিয়ে পাড়ি দেয় অস্থায়ী মাসির বাড়ি ইসকন চন্দ্রোদয় মন্দিরে। এখানে নয়দিন থাকার পর বিগ্রহত্রয় পুনরায় ফিরে যাবেন রাজাপুরের মন্দিরে। এই উপলক্ষে নয় দিনব্যাপী ভোগের আয়োজন দীপদান পাঠ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ছিল দেখার মত। প্রসঙ্গত রথযাত্রায় এবার শ্রীক্ষেত্র পুরীধাম থেকে বলদেবের রথের চাকা ও চালচিত্র

আনা হয়েছে মায়াপুরে যা এবারের অন্যতম আকর্ষণ। সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য রাখাও হয়েছিল যা, এবার রথ যাত্রার সূচনায় বহু বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ। প্রায় ২লক্ষাধিক ভক্তবৃন্দের সমাগমের ঢল এদিন লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া রথের শোভাযাত্রায় মানুষের আবেগ সহ বিভিন্ন ট্যাবলো, আদিবাসী নৃত্য, ছৌ নাচ রণ -পা প্রভৃতি প্রদর্শন শোভাযাত্রাকে যারপরনাই বর্ণাঢ্য ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। বলা বাহুল্য বাংলার অন্যতম সেরা আকর্ষণ ছিল এবারের ইসকনের রথযাত্রা উৎসব যা আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠেছিল মহামানবের মিলনতীর্থ।

মৎসজীবীদের ফেরানোর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে আন্তর্জাতিক জলসীমানা পেরিয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড আটটি ট্রলারসহ ১৩৫ জন ভারতীয় মৎসজীবীকে আটক করে। এই ঘটনার পর দুশ্চিন্তায় প্রহর গুনছে আটক হওয়া মৎস্যজীবীদের পরিবারের লোকজন। আটক হওয়া মৎস্যজীবীদের মধ্যে কাকদ্বীপের মৎস্যজীবী রিপন দাসের পরিবারের লোকজন জানান, চলতি বছরে একবার গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল রিপন। দ্বিতীয়বার আবার মাছ ধরতে গিয়ে এবার বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড এর কাছে আটক হওয়ায় গভীর দুশ্চিন্তায় রিপনের স্ত্রী ও বৃদ্ধ বাবা-মা। কাকদ্বীপ থানা এলাকার স্বামী বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের আশু বাবুর চক বাসিন্দা রিপন। দুই সন্তান স্ত্রী ও বাবা মাকে নিয়ে অ্যাসবেস্টসের ঘরেই থাকেন রিপন। বাংলাদেশে ১৩৫ জনের সাথে রিপন দাস আটক হওয়ার খবর পরিবারের লোকজন জানতে পারলে দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েন।

অন্যদিকে বাংলাদেশ আটক হওয়া ১৩৫ জন মৎসজীবীকে ফেরাতে তৎপর প্রশাসন। সেজন্য কাকদ্বীপে একটি প্রশাসনিক বৈঠক শুরু করা হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয় বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা চলছে যাতে আটক হওয়া ১৩৫ জন মৎস্যজীবীকে যাতে দ্রুত দেশে ফেরানো যায় তার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

নেশামুক্তদের বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত রবিবার বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবসে নেশামুক্তরা বারাসতের পথ হাঁটবেন। সর্বনাশা ড্রাগের নেশ কেড়ে নিয়েছে সব কিছু। মাদকমুক্ত থাকার বার্তা দেবেন। বারাসতে নেতাজি পল্লির বাসিন্দা চন্দন পালচৌধুরী মাত্র ১৭ বছর বয়সে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ড্রাগের নেশায় জড়িয়ে পড়েন। বাবা ছিলেন ঠিকাদার। চন্দন বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে নেশা করা শুরু করেন।

২০১৮ সালে চন্দনের পরিবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। স্ত্রী এলে হয়তো নেশা ছাড়বেন চন্দন। বাড়ির সঙ্গে তিক্ততা চরমে ওঠে। কিন্তু সেই নেশার কারণেই বিয়ের আট মাসের মাথায় স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়। আত্মঘাতী হন তার বাবা। নিজে কাজ হারান। চন্দন অনেক কিছু খুইয়ে বারাসতের এক নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি হয়ে নেশা ছেড়েছেন। তিনি এখন পুরোপুরি নেশামুক্ত। ড্রাগের নেশায় সর্বস্বান্ত হয়েছি বলে চন্দন বাবু বলেন। তিনি আরও বলেন আমি এই নেশার জন্য পাগলের মতো হয়ে যেতাম। বাড়ির কারো সাথে কথা বলতাম না শুধু নেশার জন্য। আমি বাবাকে হারিয়েছি। তাই যুবসমাজকে সচেতন করতে বারাসতের রাজপথে নামব এবং আমার মতো ভুল যেন আর কোন বন্ধু, পাড়াপড়শি, আত্মীয় পরিজন কেউ যেন এই ভুল পথে পা দিয়ে ড্রাগের নেশা করবেন না। ড্রাগের নেশা সর্বনাশা সেটাই বলেন রাস্তায় নেমে সবাইকে।

লাইট-সাউন্ড সংগঠনের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ জুন মথুরাপুর সাউন্ড অ্যান্ড লাইট ওনার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের জরুরি সভা হয়ে গেল মথুরাপুরের মৌসুমী কমপ্লেক্সে প্রায় ৮০ জন প্রতিনিধিদের ওই দিন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যাবতীয় সরকারী নির্দেশ মেনে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত মাইক ব্যবহৃত হবে। ইলেকট্রিক ব্যবহার করলে সরকারের নিয়ম মেনে বৈধ অর্থ দিয়ে অনুমতি নিতে হবে। সেই সঙ্গে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। সংগঠনের সভাপতি সুমন মণ্ডল, সম্পাদক রতিকান্ত হালদার সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়া জেলা সংগঠনের

সম্পাদক অজিতরঞ্জন গোষ সহ রায়দিঘির সম্পাদক শঙ্কর পাত্র, মন্দিরবাজারের সহ সম্পাদক তারক মণ্ডল, ঢোলার সম্পাদক হাবিবুর রহমান মোল্লা, কুলপীর সম্পাদক প্রভাত মিদ্দা উপস্থিত ছিলেন ওই অনুষ্ঠানে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ২ জুলাই – ৮ জুলাই, ২০২২

প্রাইভেট টিউশন

গুরুমুখী বিদ্যা ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্য। বেদের যুগ থেকেই গুরু পরম্পরায় যে শিক্ষার বহমানতা তা আধুনিক কালে কিছুটা ফিকে হলেও সম্পূর্ণভাবে চলে যায়নি। আধুনিককালে সারা বিশ্বেই প্রাইভেট টিউশনের কম বেশি রূপান্তর ঘটেছে। অনলাইনের মাধ্যমে, নানা অ্যাপের মাধ্যমে এমনকি অজস্র ছোট বড়ো কোচিং সেন্টার সবটাই আসলে গড়ে উঠেছে 'কিছু অতিরিক্ত শিক্ষা দেবার ও পাওয়ার বাসনায়।' সম্প্রতি রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা কোনওরকম প্রাইভেট টিউশনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না। অতীতে বাম আমলেও শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছ থেকে প্রাইভেট টিউশন না করার অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করতে হয়েছিল শিক্ষক শিক্ষিকাদের। সেই মুচলেকা কাণ্ড নিয়েও জল ঘোলা হয়েছিল বিস্তর। সে সময়ে আজকের মতোই শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেশিভাগ মঞ্চেই সরকার নীতির জয়গান গেয়েছে।

নীতিগত ভাবে সরকারি শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রাইভেট টিউশন করা অন্যায়। বিশেষ করে যখন প্রচুর শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েরা বিকল্প কর্মসংস্থান হিসাবে প্রাইভেট টিউশনকে বেছে নিয়েছে। কিন্তু ওই সরকারি ফরমানের গোড়ায় কিছু গলদ রয়ে গেছে। বাম আমল কিংবা এই আমলে শিক্ষা প্রশাসন যতটা বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি সতর্ক অন্যদিকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি অনেকটাই উদারতার পথ অবলম্বন করে থাকে। অসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অকাতরে প্রাইভেট টিউশনকে রীতিমতো 'শিল্পে'র স্তরে উন্নীত করেছে। একটু চোখ কান খোলা রাখলেই দেখতে পাওয়া যায় যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষত শিক্ষক শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের প্রায় বাধ্য করেন প্রাইভেট টিউশন নিতে। সরকারি আনুকূল্যে এবং প্রশ্রয়ে অজস্র বেসরকারি প্রাইভেট টিউশন সেন্টার গড়ে উঠেছে। বেকার ছেলেমেয়েদের প্রবেশ সেখানে অনেকাংশেই অবাস্তব। নানা শিক্ষক সংগঠনের বক্তব্যগুলিও বাতাসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। একটি অভিযোগ প্রায়শই সরকারি এবং রাজনীতিকদের তরফে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে, কলকাতা এবং শহরতলির বিদ্যালয় গুলিতে ছাত্র সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কেন কমছে? মিড ডে মিল, সরকারি পোশাক আশাক এমনকি বিনামূল্যে বই খাতা পত্র দেওয়া সত্ত্বেও ছাত্র ছাত্রীরা স্কুল মুখী হচ্ছে না কেন এই নিয়ে সরাসরি অভিযোগের তীর ছোঁড়া হয় শিক্ষক সমাজের দিকে। গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে অর্থ সামাজিক কারণই শুধুমাত্র একমাত্র কারণ নয়। দেখা যায় উচ্চ প্রাথমিক এবং একাদশ দ্বাদশে ছাত্র ছাত্রীরা ওই স্কুলের সময়কালেই রীতিমতো অভিভাবকের গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে নিকটবর্তী কোনও প্রাইভেট সেন্টারে পড়াশুনা করে। বিদ্যালয়ের সময়ে ছেলে মেয়েদের কোচিং সেন্টারে পাঠানো অভিভাবক অভিভাবিকারা অবচেতন মনেই ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ের প্রতি বিদ্বেষ ভাব জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

সাম্প্রতিক রাজ্যের শিক্ষা কেলেঙ্কারির ঘটনা বাদ দিলে রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে যথেষ্ট পরিমানে যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন। রাজনৈতিক চাপে কিংবা আগ্রহে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক বিচ্যুতি ঘটলেও সামগ্রিকভাবে শিক্ষার পরিকাঠামো শিক্ষার্থীদের প্রতি যথেষ্ট অনুকূল। রাজ্যের শিক্ষক সংগঠন গুলি তাদের প্রাপ্ত ভিত নিয়ে তারা আইনের দরজায় সাফল্য লাভ করেছে। অনেক শিক্ষক শিক্ষিকারা তাই নতুনভাবে যে সেই মুচলেকা দেবার ঘোষণাকে মনে করছে সরকারের চাপে রাখার কৌশল ও রাজনীতি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, নানা বহু জাতিক সংস্থার বদান্যতায় বহু শিক্ষা সহায়ক অ্যাপকে পরোক্ষভাবে মদত দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে এবং সে ক্ষেত্রেও অর্থের বিনিময়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক সর্বক্ষেত্রেই অর্থের বিনিময়ে সাফল্যের হাতছানি অভিভাবক থেকে ছাত্রদের প্রলুব্ধ করছে বারবার। শিক্ষা দফতর সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করবেন আশা করা যায়।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র আঠার

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং
তে নমউক্তিং বিধেম।।১৮।।

অগ্নে– হে অগ্নিসম শক্তিমান ভগবান; নয়– কৃপা করে পরিচালিত করুন; সুপথা– সঠিক পথের দ্বারা; রায়ে– আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; অস্মান্– আমাদিগকে; বিশ্বানি– সমস্ত; দেব– হে দেব; বয়ুনানি– কার্যাবলী; বিদ্বান্– জ্ঞাত; যুয়োধি– কৃপা করে দূর করুন; অস্মৎ– আমাদের থেকে; জুহুরাণম্– পথের প্রতিবন্ধকগুলি; এনঃ– সকল পাপসমূহ; ভূয়িষ্ঠাম্– বার বার; তে– আপনাকে; নমঃ উক্তিম্– প্রণাম উক্তি; বিধেম– আমি করি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি অগ্নিসম তেজস্বী, সর্বশক্তিমান, এখন আপনাকে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করি। হে পরম করুণাময়! আপনি আমাকে যথাযথভাবে চালিত করুন। যাতে পরিণামে আমি আপনাকেই প্রাপ্ত হই। আপনি আমার অতীত কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত, তাই কৃপা করে পরমার্থ লাভের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ পূর্ব পাপকর্মের ফল থেকে আমাকে মুক্ত করুন।

তাৎপর্য

ভগবানের পদপদ্মে শরণাগতি এবং তাঁর অহেতুকী কৃপা প্রার্থনা করে, ভক্ত পূর্ণ আত্ম উপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে পারেন। ভগবানকে এখানে অগ্নি বলে সম্ভাষণ করা হয়েছে, কারণ শরণাগত ভক্তের পাপ সহ সব কিছুই তিনি ভস্মীভূত করতে পারেন। ইতিপূর্বে আলোচিত মন্ত্রগুলিতে বর্ণিত হয়েছে যে, পরম তত্ত্বের যথার্থ বা অন্তিম রূপ হচ্ছে পুরুষোত্তম

ফেসবুক বার্তা

মধুকবির শেষ পদচিহ্ন আলিপুরের বুকে

অবশেষ দাস

মধুকবি জন্মেছিলেন কপোতাক্ষ নদের স্নিগ্ধতা মাখা কেশবপুরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে। যশোর জেলা সদর থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই সাগরদাঁড়ির বিখ্যাত দত্তবাড়ির বর্তমান নাম মধুপল্লি। দত্তবাড়ির পূর্ব পুরুষদের আদি নিবাস পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার বালিতে। মধুসূদনের পিতামহ রামনিধি দত্ত সাগরদাঁড়িতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সাগরদাঁড়ি সংলগ্ন কপোতাক্ষ নদের প্রতি গভীর অনুরাগে মধুকবি একদিন লিখেছিলেন, বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ- দলে, /কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মেটে কার জলে ?/ দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে। ইতিহাসের চাকা ঘুরতে ঘুরতে সেই যশোর জেলা অধুনা বাংলাদেশের মানচিত্রে আলো ছড়াচ্ছে। স্বনামধন্য জমিদার রাজনারায়ণ দত্ত ও জাহ্নবী দেবীর একমাত্র সন্তান মধুসূদন জন্মেছিলেন, ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি। তিনি পৃথিবীতে ক্ষণকালের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু চিরকালের কবি হয়ে তাঁর আগমন ঘটেছিল। নবজাগরণের সূর্যোদয়ের কবি মধুসূদন মাত্র উনপঞ্চাশ বছরের জীবনে বহু ঘাত–প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আবর্তন করলেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তনে সর্বোত্তম ভূমিকা পালন করেছিলেন।

অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবধানে আধুনিক বাংলা কাব্যধারায় যুগান্তকারী আলোড়ন ঘটিয়ে তিনি মহাকবির শিরোপা লাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক প্রতিভার মায়াজাল কত গভীর ও প্রশস্ত তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। তাহলেও মধুসূদনের অনন্ত সৃজন প্রতিভার অভিমুখ দীর্ঘসময় জুড়ে কর্তৃত্ব করলে ঠিক কতদূর বিস্তৃত হত, কল্পনার মায়াজালে তা জরিপ করা অসম্ভব বলে মনে হয়।

শ্রীমধুসূদন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন, ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি। তাঁর এই সিদ্ধান্ত রক্ষণশীল সমাজ মেনে নিতে পারেনি। তিনি অবিলম্বে দত্ত পরিবার থেকে ত্যাজ্য পুত্র হয়েছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা হয়। বহুমুখী সৃজন প্রতিভার অধিকারী মধুসূদনের ক্ষুরধার কলমের ডগায় একের পর এক সোনার ফসল ফলেছে। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবির শিরোপা তাঁর প্রতিভার স্বর্ণ মুকুটে জ্বলজ্বল করছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি প্রথম সার্থক মহাকাব্য রচয়িতা। একাধারে তিনি প্রথম সনেট রচয়িতা, প্রথম সার্থক নাট্যকার, প্রথম পত্রকাব্য রচয়িতা, প্রথম সার্থক প্রহসন রচয়িতা ও প্রথম সার্থক কমেডি রচয়িতা। এছাড়া সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি আশ্চর্য প্রতিভার নজির স্থাপন করেছেন। বাংলা সনেটের জনক হিসেবে তিনি সনেটের নতুন নামকরণ করেছেন, চতুর্দশপদী কবিতা। তাঁর সনেট সংকলনে মোট ১০২টি সনেট সংকলিত হয়েছে। যা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। গ্রীক কবি হোমারের 'ইলিয়ড' অবলম্বনে তিনি রচনা করেছেন, কালজয়ী 'হেক্টরবধ' কাব্য (১৮৭১)।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল, 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০), 'মেঘনাদবধ কাব্য ' (১৮৬১), 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য ' (১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২), 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী ' (১৮৬৫)।

পাশাপাশি তাঁর কালজয়ী নাটকগুলো হল, 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯), 'একেই কি বলে

পর্ব–১

সভ্যতা' (১৮৬০), 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০), 'পদ্মাবতী' (১৮৬০),

'কৃষ্ণকুমারী ' (১৮৬১) ও 'মায়াকানন' (১৮৭৪)। ইংরেজি কাব্যনাট্য, প্রবন্ধ, অনুবাদ নাটক ও অন্যান্য রচনাতেও তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ক্ষণকালের জীবদ্দশায় তিনি চিরকালের রত্নভাণ্ডারের সন্ধান দিয়ে গেছেন।

মধুসূদনের জীবন পরিক্রমায় বারবার উঠে এসেছে যশোর, কলকাতা, মাদ্রাজ, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের কথা। তাঁর জীবন ছিল মহাকাব্যিক উপন্যাসের মতো বর্ণময়। তিনি কখনও যাযাবর, কখনও সংসারী। আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহে স্বধর্ম, স্বজাতি ও স্বদেশ দ্বিধাশূন্য ভাবে ত্যাগ করলেও তিনি কপোতাক্ষ নদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক কখনও ত্যাগ করতে পারেন নি, আবাল্য গভীর সম্পর্ক তিনি ধরে রেখেছিলেন, জীবনের কানায় কানায়। সে প্রমাণ তাঁর লেখা থেকে পাওয়া যায়। আর সেজন্যেই হয়তো শেষ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সাফল্য ও ব্যর্থতার কুয়াশা ভেদ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আকাশে একের পর এক কালজয়ী দীপ জ্বেলে উনিশ শতকের বাঙালি মনীষাকে বিস্মিত করেছিলেন। সেই বিস্ময় আজও সমানভাবে প্রাণিত করে।

দেখতে দেখতে তাঁর জন্মের দুই শতবর্ষের দোরগোড়ায় আমরা চলে এলাম। তিনি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি আজও বহু পঠিত ও বহু চর্চিত এক অধ্যায়।

প্রতি বছর জুন মাস এলে 'মেঘনাদবধ কাব্য'–এর কবি মধুসূদনের মৃত্যুবার্ষিকীর গভীর আবহ তৈরি হয়। অমনোযোগী বাঙালি খেয়াল করে না, কখন চলে যায় তাঁর জন্মদিন ও মৃত্যুদিন। আড়ালে আবডালে দুচারটে উদযাপন হলেও তা ঠিক মতো গোচরে আসে না। ভয়ঙ্কর এই উদাসীনতা কখনোই সমর্থন করা যায় না। ভারতবর্ষ যদি হাতেগোনা দুচারজন কবির কথা হৃদয়ে রাখে, তাহলেও মধুকবি উপেক্ষিত হতে পারে না। কিন্তু কোথায় যেন একটা অবক্ষয়ের দামামা বেজে চলেছে। মধুকবিও যেন বিস্মৃতদের গ্রহে একটু একটু করে ঢুকে পড়ছে। পাঠ্যসূচির মধুসূদন সরিয়ে দিলে বাংলার আকাশে বাতাসে কোথাও যেন তাঁর অবদানের বন্দনা শোনা যায় না। সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে মধুসূদন মঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে। কেবলমাত্র একটি প্রেক্ষাগৃহ।

ক্রমশঃ

ভারতীয় কারিগরদের প্রতিভার ঝলক বিমানবন্দরগুলিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বনির্ভর ভারত' অভিযানের মাধ্যমে দেশবাসীর আয় বাড়াতে সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একদিকে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। অন্যদিকে, তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য একটি মঞ্চ এবং বাজারও গড়ে ওঠে। 'ন্যাশনাল লাইভলি হুড মিশনে'র স্ব–সহায়তা গোষ্ঠীতে যোগ দিয়ে গ্রামের মহিলাদের বাড়িতে তৈরি পণ্যগুলিকে জাতীয় স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ জন্য সরকার 'অপর্চুনিটি' বা সুযোগ প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যে গ্রামীণ মহিলাদের দ্বারা তৈরি পণ্যগুলির জন্য বিমানবন্দরে একটি খুচরা আউটলেট থাকবে। এটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রামীণ পণ্যের ব্র্যান্ডিং এবং বিক্রয় বৃদ্ধি করবে। কেন্দ্রগুলিতে প্যাকেটজাত পাপড়, আচার, বাঁশের মহিলাদের ব্যাগ, বোতল, টেবিলল্যাম্প,শিল্পকর্ম, ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প, প্রাকৃতিক রং, সূচিকর্ম এবং সমসাময়িক নকশার দেশীয় বুনন পাওয়া যাবে। চেন্নাই বিমানবন্দরে দেশের প্রথম আউটলেট খোলা হয়েছে। আগরতলা, দেরাদুন, কুশিনগর, উদয়পুর, অমৃতসর, রাঁচি, ইন্দোর, সুরাত, মাদুরাই, ভোপাল এবং বেলাগাভি বিমানবন্দরে কাজ চলছে।

সারের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতার দিকে আরেক ধাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইফকোকালোলে ১৭৫ কোটি টাকার ন্যানো–ইউরিয়া (তরল) প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেছেন। সেই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এখন একটি বোতলে এক বস্তা ইউরিয়ার শক্তি রয়েছে। অর্থাৎ আধা লিটারের ন্যানো ইউরিয়ার বোতল এক বস্তা ইউরিয়ার চাহিদা পূরণ করবে। এতে খরচ কম হবে এবং বাজার থেকে বাড়িতে জিনিস নিয়ে আনাও সহজ হবে। এটি ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য উপকারী হবে। এই প্ল্যান্টটি প্রতিদিন ৫০০ মিলি লিটারের প্রায় ১.৫ লক্ষ বোতল উৎপাদন করবে,ভবিষ্যতে আরও আটটি প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। ইউরিয়ার জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা কমবে এবং এতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। ভবিষ্যতে, এই উদ্ভাবন অন্যান্য ধরনের ন্যানো–সার উৎপন্ন করবে।

ড্রোন পরিবর্তনের ভিত্তি হয়ে উঠছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশে এই প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী স্বামিত্ব যোজনার অধীনে গ্রামের প্রতিটি সম্পত্তির ডিজিটাল ম্যাপিংয়ের জন্য ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে করা হচ্ছে। কেদারনাথে পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হলে প্রধানমন্ত্রী কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে ড্রোন ব্যবহার করেন। ভারতে কোভিড টিকাকরণের সময় দুর্গম অঞ্চলে

টিকা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছিল। কৃষিকাজে ইউরিয়া স্প্রে করতেও ব্যবহৃত হয়েছিল। জঙ্গলে বৃক্ষ রোপণের কাজে ড্রোনের মাধ্যমে বীজ ছড়ানো হয়েছিল। এই বছর বিটিং রিট্রিট উপলক্ষে এক হাজার ড্রোন দিয়ে আকাশে দশ মিনিটের জন্য আলোক প্রদর্শনী করা হয়েছিল। বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসাবে ভারত এই রকম একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল। ভারতে এখন শুধুমাত্র গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ড্রোন আমদানি অনুমোদিত।

গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম শহিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামী বালা রায় মাপারি আজাদ গোমন্তক দলের সদস্য ছিলেন। তিনি পর্তুগিজদের কবল থেকে গোয়াকে স্বাধীন করার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁকে গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ হিসেবে গণ্য করা হয়। বালা রায় মাপারি গোয়ার বারদেজ তালুকের আসোনোরাতে ১৯২৯ সালের ৮ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আজাদ গোমন্তক দলের এই সক্রিয় সদস্যের লক্ষ্য ছিল গোয়াকে পর্তুগিজদের কবল থেকে মুক্ত করা। বিপ্লবীরা একবার অ্যাসোনোরা থানায় হামলা চালায়, পুলিশকে অপহরণ করে এবং তাঁদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুঠ করে। পর্তুগিজ পুলিশ বালা রায় মাপারিকে থানায় হামলার প্রধান সন্দেহভাজন হিসাবে চিহ্নিত করে। অবশেষে ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় বালা রায় মাপারির উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। এত শারীরিক

অত্যাচার সত্ত্বেও বালা রায় মাপারি অন্য কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে পুলিশকে কোনো গোপন তথ্য দিতে অস্বীকার করেন। জেলে তাঁকে নির্মম নির্যাতন করা হয় এবং ১৯৫৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তিনি শহিদ হন। গোয়ার মুক্তি সংগ্রামে ৬৮ জনকে জীবন বলিদান দিতে হয়েছিল। বালা রায় মোপারি এই ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম শহিদ হন এবং তিনি সেই সময়ে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। আজও, বালা রায় মাপারিকে গোয়ার স্বাধীনতার ইতিহাসে স্মরণ করা। তাঁর প্রতি উপযুক্ত সম্মান এবং শ্রদ্ধা জানানো হয়। ২০২১ সালের ১৯ ডিসেম্বর গোয়া মুক্তি দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বালা রায় মাপারির কথা স্মরণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, স্বাধীনতার পরেও আমাদের কত যোদ্ধা আন্দোলন করেছিলেন, যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, আত্মত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু আন্দোলন বন্ধ করেননি। বালা রায় মাপারি এমনই একজন মানুষ ছিলেন।

'জনতার পদ্ম' পুরস্কারের আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৪ সালের আগে পর্যন্ত পদ্ম পুরস্কার দেশের উচ্চবিত্তদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু তারপরে পদ্ম পুরস্কার হয়ে উঠল জনসাধারণের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের দায়িত্ব গ্রহণের পরে পদ্ম পুরস্কারের মনোনয়নের পুরো প্রক্রিয়াটি পরিবর্তন করেছিলেন। যে কেউ এখন এই পুরস্কারের জন্য নিজেকে বা অন্যদের মনোনীত করতে পারেন। এখন পদ্ম পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন জমা নেওয়া শুরু হয়েছে, আগামী বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হবে। ২০২২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অনলাইন মনোনয়নগুলি জাতীয় পুরস্কার পোর্টাল https://awards.gov.in–এ পাওয়া যাবে।

দেশ দেশান্তরে

কম্পিত আফগানী সংকট

প্রণব গুহ

হিংসার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, ধর্মীয় কুশাসন যে মানুষের জীবন–জীবিকার সুরাহা হতে পারে না তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আফগানিস্তান। এই দৃষ্টি নিক্ষেপকে বহুগুণ আলোকিত করে তুলেছে সেখানে ঘটা গত সপ্তাহের ভূমিকম্প।

দীর্ঘ ২০ বছর আমেরিকান সেনার আশ্রয়ে থাকা আফগানিস্তানের দখল নেয় তালিবানরা ২০২১ সালের আগস্টে। তারপর থেকেই জয়োল্লাসে মত্ত তালিবানী শাসনের ধারা নেমে আসে আফগানিস্তানের মাটিতে। খর্ব হতে শুরু করে নারী স্বাধীনতা, মেয়েদের জন্য বন্ধ হয়ে যায় উচ্চশিক্ষার দরজা। ক্ষমতার এই মদমত্ত আস্ফালন দর্প করে স্তিমিত হয়ে গিয়েছে প্রকৃতির রোষে। ৬.১ মাত্রার ভূমিকম্প লন্ডভন্ড করে দিয়েছে আফগানী জীবন। ইতিমধ্যে যা খবর পাওয়া গিয়েছে তাতে ১০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন দুহাজারের উপর আফগান, ঘর হারার সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না। আর্থিক যা অবস্থা এই ক্ষতি সামাল দিয়ে মানুষের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার ক্ষমতা নেই আফগান সরকারের। ভারত সহ কিছু দেশ যে তাৎক্ষণিক ত্রাণ পাঠিয়েছে তা অবস্থা ফেরাবার মতো নয়।

গত আগস্টে তালিবানরা ক্ষমতা দখলের পর থেকে আমেরিকার বিপুল অর্থ সাহায্য চলে যায় ঠাণ্ডা ঘরে। বন্ধ হয়ে যায় আন্তর্জাতিক সাহায্যও। অথচ এই অর্থই মুখে অন্ন তুলে দিত ৪০ শতাংশ আফগানবাসীর। তালিবান শাসনে সেই সাহায্য হারিয়ে আফগানিস্তান এখন রিক্ত। সেখানে শুধুই তালিবানী শাসনের দাপাদাপি। তবুও চলছিল ঠেলে–ঠুলে। ভূকম্পনের পর শুধুই হাহাকার। তালিবানরা এই পরিস্থিতি সামাল দিতে এবার অর্থ সাহায্যের আবেদন জানাতে শুরু করেছে বিভিন্ন দেশের কাছে। এমনকি আমেরিকার সাহায্য ঠাণ্ডাঘর থেকে বার করে আনার প্রচেষ্টা শুরু করেছে তালিবানরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাতারে তালিবানদের একটা বৈঠক হবার কথাও রয়েছে। আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি অর্থ মন্ত্রণালয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য কাতারের রাজধানী দোহায় গিয়ে পৌঁছেছেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র হাফিজ জিয়া আহমেদ। মার্কিন স্টেটের একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'এই সম্পৃক্ততার কোনটাই তালিবান বা তার তথাকথিত সরকারকে 'বৈধ' হিসাবে দেখা উচিত নয় তবে এটি বাস্তবতার নিছক প্রতিফলন। মার্কিন স্বার্থকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এই ধরনের আলোচনা করা দরকার। যা আফগানিস্তানে তালিবান শাসককে স্বীকৃতি দেয় না।' তবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা আমেরিকা এই সুযোগে তালিবানদের অনৈতিক কার্যকলাপের দিকে নিশ্চয়ই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আফগানিস্তানের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য শাহ মেহরাবি সংবাদ সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, 'আলোচনা চলছে এবং আমাদের প্রত্যাশা যে, আলোচনার অধীনে একটা প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হবে। তবে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে রিজার্ভ হস্তান্তর করার পদ্ধতির বিষয়ে বিশদ বিবরণ চূড়ান্ত করা হয়নি। একটু সময় লাগবে। এসব রাতারাতি হয় না। হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জিন–পিয়েরে সপ্তাহান্তে বলেছিলেন, 'ঠাণ্ডা ঘরে চলে যাওয়া মজুদের থেকে তহবিল সরানোর প্রচেষ্টা চলছে। আমরা জরুরিভাবে এই তহবিলগুলির ব্যবহার সম্পর্কে জটিল প্রশ্নের সমাধান করার জন্য কাজ করছি যাতে তারা আফগানিস্তানের জনগণের উপকারে আসে, তালিবানদের নয়। এছাড়াও তারা তহবিলের অপব্যবহারের দিকেও নজর দেবে বলে জানিয়েছে।

শুধু আমেরিকা নয় তালিবান প্রশাসন আন্তর্জাতিক সরকারগুলিকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার আবেদন জানিয়েছে। এই আবেদন আন্তর্জাতিক মহল কতটা গ্রহণ করবে তার উপর নির্ভর করছে আফগানদের বেঁচে থাকা। খাদ্য ও স্বাস্থ্যের যে সংকট সেখানে শুরু হয়েছে তা সামলাতে তালিবানরা তাদের ধর্মান্ধ ভাষণ থেকে সরে এসে আন্তর্জাতিক অর্থ সাহায্যের পথ প্রশস্ত করবেন নিজেদের নীতিতে অটল থাকবে সেটা এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটা বড় প্রশ্ন।

পাঠকের কলমে

অশান্তি বাড়ছে কেন?

রাজ্যজুড়ে বেশ কিছু নতুন থানা হয়েছে। গঠিত হয়েছে অসংখ্য পুলিশ কমিশনারেট। এরই পাশাপাশি রয়েছে শত শত গোয়েন্দাকর্মী, হাজার হাজার গ্রিন পুলিশ, ভিলেজ পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার সহ অসংখ্য ইনফরমার এবং সিসিটিভির নজরদারি। বলা যেতে পারে প্রতি পাড়ায় কমপক্ষে একজন করে পুলিশ সোর্স' রয়েইছে। অর্থাৎ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে কিছু থাকুক আর নাই থাকুক খালি চোখে আমজনতা যেটুকু দেখতে পায় তাতে প্রতি মুহূর্তে পুলিশের লোকজনের চারিদিকে বেশ ভালোই আনাগোনা রয়েছে। এই এত কিছু সাজগোজ, পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও কিন্তু পুলিশ চারিদিকে পরিস্থিতির ওপর যথাযথ নজরদারি চালাতে অনেকক্ষেত্রেই ব্যর্থ। কেন এমন ব্যর্থতা? গলদটা কোথায়? প্রতিনিয়ত এইসব প্রশ্নই এখন রাজ্যবাসীর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে অমানবিক বগটুই কাণ্ড, হাওড়া জেলার বিশাল এলাকাজুড়ে ভয়ংকর অশান্তি, নদিয়ার বেথুয়াডহরী প্রভৃতি এলাকায় ভয়ংকর তাণ্ডবের ঘটনায় যেভাবে সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে তার প্রেক্ষিতেই পুলিশের নানান ব্যর্থতার দিকে আঙুল উঠেছে। চারিদিকে এত এত পুলিশের লোকজন কী তাহলে ঘুমিয়ে থাকেন? রাজ্য সরকার এতদিন ধরে যে বিস্তর ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করে পুলিশের পরিকাঠামোগুলি গঠন করল তা কি সবই চটকদারি লোকদেখানো? এত এত গোয়েন্দাকর্মী সহ সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ, গ্রিন পুলিশ, ইনফরমার থাকা সত্ত্বেও পাড়ায় পাড়ায় কোনও দাঙ্গা, অশান্তি কিংবা আইনশৃংখলার অবনতি বিষয়ক কোনও আগাম খবর পুলিশের কাছে থাকে না কেন, এই প্রশ্ন তো উঠবেই। আসলে এতকিছু থাকা সত্ত্বেও দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় কর্মীদের উদাসীনতা এবং দায়সারা মনোভাবের কারণেই রাজ্য পুলিশের এমনতর পরিস্থিতি। আরও একটা দিক আছে, অসংখ্য প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা–নেত্রী নির্লজ্জভাবে নিজেদের স্বার্থে পুলিশকে ব্যবহার করতে থাকায় বহু আধিকারিকের হাত–পা বাধা থাকে। ফলে, কোনও জায়গায় অশান্তি কিংবা আইনশৃংখলার অবনতি হলে তা থামাতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতেও পুলিশকে যথেষ্টই বেগ পেতে হয়। রাজ্যবাসী চায়, পুলিশ কোথাও কোনও চাপের কাছে মাথা নত না করে এবং প্রতিটি মুহূর্তে অত্যন্ত সজাগ থেকে চারিদিকের সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখুক। এজন্য পুলিশকে যাবতীয় পরিকাঠামোর ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি এলাকায় নিবিড়ভাবে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে।আর সেটা পুলিশ যত তাড়াতাড়ি করতে পারবে ততই সমাজের পক্ষে মঙ্গল হবে।

সিরাজুল বিশ্বাস, বর্ধমান।

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

বিদ্যালয়ে অশান্তি বারাসতে

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ঐতিহ্যশালী স্কুলগুলির মধ্যে বারাসত পুরসভার পার্শ্ববর্তী কালীকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক) অন্যতম। বৃহস্পতিবার ২৩ জুন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মৌসুমী সেনগুপ্তর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়। সকলের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার সহ একাধিক অভিযোগে শিক্ষিকা-অশিক্ষক কর্মী, ছাত্রী ও অভিভাবকরা প্রায় দু'ঘন্টা ধরে মৌসুমী দেবীকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। পরে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ ওঠে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মৌসুমী সেনগুপ্ত অবশ্য তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির নির্দিষ্ট দিনের পরে ভর্তি নিতে অস্বীকার করায় তাঁর সঙ্গে বাক-বিতণ্ডা হয়। এর ফলে স্কুলের মধ্যে সভাপতি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপরেই প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার সহ নানা অভিযোগ ওঠে। প্রধান শিক্ষিকা মৌসুমী সেনগুপ্তকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করেন অন্যান্য শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মী ও অভিভাবকরা। প্রধান শিক্ষিকা বলেন, আগেও সভাপতির নেতৃত্বে অন্যান্য শিক্ষিকারা আমায় অনেকক্ষণ আটকে রেখেছিলেন। আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। এদিন ভর্তি প্রক্রিয়া চলাকালীন ওরা গণ্ডগোল শুরু করে। আমাকে বিভিন্নভাবে মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে।' ঐতিহ্যশালী বিদ্যালয়ের এহেন অশান্তিতে ব্যথিত এলাকার বিভিন্ন প্রবীণ সংস্কৃতিমনস্ক বাসিন্দারা। বাসিন্দারা চান স্কুল আবার তার হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার করুক। প্রধান শিক্ষিকা মৌসুমী সেনগুপ্তর সঙ্গে ইদানিং চলতে থাকা এই অশান্তি প্রসঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় জেলা পরিদর্শক (ডি আই) কৌশিক রায় তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'কিছু বলার নেই আমার।' সিপিআই(এম) এর উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির সদস্য বাচ্চু বসু তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এ প্রসঙ্গে আমার এক কথায় প্রতিক্রিয়া হল, কালীকৃষ্ণ স্কুলে যা হচ্ছে তা স্কুল এবং সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ক্ষতিকারক।' প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক সজল দে বলেন, 'মৌসুমী সেনগুপ্ত আমার কন্যাসম, আমি এ প্রসঙ্গে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে পারব না।' বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তাপস মিত্র বলেন, 'আমার কাছে যা খবর আছে তা হল, শাসক দল তাদের মত করে স্কুলটা চালানোর জন্যে নিজেদের পছন্দের লোককে এই চেয়ারে বসাতে চাইছে। কারণ বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা কড়া প্রকৃতির। তিনি শাসক দলের অন্যায় আবদারকে মান্যতা দেন না। এজন্য চাপ সৃষ্টি করে তাকে পদত্যাগে বাধ্য করার চেষ্টা হচ্ছে।' এ প্রসঙ্গে বারাসত পুরসভার উপপুর প্রধান তাপস দাশগুপ্ত তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমি কিছু জানিনা।'

রেণুকে দেখে জড়িয়ে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

দেবাশিস রায় : আগেও দেখা গিয়েছিল একাধিকবার। আরও একবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে মমতাময়ীর রূপে দেখল পূর্ব বর্ধমানবাসী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনদিনের জেলা সফরে বেরিয়ে ২৭ জুন সোমবার বিকেলে বর্ধমানে এসেছিলেন। এদিন বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে গোদার মাঠে আয়োজিত সরকারি কর্মসূচির সুবিশাল সুদৃশ্য মঞ্চে ওঠার মুখেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রেণু খাতুনের। চোখের সামনে তাঁকে দেখেই আবেগে ভেসে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। দু-চার কথা বলার পরেই মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে আর সামলে রাখতে পারেননি। মমতাময়ী মুখ্যমন্ত্রী সরকারি সবকিছু প্রোটোকল ভেঙে রেণুকে কাছে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কয়েক মুহূর্তের এই আবেগঘন দৃশ্য উপস্থিত সকলকে কিছুটা সময়ের জন্য ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। মুখ্যমন্ত্রী এদিন রেণু খাতুনকে জীবনযুদ্ধে হার না মানার মানসিকতাকে সাহস জুগিয়ে গেলেন। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জীবনসংগ্রামে এগিয়ে চলার আশীর্বাদ পেয়ে রেণু খাতুনও আপ্লুত। এই মুহূর্তে তাঁর একটাই ধ্যানজ্ঞান, অতীতের বিভীষিকাময় এক অধ্যায়কে পিছনে ফেলে নতুন ছন্দে জীবনকে গড়ে তোলা।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার চিনিসপুর গ্রামের উচ্চশিক্ষিতা গৃহবধূ রেণু খাতুনের ডানহাতের কব্জি সম্প্রতি নৃশংসভাবে কেটে নেওয়া হয়েছে।

শ্বশুরবাড়িতেই থাকাকালীন জুন মাসের প্রথমদিকে এক অভিশপ্ত রাতে পৈশাচিক এই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন মহল তোলপাড় হয়েছিল। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রেণুর স্বামী শের মহম্মদ শেখ। ঘটনায় অভিযোগ ওঠে আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে। পুলিশ মূল অভিযুক্ত সহ তার বাবা-মা এবং তিন বন্ধুকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশি সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বেসরকারি হাসপাতালের নার্স রেণু খাতুনের নাম রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের চাকরির চূড়ান্ত প্যানেলে ওঠার পর থেকেই স্বামী শের মহম্মদ শেখ নানাভাবে অশান্তি শুরু করে দিয়েছিল। সে চায়নি তার স্ত্রী এই সরকারি চাকরি করুক। কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত শের মহম্মদের আশঙ্কা ছিল এরপর হয়তো রেণু তার সঙ্গ ছেড়ে চলে যাবে এবং এসব বলে কয়েকজন বন্ধুও তার কান ভারী করে তুলেছিল। তাই সে কয়েকদিন ধরে রেণুর কাছে ঘোরতর আপত্তিও জানাচ্ছিল। এমনতর উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যেই সেই রাতে ঘটে যায় এই নৃশংস পাশবিক ঘটনা। অভিযোগ অনুসারে জানা গিয়েছে, শের মহম্মদ সহ তার কয়েকজন বন্ধু মিলে রেনুর মুখে বালিশ চাপা দেয়। তারপর টিন কিংবা গাছের ডাল ছাঁটার ধারালো কাঁচি দিয়ে রেণুর ডান হাতের কব্জিটি কেটে ফেলে। এই নারকীয় পাশবিক ঘটনায় স্তম্ভিত সভ্য সমাজ। ঘটনায় হতভম্ব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় সহ অনেকেই। এদিকে, ঘটনার পর দু'দিন যেতে না যেতেই তীব্র যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করেই রেণু হাসপাতালের বেডে বসেই বাঁহাত দিয়ে লেখালেখির প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছিলেন। এখনও তাঁর ডান হাতের কনুই পর্যন্ত মোটা করে ব্যান্ডেজ বাঁধা। কঠিন জীবনসংগ্রামের এক লড়াকু সৈনিকের মতো কোনও প্রতিকূলতার কাছে মাথা না নুইয়ে ইতিমধ্যেই রেণু স্বাস্থ্য দপ্তরের নতুন কাজে যোগ দিয়েছেন। জীবনযুদ্ধের সেই লড়াকু সৈনিককে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বর্ধমানের মাটিতে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ জানিয়ে গেলেন। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী বর্ধমানে ২৭ জুনের সরকারি মঞ্চ থেকে রাজ্যজুড়ে কৃষকবন্ধু (নতুন) প্রকল্পের খারিফ ২০২২ মরশুমের আর্থিক সহায়তা প্রদানের সূচনা করলেন। এই প্রকল্পের আওতায় এদিন রাজ্যের প্রায় ৮৯ লক্ষ কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মোট ২৩৮৫ কোটি টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব, কৃষি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্তমন্ত্রী মলয় ঘটক সহ জেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রের অসংখ্য জনপ্রতিনিধি। এখান থেকেই মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে চলে যান। সেই জেলার আসানসোলে ২৮ জুন আয়োজিত তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মিসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন। পরদিন দুপুরে দুর্গাপুরে আয়োজিত এই দুই জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন। একইসঙ্গে তিনি তাঁর সফরসূচিতে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে একাধিক দপ্তরের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করে অবিলম্বে সুরাহার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। দুর্গাপুরের ওই বৈঠকের শেষ মুহূর্তে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য তথা চলচ্চিত্র অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা বাংলায় বক্তব্য রেখে উপস্থিত সকলকে চমকে দেন। তারপর মুখ্যমন্ত্রী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এদিন বিকেল ২:২৫ মিনিটে প্রশাসনিক বৈঠক শেষ করার পর কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

বারাসত থানার রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত পুলিশ জেলার অন্তর্গত বারাসত থানা প্রাঙ্গণে বারাসত থানা ও বারাসত থানা ক্লাব সমন্বয় কমিটির যৌথ উদ্যোগে এক মহতী রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়। এদিনের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, এসডিপিও অনিমেষ রায়, বারাসতের সাংসদ ডা কাকলি ঘোষদস্তিদার, বারাসত জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ সুব্রত মণ্ডল, বারাসত থানার আইসি দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়, উপ পুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও বিশিষ্ট সমাজসেবীগণ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মামন আখতার। খাদ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'এবার চতুর্থ ঢেউয়ে করোনা সাক্রমণ আবার বাড়ছে। ফলে আমাদের সবাইকে এর মোকাবিলায় সতর্ক থাকতে হবে। সুতরাং করোনা বিধিকে অবজ্ঞা নয়, একে মান্যতা দেওয়া দরকার।' হাসপাতালের সুপার ডা. সুব্রত মণ্ডল বলেন, 'আগের বারের মতো এবারও আমরা প্রস্তুত আছি। করোনায় চিকিৎসার জন্যে ইতিমধ্যে ৫০টি আইসিইউ বেড প্রস্তুত রেখেছি।' এসপি রাজনারায়ণবাবু বলেন, 'মাস্ক প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার কাজ শুরু করেছি। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সচেতনতা প্রচার করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।'

সান্তাল হুল স্মরণে মূর্তি স্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সান্তাল হুল অর্থাৎ সাঁওতাল বিদ্রোহ স্মরণে একটি মূর্তি স্থাপনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করল পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার গর্দানমারী এলাকাবাসী। ৩০ জুন পবিত্র হুল দিবসে এই অসাধারণ মূর্তিটির উদ্বোধন করেন ভাতার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক বনমালী হাজরা, বিশিষ্ট উদ্যোগপতি হারু মল্লিক প্রমুখ। ফাইবার গ্লাসের এই নয়নাভিরাম মূর্তিটি তৈরি করেছেন ভাতার এলাকার বিশিষ্ট শিল্পী রবি বৈরাগ্য। তিনি এই মূর্তিটির মাধ্যমে সাঁওতাল বিদ্রোহের নানান দিকের পাশাপাশি আদিবাসী সংস্কৃতির কিছু ঝলক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বর্ধমান-কাটোয়া জেলা স.কের পাশেই স্থাপিত এই সুদৃশ্য মূর্তিটি বর্তমানে আদিবাসী অধ্যুষিত গর্দানমারী

এলাকার শোভা বর্ধন করছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গর্দানমারী গ্রামের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের বাসনা ছিল ভারতের সাঁওতাল বিদ্রোহে শহিদ সিধু ও কানু সহ অমর বীর সৈনিকদের স্মরণ করে এলাকায় একটি মূর্তি স্থাপনের। কিন্তু, একটা ছোট্ট আদিবাসী মহল্লার খেটে খাওয়া অতি সাধারণ গুটিকতক মানুষের পক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে একটা মূর্তি তৈরি করা কী মুখের কথা? তাই প্রতিবারই চারিদিকে যখন হুল দিবস পালনের তৎপরতার কথা গর্দানমারীর সহজ সরল মানুষগুলোর কানে আসত তখন শুধুই একরাশ হতাশা তাঁদের গ্রাস করত। তবে, এতদিন পর এলাকার একটি পেট্রোল পাম্পের সৌজন্যে গর্দানমারীর বাসিন্দাদের মনোবাসনা পূর্ণ হল। জানা গিয়েছে, হারু মল্লিক নামে বর্ধমানের এক উদ্যোগপতি আড়াই লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে ওই মূর্তিটি স্থাপনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এতে স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের মনোবাঞ্ছা পূরণ হল।

চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবায় এগিয়ে এসেছে রাহুল সেবা সোসাইটি। আর এই জেলার মধ্যে রয়েছে সুন্দরবনের ১৩ টি ব্লক। বিশেষ করে সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের ১৯টি দ্বীপে মানুষের যাতায়াতের পথ জলপথ। দুর্গম এই পথ অতিক্রম করে স্বাস্থ্য পরিষেবায় অসহায় মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে রাহুল সেবা সোসাইটি। প্রত্যন্ত একের পর এক গ্রামে স্বাস্থ্য শিবির করে অসহায় মানুষের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করে তুলে দিচ্ছে বিনামূল্যে চশমা প্রদান। এমনকি বিনামূল্যে ছানি অপারেশনও করে দিচ্ছে। আর এই রাহুল সেবা সোসাইটির কর্ণধার আমন মোল্লা বলেন, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্রত হয়েছে রাহুল সেবা সোসাইটি। বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চসমা প্রদান।এমনকি বিনামূল্যে ছানি অপারেশন ও করে দেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার বারুইপুরের বেলেগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এক দিনের চক্ষু পরীক্ষা শিবির ৩০০ জন মানুষের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। এমনকি রেল কলোনিতে বিনামূল্যে চশমা তুলে দেওয়া হয়।

তৃণমূলের মহামিছিল

প্রিয় মুখার্জী : ২১ জুলাইয়ের সমর্থনে বারুইপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে এক মহামিছিল অনুষ্ঠিত হল বারুইপুরে। বুধবার এই মিছিলে পা মেলান বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, বালিগঞ্জের বিধায়ক বাবুল সুপ্রিয়, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, তৃণমূলের সম্পাদক দেবাংশু ভট্টাচার্য, বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম সহ অন্যরা। বারুইপুরের রাসমাঠ থেকে মহকুমাশাসকের অফিস পর্যন্ত এই মহামিছিল হয়। তারপরে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপিকে মানুষ পছন্দ করে না। বারুইপুরের মানুষ বিজেপিকে চায় না। বিজেপি মিথ্যাচারের দল। এদিন উপস্থিত তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের অনুরোধে বিধায়ক বাবুল সুপ্রিয় গান গেয়ে শোনান। পাশাপাশি দেবাংশু ভট্টাচার্য খেলা হবে শ্লোগান তুলে ধরেন। রাজ্য তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সাংবাদিকদের বলেন, বিরোধীদের চক্রান্ত কুৎসার জবাব মিলেছে আজকের ভোটে। বিজেপি সাইনবোর্ড থেকে ভিজিটিং কার্ডে পরিণত হয়েছে। ওরা টুইট,ফেসবুক, রাজভবনে আছে। বিজেপি মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন, এরা অশুভ শক্তি। ভাগ করতে চাইছে রাজ্যকে। কংগ্রেস সিপিএম জিতে থাকলে এটা সুস্থতার লক্ষণ, গণতান্ত্রিক সাফল্য। উন্নয়নের ফলেই জয় আসছে। বিভিন্ন বিভাগে ভারতে সেরা রাজ্য। তৃণমূলের ভোট বাড়ছে। বিজেপি এখন জেঠুর কাছে, দিল্লিতে যাবে এজেন্সি পাঠানোর জন্য। রাজ্যপালের কাছে আমরা গিয়েছিলাম বিজেপিতে যারা যাচ্ছে তাদের দিকে এজেন্সি যাচ্ছে না বলতে। আমাদের সঙ্গে দুঘন্টা কথা বলার পর রাজ্যপাল শুধুমাত্র রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে বিজেপির কথা নিজের টুইটে তুলে ধরেছেন। আমি রাজ্যপালকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি রাজভবনে আমাদের বক্তব্য কী হয়েছিল আর আপনার বক্তব্য কী হয়েছিল তা রাজভবনে মিডিয়ার সামনে একসঙ্গে তুলে ধরি। রাজভবন বিজেপির দলীয় অফিসে পরিণত। তাও অভিযোগ হয়েছে তা টুইটে আনলেন না কেন। যারা বিজেপিতে গিয়েছে দল বদলে তাঁদের গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হচ্ছে। শুভেন্দু ও মুকুল রায়, সুজন চক্রবর্তী সারদায় যাদের নাম আছে তাদের গ্রেপ্তার করা হোক।

ব্রাত্য বিজেপি বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের একশো পঁচিশতম পূর্তি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি তালিকায় ব্রাত্য দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা। দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্র অন্তর্গত হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ। ২২ জুন সাংবাদিক বৈঠক করেন কলেজ অধ্যক্ষ গৌতম চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন অধ্যাপক তপন গোস্বামী এবং লালনচন্দ্র মন্ডল। ২৪ জুন সকালে কলেজ প্রতিষ্ঠাতা মহারানী পদ্মাসুন্দরী দেবীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ শতাব্দী রায়। প্রাক্তন অধ্যক্ষ গোপাল মজুমদারের মূর্তি উম্মোচন করা হবে। ২৪,২৫ ও ২৬ জুন তিনদিন ধরে হয় হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের ১২৫তম বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান। ২৩ জুন এক ভিডিও বার্তায় দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, কলেজের একশো পঁচিশতম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে 'আমরা ওরা' করছে তাতে পরোক্ষে দুবরাজপুরের শিক্ষা অনুরাগী, ছাত্রছাত্রীদের অপমান করা হচ্ছে। আমন্ত্রিত অতিথি তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের অনেককে সিবিআই ডাকছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৯৭ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারানী পদ্মাসুন্দরী দেবী।

টাকা আদায়ের নিদান বিজেপি নেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : আপনারা তৃণমূলের নেতাদের ছেড়ে কথা বলবেন না। আপনারা আর কিছুদিন সহ্য করুন ধৈর্য্য ধরুন। যারা লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছে তাদের বাড়িতে গিয়ে ধরনা দিন গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করুন। আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন রাজ্যে যাত্রাপালা শুরু হয়ে গিয়েছে - ভাইপো যাবে জেলে আর ভাইপোর চামচারা চপ ভাজবে পাম্প তেলে। - সোমবার সিউড়ি মহকুমাশাসক অফিসে স্মারকলিপি দিতে এসে বিস্ফোরক বক্তব্য রাখলেন রাজ্য তপশিলি মোর্চা বিজেপি সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত সাহা। এসএসসি, পিএসসিতে কৃতকার্য যোগ্য প্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগ করতে হবে, বেকার যুবক যুবতীদের চাকরি দিতে হবে সহ সাত দফা দাবিতে সোমবার সিউড়ি শহর বিজেপি মণ্ডলের নেতৃত্বে সিউড়ি সদর মহকুমাশাসক অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা,ভারতীয় জনতা যুবমোর্চা সর্বভারতীয় সহসভাপতি বিধায়ক অনুপ সাহা, রাজ্য তপশিলি মোর্চা সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত সাহা, জেলা সহসভাপতি দীপক দাস, সাধারণ সম্পাদক টুটুন নন্দী ও শ্যামসুন্দর গড়াই, সম্পাদক উত্তম ব্যানার্জি, মণ্ডল সভাপতি সুনয়ন ভাণ্ডারী সহ জেলা ও মন্ডল নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ জুন দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী থানা এলাকার ভারতী সংঘ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল। কোঠারী ব্লাড ব্যাঙ্ক রক্ত সংগ্রহ করে। ৬০ জন পুরুষ ও মহিলা রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরের অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ তরুণ রায়, সুপ্রিয়া রায়, বাসুদেব কাবড়ী, স্বপন রায়, অজিত মণ্ডল প্রমুখ। ভারতী সংঘের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ রায় বলেন, প্রতি বছর জুন মাসে আমরা রক্তদান করে থাকি। গ্রীষ্মকালীন রক্তের সংকট মেটানোর জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

বাসন্তীতে পালিত হল হুল দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি উল্লেখযোগ্য দিন হুল দিবস। আবার সাঁওতাল বিদ্রোহ নামে খ্যাত। প্রতিবছর ৩০শে জুন পালিত হয় এই দিনটি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বাসন্তী ব্লকের জোতিষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনহাট সংলগ্ন কালি মন্দির মাঠে পালিত হল হুল দিবস। আদিবাসী বিকাশ পরিষদ আয়োজিত হুলদিবস অনুষ্ঠানে সিধু ও কানহুর প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জেলাপরিষদ সদস্যা তথা শিক্ষিকা শঙ্করী মন্ডল ও স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি স্বপন পট্টনায়েক। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান প্রমিলা সর্দার,আদিবাসী বিকাশ পরিষদ এর অন্যতম সদস্য সমর সর্দার সহ অন্যান্যরা।

উল্লেখ্য ১৮৫৫ সালে সিধু-কানহুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ এর সূচনা হয় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও বিহারের ভাগলপুর জেলায়। এটিই ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলাফল হিসেবে ইংরেজ সিপাহিদের গুলিতে প্রাণ হারান সিধু। কানহুকে ফাঁসি দেওয়া হয়। তাঁদের স্মরণ করতেই প্রতিবছর এই দিনটি হুল দিবস হিসাবে পালিত হয়। ইংরেজ আমলে স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও ইংরেজ কর্মচারীদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে সাঁওতালরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলে। মহাজন ও দাদন ব্যবসায়ীদের শোষণ ও নিপীড়ন এবং ব্রিটিশদের অত্যাচারের শিকার

হয়ে তা থেকে মুক্তির লক্ষ্যেই এই আন্দোলনের সূচনা। মূল উদ্দেশ্য ছিল, ব্রিটিশ সৈন্য ও তাদের দোসর অসৎ ব্যবসায়ী, মুনাফাখোর ও মহাজনদের অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতনের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা এবং একটি স্বাধীন সার্বভৌম সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। আর সেই কারণে শোষণহীন স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন ভাগনাদিহির মাঠে ১০ হাজার সাঁওতাল সিধু ও কানহুর নেতৃত্বে সমবেত হয়েছিল। সমাবেশেই সিধু ও কানহু সাঁওতালদের বিদ্রোহের নির্দেশ দেন।

এরপর কলকাতা অভিমুখে প্রথম গণ পদযাত্রা শুরু করেন তাঁরা। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য সেই প্রথম মিছিল বা গণ পদযাত্রার সূচনা হয়েছিল। এই পদযাত্রার সময় ছয়-সাতজন সাঁওতাল নেতাকে বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার করে অত্যাচারী মহাজন কেনারাম ভগত ও জঙ্গিপুরের দারোগা মহেশলাল দত্ত। এরপর সিধু, কানহু কে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হলেই আরও জ্বলে ওঠে আন্দোলনের আগুন। ৭ জুলাই পাঁচকাঠিয়া নামক স্থানে মহাজন কেনারাম ভগত, মহেশলাল দত্ত সহ তাঁদের দলের ১৯ জনকে হত্যা করে সাঁওতাল বিপ্লবীরা। এরপর টানা আট মাস ধরে চলে সাঁওতাল বিদ্রোহ।

এরপর জুলাই মাসে বীরভূমের বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র নাগপুর বাজার ধ্বংস করে বিপ্লবীরা। ২১ জুলাই কাতনা গ্রামে ইংরেজ বাহিনী বিপ্লবীদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে। ৩০ জুলাই লেফটেন্যান্ট রুবি মুনহান ও মুনকাতারা গ্রাম ধ্বংস করলে, ইংরেজ সরকার ১৭ আগস্ট আত্মসমর্পণের ঘোষণাপত্র প্রচার করে। কিন্তু সাঁওতালরা তা প্রত্যাখ্যান করে। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সিধু-কানহুর বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার অস্থা সামরিক আইন' জারি করে। তবে সাঁওতালদের বিপ্লবের মুখে পড়ে ১৮৫৬ সালের ৩ জানুয়ারি তা প্রত্যাহারও করে নেয়।

এরপর আট মাসব্যাপী বিদ্রোহ চলার পর বিপ্লবের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে লেফটেন্যান্ট ফেগানের পরিচালিত ভাগলপুরে হিল রেঞ্জার্স বাহিনীর হাতে সাঁওতালদের পরাজয় ঘটে। ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ইংরেজদের গুলিতে নিহত হন সিধু। সেই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই কানহু কে ফাঁসি দেওয়া হয়। শুধু সিধু-কানহুই নয়, তাঁদের সঙ্গে সাঁওতাল নারীদের নিয়ে বিপ্লব করেছিলেন দুই বোন ফুলো মুর্মু ও ঝানো মুর্মু। ফুলো মুর্মু কে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও পরে হত্যা করে ব্রিটিশ সেপাইরা। এরপর তাঁর লাশ রেললাইনে ফেলে রেখে যায়। তবে সাঁওতালরা পরাজিত হলেও শোষকদের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি তাঁরা। বরং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের এক বীজ পুঁতে দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের স্মরণেই প্রতিবছর ৩০ জুন পালিত হয় 'হুল দিবস'। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সাঁওতাল বিপ্লবীদের অবদান অতুলনীয়।

প্রচুর বিস্ফোরক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি তিলপাড়া ব্যারেজ থেকে ধাওয়া করে বৃহস্পতিবার সকালে মহম্মদবাজার এলাকা থেকে একটি গাড়ি থেকে একাশি হাজার ডিটোনেটর বিস্ফোরক সহ গাড়ির চালককে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। ধৃতের নাম সুনীল কেওড়া। রানীগঞ্জ থেকে রামপুরহাটের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এসটিএফ।

আগ্রহ নেই চাষে

প্রথম পাতার পর

কারণ চাষ মানেই তো ক্ষতি। সারের যা দাম বেড়েছে সেই অনুযায়ী সবজির দাম বাড়ে নি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব বেড়েছে তাছাড়া রেশনের বিনামূল্যের চাল আছে সেই সঙ্গে ১০০ দিনের কাজ আমাদের কুড়ে করে দিয়েছে। তাছাড়া এখন তো মানুষ চাল বিক্রি করে দিচ্ছে। তাহলে খরচা করে জমিতে চাষ করবে কেন? তাছাড়া যারা প্রকৃত জমির মালিক তারা এখন আর কৃষক নয়। জমিগুলো অন্যকে লিজ দিয়ে বাৎসরিক অর্থ পাচ্ছে মালিকরা। অর্থাৎ অধিকাংশ ভাগ চাষিরাই এখন প্রকৃত কৃষক অথচ তারাই সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকছেন। প্রকৃত জমির মালিকরা এখন কৃষক বন্ধু শস্যবিমার সুবিধা নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু কিছুতেই আর কৃষিকাজ করবে না।

পাখির আওয়াজে ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাঁচা বাদাম ভুবন বাদ্যকরের পর এবার ছোটদের কার্টুন থেকে পাখির আওয়াজে রীতিমতো ভাইরাল দুবরাজপুর পুরসভার রঞ্জনবাজারে মিষ্টি দোকানের কর্মী ভোম্বল বাউরী। ভোম্বল মিষ্টির দোকানে কাজ করে মাসে তিন থেকে চার হাজার টাকা রোজগার করেন। তবে বছর পঁয়ত্রিশের এই ব্যক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো সে বিভিন্ন কার্টুনের চরিত্রদের কণ্ঠস্বর ডুপ্লিকেট করে অনায়াসে তা শুনিয়ে দিতে পারেন। এই যেমন মটু পাতলু কার্টুনের মটু পাতলু সহ অন্যান্য যে সকল চরিত্র রয়েছে তাদের বিভিন্ন সময়ের কথোপকথন তাদেরই কণ্ঠস্বরে অনায়াসে বলতে সক্ষম এই ব্যক্তি। এছাড়াও নানান পাখির ডাকও অনায়াসে করতে পারেন তিনি। তার এমন অধ্যাবসায় নজর কেড়েছে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা অনেকেই মাঝে মাঝেই তার থেকে এই সকল চরিত্রের আওয়াজ শোনার জন্য মুখিয়ে থাকেন।

নাম পরিবর্তন

আলিপুর ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ১৬.০৬.২০২২ তারিখের এভিডেভিড বলে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমার আধার কার্ড নম্বর 549548171949-এ উল্লিখিত VIRESH KUVAR হলো আমার প্রকৃত নাম। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর WB20 19920146163-এ উল্লিখিত PRABIN KUMAR SINGH -এর পরিবর্তে VIRESH KUVAR হবে। VIRESH KUVAR ও PRABIN KUMAR SINGH এক ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

VIRESH KUVAR

2 A L DAW ROAD, PO & PS : BUDGE BUDGE, South 24 Pgs.

ঘরে ফিরলো গদাধর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফের ঘর ওয়াপসি তৃণমূলের। গত ২৫ জুন কীর্নাহার ২ নং অঞ্চল তৃণমূল কর্মী সম্মেলনে তৃণমূলে ফিরলো গদাধর হাজরা। নানুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক ছিল গদাধর। ২০১৯ সালে ২৯ মে দিল্লিতে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছিল গদাধর। ফের এদিন তৃণমূলে ফিরলো গদাধর। গদাধরের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন বোলপুর সাংসদ অসিত মাল। লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা,বীরভূম জেলাপরিষদ পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কেরিম খান উপস্থিত ছিল।

মহানগরে

মিউনিসিপ্যাল কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভার 'মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাউন্টস কমিটি'র নতুন অধ্যক্ষা নির্বাচিত হলেন ৯২ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআই দলের পুরপ্রতিনিধি মধুছন্দা দেব। এদিন তিনিও দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। ২৭ জুন পুর অধ্যক্ষা মালা রায়ের ঘরে কমিটির নতুন অধ্যক্ষা নির্বাচন সম্পন্ন হয়। কমিটির বাকি ছয় সদস্য হলেন ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের জাতীয় কংগ্রেস দলের পুর প্রতিনিধি সন্তোষ কুমার পাঠক, ১৪০ নম্বর ওয়ার্ডের বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের পুর প্রতিনিধি আবু মহম্মদ তারিক, উত্তর কলকাতার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল পুর প্রতিনিধি মিতালি সাহা, বেহালা পশ্চিমের ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের পুর প্রতিনিধি সঞ্চিতা মিত্র, ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের পুর প্রতিনিধি অসীম কুমার বোস এবং বর্তমান ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলী পুর প্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তী।

নীল–সাদা এলইডির বিদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভার আলো দফতরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদের বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করে পুরসভার তৎকালীন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল পুরবোর্ডের ২০১০ – '১৫ অর্থবর্ষে ও তৎসহ পরবর্তী তিন বছর যাবৎ ওপরওয়ালার অনুপ্রাণে অনুপ্রাণিত হয়ে কলকাতা পুর এলাকার যততত্র ত্রিফলা বসিয়ে তার গায়ে আবার নীল–সাদা জড়িয়ে দেওয়া হয়। সেটাই আজ মহাবিপদ ডেকে আনছে। বিপদের পর বিপদ ঘটছে, তার থেকে। কলকাতা পুরসভার বর্তমান পুর বোর্ডের আলোকায়ন ও বিদ্যুতায়ন দফতরের মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি হরিদেবপুর কান্ডের পর কলকাতা পুর এলাকার রাস্তার দু'পাশের ফুটপাথে যততত্র বসানো ত্রিফলা বাতিগুলি পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং ওই বাতিস্তম্ভের গায়ে যে এলইডি লাইট জড়ানো আছে, সেগুলি খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে কলকাতা পুর এলাকার বিভিন্ন স্থানে বাতিস্তম্ভ গুলিতে নীল–সাদা আলো জড়ানো দেখা যায়। এই নীল–সাদা

আলোর জন্য কলকাতা পুরসভা সিইএসসি–কে প্রতি মাসে বিল বাবদ কত টাকা দেয়? পুরসভার ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআইএম দলের পুরপ্রতিনিধি নন্দিতা রায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, নীল–সাদা আলো অর্থাৎ এখনকার যে এলইডি লাইট। এটা এখন যেখানে আছে সেগুলির বেশির ভাগই 'পিডব্লুডি'র বা 'এইচআরবিসি'র জায়গায় লাগানো আছে। আর কিছুটা পুরসভার ত্রিফলা বাতিস্তম্ভে নীল–সাদা এলইডি আছে। তবে এটা খুবই সামান্য ব্যয় এলইডি হওয়ায়। এটা একদম নেগলিজেবলস ইলেকট্রিসিটি পোড়ে। সুতরাং এটা খুবই সামান্য ব্যয়।

১০০ দিনের পরিচয়পত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভার বিভিন্ন দফতরের ১০০ দিনের কর্মীদের (ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্বান এমপ্লয়মেন্ট স্কিম) রাস্তায় নেমে কাজ করতে প্রতিনিয়ত বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এক্ষেত্রে ১০০ দিনের কর্মীদের জন্য পুরসভার পক্ষ থেকে 'আইডেন্টিটি কার্ডে'র ব্যবস্থা কী করা সম্ভব? উত্তর কলকাতার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি ইলোরা সাহার প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, আমি আপনার সঙ্গে একেবারে সহমত পোষণ করি। ইতিমধ্যে সেক্রেটারি ডিপার্টমেন্টকে বলেছি, বিভিন্ন যে বরো সেল আছে, যাদের মাধ্যমে এই কর্মীদের কাজে নিযুক্ত করা হয়। তাদের কাজ থেকে কর্মীদের বিস্তৃত রিপোর্ট গুলি নিয়ে একটা প্রভিশনাল 'আইডেন্টিটি কার্ড' যাতে দু'মাসের মধ্যে এই ১০০ দিনের কর্মীরা পায় তার একটা ব্যবস্থা করা।

স্ট্যাটিসটিকসের জনক মহলানবিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বুঝতে পারলেন ভারতের এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন স্ট্যাটিসটিকস দিয়ে বিভিন্ন বিষয়কে পর্যালোচনা করা। তাই তিনি কলকাতায় বানিয়ে ফেললেন আস্ত একটি শিক্ষাকেন্দ্র। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট কেন্দ্রীয় সরকারি আওতাভুক্ত হলেও নিজের পায়ে এগিয়ে চলে। বিভিন্ন বিষয়কে পথ দেখানোর জন্য নতুন নতুন গবেষক তথা শিক্ষার্থীরা এগিয়ে চলেছে এই ইন্সটিটিউটের হাত ধরে। পি সি মহলানবিশকেই বলা হয় স্ট্যাটিসটিকসের জনক। ২৯ জুন তাঁর জন্ম আর এই দিনটাতেই ভারতবর্ষ পালন স্ট্যাটিসটিকস দিবস হিসাবে। এছাড়াও এই ইনস্টিটিউটের আভ্যন্তরীণ একটি দিবসও এই দিনটিতে পালন করা হয় সেটি হল 'ওয়ার্কার্স ডে'। এ বছর আইএসআই–এর এই দিনটি উদযাপিত হলো তাদের প্ল্যাটিনাম জুবিলি হলে। উপস্থিত

ছিলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স আকাদেমির বিজ্ঞানী প্রফেসর সোমনাথ দাশগুপ্ত, হিউম্যান জেনেটিক ইউনিটের প্রাক্তন সদস্য প্রফেসর পার্থপ্রতিম মজুমদার, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক পরামর্শ বিভাগের চেয়ারম্যান বিবেক দেবরায়, আইএসআই–এর ডিরেক্টর প্রফেসর সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, রিসেপশন কমিটির কনভেনর প্রফেসর অরিজিৎ বিষ্ণু এবং আইএসআই–এর শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি প্রফেসর গুরুপদ কর। সকলেই আইএসআই–এর চলার পথে চড়াই–উৎরাইকে মনে করিয়ে দিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার নেন। বিবেক দেবরায় বলেন, ভারতবর্ষের নীতি নির্ধারণের এক মোক্ষম ভূমিকা নিয়ে চলেছে স্ট্যাটিসটিক্যাল স্টাডিস। এই স্ট্যাটিসটিকসের মাধ্যমেই অর্থের বরাদ্দ বিবেচনা করা হয়। সংঘমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, স্ট্যাটিসটিকসের প্রয়োজন বিস্তর, এই প্রতিষ্ঠানের লোগো হলো বটগাছ, একই ছাতায় সকলকে নিয়ে চলার প্রতীক। যা ছায়া দিয়ে চলেছে সকলকে। কারণ এই প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র স্ট্যাটিসটিকস নয় অন্যান্য বিষয়কেও ছাত্রছাত্রীরা প্রাধান্য দিতে পারে। এর পর এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আইএসআই বিভিন্ন জিনিস নিয়ে এগিয়ে চলেছে তার প্রমাণ হলো ভারতে যে দুটি ডায়নোসরসের জীবাশ্ম রয়েছে তার মধ্যে একটি আমাদের এই প্রতিষ্ঠানেই আছে। হয়তো অনেকেই এটি জানে না। এছাড়াও তিনি বলেন, বিভিন্ন দেশ বিদেশে তিনি যখন বক্তৃতা দিতে যান তখন 'মহলানবিশ ডিসটেনসে'র নাম ছাত্রছাত্রীরা জানে। কিন্তু কে এই মহলানবিশ এবং কী তাঁর পরিচয় কেউই জানে না। তাই মহলানবিশকে পরিচয় ঘটানোর কাজও তিনি করে চলেছেন নিরন্তর।

বাংলার এমনই এক গর্ব দেশের ভবিষ্যৎ নিধারণের কাণ্ডারী। হয়তো পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলার অধিকাংশ মানুষই পি সি মহলানবিশের পরিচয় জানে না। এটি শুধু তাদেরই লজ্জা নয়, লজ্জা যারা দেশ ও রাজ্য চালাচ্ছে তাঁদের।

জয় অনুসন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ জুলাই জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ১০৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সংস্থার মুখ্য দফতর কলকাতায়। এদিন স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে জেডএসআই–এর ডিরেক্টর ড. ধৃতী ব্যানার্জী বলেন, ২০২১–এ প্রায় ৫০০ অধিক প্রাণীর নতুন সন্ধান পেয়েছে সংস্থার বিজ্ঞানীরা। এদিন তিনি ঘোষণা করেন তিনজন জানকী অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের নাম। ড. ই কে জানকী আম্মাল ছিলেন প্রথম ভারতীয় বোটানিস্ট। তাঁরই নামাঙ্কিত এই পুরস্কারটি এবছর পেলেন হায়দ্রাবাদের ইনস্টিটিউট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ডিরেক্টর ড. সি এইচ শশীকলা। তাঁর মাইক্রো বায়োলজির গবেষণার ওপর এই পুরস্কারটি প্রদান করা হয়, ইউনিভার্সিটি অব কালিকটের প্রাক্তন প্রফেসর মামিয়াল সাবু প্ল্যান্ট টেকসোনমির জন্য এই পুরস্কারে ভূষিত হন। এবং জেডএসআই–এর প্রাক্তন ডিরেক্টর ড. কৈলাশচন্দ্রকে অ্যানিম্যাল টেকসোনমির জন্য পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে

উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্র সরকারের পরিবেশ বন এবং আবহাওয়া দফতরের পূর্ণমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং এই দফতরের প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনীকুমার চৌবে। চৌবে বলেন, জেএসআই বটবৃক্ষের মতোন ছড়িয়ে পড়ছে সারা ভারতে যা ভারতকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে সাহায্য করছে। অনুসন্ধানই হল নতুনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, নতুন জিনিস জানতে পারা। তিনি জয় অনুসন্ধানের স্লোগান তোলেন। তিনি আরও আবেদন করেন যাতে জেডএসআইয়ের সবকিছুই ডিজিটালি তুলে রাখা হয়। এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি আমাদের জানান, প্লাস্টিক বর্জন আবশ্যিক তাই তিনি আবেদন করেন যাতে কোনও অনুষ্ঠান গৃহে প্লাস্টিকের থালা, গ্লাস ইত্যাদি যেন ব্যবহার করা না হয় এবং তিনি আশাবাদী কাগজের এবং প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি জিনিসপত্রের কদর বাড়বে এবং ভারত আত্মনির্ভরের পথে এগিয়ে যাবে।

শ্রী যাদব বলেন, জেডএসআই স্বাধীনতার পর থেকে নিরন্তর কাজ করে চলেছে আরও গতি নিয়ে। ওয়ার্ল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট এবং বায়ো ডায়ভারসিটি অ্যাক্টকে সফল করে পরিবেশের উন্নতি এবং ভারসাম্য বজায় রাখার কাজ করে চলবে। জীবনের মাঝেই ভগবানকে খুঁজে পাওয়া যায় এবং ভগবানকে খুঁজে পেতে বৈজ্ঞানিক উপায়কে কাজে লাগাচ্ছে জেডএসআই। যা ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রেখে বলেন, বৈজ্ঞানিকদের বাঁধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার গতি বাড়াতে সরকার বদ্ধ পরিকর। এই মন্ত্রালয়ের অধীনে ১৭টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সব জায়গার বিজ্ঞানীরা যাতে একসাথে মিলিত হয়ে মত বিনিময়ের মাধ্যমে এগিয়ে চলতে পারে তা মাথায় রাখবে সরকার। ১ জুলাই থেকে প্লাস্টিক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে ভারত। সেই লক্ষ্যকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন তিনি।

পুর বুস্টার ডোজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতাবাসী কোভিড টিকার বুস্টার ডোজ নেওয়ায় এখনও অনেক পিছিয়ে। কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডে সর্বমোট কত জনকে পুরসভা বুস্টার টিকাকরণ করেছে? এ বিষয়ে কলকাতা পুরসভা উপ–মহানাগরিক তথা পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, চলতি বছরের ২১ মার্চ সোমবার থেকে কলকাতা পুর এলাকায় কোভিড টিকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে। এখনও পর্যন্ত (১৭ জুন) ৪ লক্ষ ৩ হাজার ৮৪৪ জনকে কলকাতা পুরসভা কোভিড টিকা ও বুস্টার ডোজ নেওয়ায় কাজ সম্পন্ন করেছে। এরমধ্যে ২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৯৪ জন হলো ৬০ বছর বয়সে উর্ধ্বে আর বাকি ৫৩ হাজার ৫৬ জন স্বাস্থ্যকর্মী আর ৬৫ হাজার ৬৯৪ জন হল ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার।

কলকাতাবাসী যাঁরা এখনও কোভিড টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ায় পরেও বুস্টার ডোজ সময় মতো নেননি, তাদের জন্য কলকাতা পুরসভা কী পরিকল্পনা করেছে? অতিরিক্ত এই প্রশ্নের উত্তরে অতীন ঘোষ বলেন, এখন যাঁরা বুস্টার ডোজ সময় মতো নেননি, তাদের জন্য কলকাতা পুরসভা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা ও ১০০ দিনের কর্মীরা খোঁজ নিচ্ছে, কারা কারা বুস্টার ডোজ নেয়নি। তাদের নাম ও ফোন নম্বর লিপিবদ্ধকরণ করছেন। এই ফোন নম্বর গুলির ভিত্তিতে প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আমাদের এএএম –রা টেলিফোনের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বুস্টার ডোজ নেওয়ায় বিষয়ে অনুপ্রাণিত করছে। এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিকাকরণের ব্যবস্থা করছে। এবং কোভিডের ডিউ ডোজ গুলি নেওয়ার বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে।

লেন্স বার্তা

আলিপুর জেলের কার্যালয়ের পাশে এভাবেই পড়ে রয়েছে পরিত্যক্ত গাড়ি ও আবর্জনা, বাড়াচ্ছে দূষণ। ছবি : অরুণ লোধ

অল্প বৃষ্টিতেই জল জমছে বিশ্ববাংলায়। ছবি : অভিজিৎ কর

অমানবিক পরিবহন, দেখা মিলল ভুবনেশ্বর থেকে কলকাতা আসার হাইওয়েতে। ছবি : বিবেকানন্দ মিত্র

বাওয়ালী রাজবাড়ির গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে জগন্নাথ বন্দনা। সকালে পালকিতে করে পরিক্রমা হয় ধাম জুড়ে। ছবি : কুনাল মালিক

এখানে ওখানে

আম মেলায় মজেছেন আমরসিকরা

আমের স্বাদে মজেছে সারা রাজ্য। এার সেই আম উৎসবে মজেছেন টালিগঞ্জ মানব কল্যাণ সংগঠনের আমরসিকরা। রবিবার ২৬ জুন বাঁশদ্রোণী পার্ক অ্যাসোসিয়েশন ও শিশু উদ্যানের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সারাদিন

ধরে আম উৎসবের আয়োজন করেন। সংগঠনের সভাপতি রাজু সরকার বলেন, এই আম মেলায় ছয়টি জেলার আম ঠাঁই পেয়েছে। যেমন– হিমসাগর, ল্যাংড়া, কাঁচামিঠে, আম্রপালি, লক্ষ্মণভোগ, মাদ্রাজী, মল্লিকা, গোপালখাস, চৌসা। এই আমের মান ভাল। তারই স্বীকৃতি মিলেছে এই মেলায়। তবে চলতি বছরে আমের উৎপাদন কিছুটা কম। সে কারণেই বাজারে আমের দাম কিছুটা বেশির দিকে। অন্য বছর এর দাম থাকে কিলো প্রতি ৪০ থেকে ৫০ টাকা। ফলন কম হওয়ায় আম রফতানি হয়েছে কম। পাশাপাশি ৩ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা যোগাসন প্রদর্শন করে। কাউন্সিলর গোপাল রায় বলেন, এলাকার দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠনের সমস্ত সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়া অর্থের অভাবে গরিব মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। আমফান ও লকডাউনে সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা, গঙ্গাসাগর, সন্দেশখালি প্রভৃতি জায়গার গ্রামের লোকেদের বস্ত্র, শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়। অল ইন্ডিয়া এনজিও অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তাপস কুমার দে জানান, বিনামূল্যে ছেলেমেয়েদের যোগা প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী যুগল রায়, হাইকোর্টের আইনজীবী স্মরজিৎ রায়, কাউন্সিলর অনিতা কর মজুমদার। সংগঠনের সহ সভাপতি তপন গাঙ্গুলী, সাধারণ সম্পাদক শুভময় কুণ্ডু।

আর ডি বর্মনের জন্মদিন পালন

সোমবার ২৭ জুন কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পী ও সুরকার রাহুলদেব বর্মনের সারা দেশে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল। ১৯৩৯ সালে রাহুল দেব বর্মন ত্রিপুরা রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা শচীনদেব বর্মণ এবং মা মীরা বর্মন। রাহুলদেবের প্রথম স্ত্রী রীতা প্যাটেল, দ্বিতীয় স্ত্রী আশা ভোঁসলে। তাদের কোনও সন্তান ছিল না। মুম্বইয়ের বান্দ্রাতে

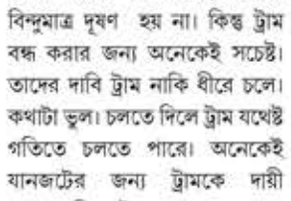

থাকতেন। যদিও আশাদেবীরও দ্বিতীয় বিবাহ। প্রথম পক্ষের দুটি সন্তান ছিল। রাহুল ৩৫০টি ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। যেমন বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু, ইংরাজিতে গানের সুর দিয়েছেন। সুপার ডুপার হিট ছবি শোলে, অমর প্রেম, কাটি পতঙ্গ, সাগর, সনম তেরি কসম, মেহবুবা ছবিগুলিতে দুর্দান্ত পঞ্চমদার সুরের জাদুতে জীবন্ত ফুটে উঠে। তার শেষ ফিল্ম ১৯৪২–এ লাভ স্টোরি, সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন কুমার শানু। রাহুল মাত্র ৫৪ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর বেশিরভাগ গান বাংলা ও হিন্দিতে হিট হয়। শ্রীরামপুর মাহেশে লক্ষ্মীঘাট এলাকা কম্পিউটার ব্যবসায়ী ও সঙ্গীতপ্রিয় সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে সারাদিন রাহুলদেব বর্মনের সুরে গান বাজনার আসর বসেছিল বিকেল থেকে সন্ধ্যা। তাঁর জীবনী নিয়ে স্মৃতি চারণা করলেন। রাহুল ১৯৯৪ সালের ৪ জানুয়ারি মারা যান। সোমনাথ বাবুর ছেলে সুনাভ মুখার্জী নবম শ্রেণির ছাত্র শোলে ছবির টাইটেল মিউজিক সিঙ্থে সাইজারে বাজান। এমন কী বৈঠেকী আড্ডাতে অংশ নেন পার্থপ্রতীম ঘোষ, সন্দীম চ্যাটার্জী, অভিজিৎ ভট্টাচার্য, পম্পা মুখার্জী।

ট্রাম কী তবে জাদুঘরে স্থান পাবে?

দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছতে বাস নয়, নিজে ভালো থাকতে এবং প্রত্যেককে ভালো রাখতে আরও বেশি করে প্রয়োজন ট্রামের। মহানগরের ক্রমশ চড়তে থাকা বায়ু দূষণে লাগাম দিতে সরব হয়েছেন কলকাতা ট্রাম ইউজার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। দূষণমুক্ত বাতাস এবং শহরের যান বাহন নিয়ে সম্প্রতি এক বিশেষ কর্মশালাও করলেন তাঁরা। সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় ছ'নম্বরে রয়েছে কলকাতা মহানগর। শহরের বায়ুদূষণ মাত্রাছাড়া জায়গায় পৌঁছনোর জন্য পরিবেশবিদরা সবচেয়ে বেশি দায়ী করেছেন অসুস্থ গণপরিবহণকে। প্রতিদিন বাস অটো রিকশা ও ট্যাক্সি থেকে প্রচুর পরিমাণ দূষিত গ্যাস ও ভাসমান কণা বাতাসে নির্গত হয়। এই কারণেই পরিবেশবান্ধব গণ পরিবহণের সংখ্যা বাড়াতে বেশ কিছুদিন ধরেই জোর দিচ্ছেন পরিবেশবিদরা। কিন্তু

বাস্তবে শহরের যথার্থ পরিবেশ বান্ধব গণপরিবহন ট্রামের অবস্থা ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। ট্রাম এমন একটা গণপরিবহন যাতে বিন্দুমাত্র দূষণ হয় না। কিন্তু ট্রাম বন্ধ করার জন্য অনেকেই সচেষ্ট। তাদের দাবি ট্রাম নাকি ধীরে চলে। কথাটা ভুল। চলতে দিলে ট্রাম যথেষ্ট গতিতে চলতে পারে। অনেকেই যানজটের জন্য ট্রামকে দায়ী করেন। কিন্তু ট্রাম কখনও বাস বা অন্য গাড়ির পথ আটকায় না। অন্য গাড়িই ট্রামের ট্র্যাকে উঠে আসে। কিন্তু এ শহরের বুক চিরে থাকা ঐতিহ্যবাহী ট্রাম লাইন যেন গতির তারতম্যে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। তাই এবার ট্রাম লাইনের বৈদ্যুতিন তারের সংযোগকে কাজে লাগিয়ে ইলেকট্রিক ট্রলি বাস ছুটবে 'সিটি অব জয়'–এ। কলকাতার ট্রাম নিয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন পরিবহন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। একবাক্যে জানিয়ে দেন 'ট্রাম সম্প্রসারণ হচ্ছে না, বলেন যেখানে রাস্তার মাঝখান দিয়ে ট্রাম লাইন গিয়েছে যানজট হচ্ছে সেখানে এই পরিষেবা রাখা মুশকিল। তাঁর বিকল্প হিসাবে ইলেকট্রিক ট্রলি বাস। সূত্রের খবর পোল্যান্ড থেকে কলকাতায় আসবে এই বাস। তবে কলকাতা শহরের সঙ্গে ট্রাম যে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে গিয়েছে। ১৯৭৩ সালে প্রথম ট্রাম চলে আর্মেনিয়ান ঘাট থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত। প্রথম দিকে ঘোড়ার টানা ট্রাম চলত। পরে ১৯০২ সালে ট্রাম পরিষেবার বৈদ্যুতিকরণ শুরু হয়। উল্লেখ্য, পরিবহন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলছেন, হেরিটেজ হিসাবে ট্রাম রাখা হবে। যেখানে চওড়া রাস্তা, যানজট কম এলাকা সেখান দিয়ে ট্রাম নিয়ে যাওয়া হবে। যেমন– ময়দানএলাকা, আগে ১১টি ট্রাম রুট ছিল। এখন চলছে ২টি রুটে। অদূর ভবিষ্যতে কি কলকাতার ট্রামের জায়গা হবে জাদুঘরে?

তথ্য : মলয় সুর

বিনা ওষুধে রোগ সারান

চোখের জল পড়া রোধ

অনেক সময় চোখ দিয়ে অতিরিক্ত জল পড়ে গাল গড়িয়ে ভেসে যায়। এই জল প্রবাহ অচিরেই বন্ধ করা প্রয়োজন। তা না হলে চোখের জলসম্পদ নষ্ট হয়ে চোখের স্নায়ু শুকিয়ে অন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এ অবস্থায় জল বন্ধ করার জন্য চোখের পাতার উপরে খুব হালকা করে চাপ দেওয়া আর ছাড়া অর্থাৎ আকুপ্রেসার করতে হবে। নিজের হাতেই এটা করা উচিত। চোখের পাতায় যাতে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চোখের করনায় যেন কোনও রকম আঘাত না পড়ে তার দিকে নজর রাখতে হবে। এছাড়া ডান হাত ও বাঁ হাতের তর্জনী ও মধ্যমার মধ্যবর্তী ওয়েবে টিপে দেওয়া দরকার। পায়ের অনুরূপ ও থেকে ও চাপ দিতে হবে। এর সাথে মুখে জল রেখে চোখের জলের মৃদু ঝাপটা ও চোখের চারদিকে মৃদু চাপ চোখের শক্তি বাড়ানোর জন্য দিতে। এ কাজের পর বেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রাখতে হবে। প্রথম দিকে চোখে ঝাপসা ভাব এলেও পড়ে ঠিক হয়ে যাবে। অতিরিক্ত জল পড়া বন্ধ হবে।

নাক ডাকা

সাধারণত ঘুমে আচ্ছন্ন ব্যক্তিরাই নাক ডাকে। তাই নাক ডাকা ব্যক্তি নিজের নাক ডাকা বুঝতে পারেন না। অপর কাছের মানুষ নাক ডাকা শুনতে পেয়ে বিরক্ত হন। নাক ডাকা তাচ্ছিল্য বা হাসির ছলে রসিকতা না করে তৎক্ষণাৎ সারিয়ে তোলা দরকার। ঘুমের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাসের পথ, ছোট বড় কোনও বাধা দেখা দিলে নাকের কিছু গ্রন্থিতে কাঁপন ধরে শব্দ সৃষ্টি হয়। মূলত শ্বাসের গতি পথের চলনের বাঁধা থেকেই নাক ডাকার বাহ্যিক প্রতিফলন। বাঁধার মাত্রার হিসাবেই শব্দের তারতম্য বোঝা যায়। যার গতিপথে বাধা বেশি হয় তার শব্দও বেশি হয়। নাক ডাকা রোগীর ঘুম না ভাঙিয়ে নাকের উঁচু অংশের গোড়ায় চলে আসুন। নাকের দুপাশ দিয়ে মধ্যমা ও বুড়ো আঙুল হাল্কা চাপ দিতে দিতে কপালের কাছে নিয়ে আসুন। দেখবেন হাতে যেন নখ না থাকে। এরপর সংযোগ বিন্দু থেকে কপালের তৃতীয় নয়নে চাপ নিয়ে আসুন। তারপর সোজা কপাল হয়ে মাথার চুলের গোড়ার পাশ দিয়ে কিছুটা মাথা পর্যন্ত চাপ দিতে দিতে এগিয়ে যান। এভাবে ২/৩ বার করলেই নাক ডাকা বন্ধ হবে। রোগী যদি নিজ হাত দিয়ে সারাদিন জাগরিত অবস্থায় এবং ঘুমোবার আগে করে নিয়ে শোয়। তাতেও ভাল ফল পাওয়া যাবে।

দুর্গাদাস সরকার

মাঙ্গলিকী

শত বর্ষ পরেও ব্রাত্য বিজন ভট্টাচার্য

কৃষ্ণচন্দ্র দে

১৯৪০-এর দশকে ভারতীয় গণনাট্য প্রতিষ্ঠিত হলে গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে তাঁর নাট্য জীবনের সূত্রপাত। গতানুগতিক বাণিজ্যিক থিয়েটারের নাট্যাভিনয়ের ধারা থেকে স্বতন্ত্র যে জীবনমুখী ও সংগ্রাম মুখর নাট্য আন্দোলনের সূচনা করেছিল আইপিটিএ। তারই সাংস্কৃতিক শাখা, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। বিজন ভট্টাচার্য তার প্রথম সারির নাট্য কর্মী। কমিউনিস্ট পার্টির পৃষ্ঠপোষকতায় গণনাট্যের কাছে নাটক শুধুই বিনোদনের মাধ্যম ছিল না, ছিল সংগ্রামের হাতিয়ার। ভাবে, ভাবনায়, চেতনায় ও সংগ্রামে প্রগতিশীল জীবনদ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটিয়ে নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয়ের যুগান্তকারী সূচনা করেছিলেন বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'। ফ্যাসি বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের প্রথম নাটক 'আগুন' ও তাঁরই রচনা। ১৯৪৩ সালে মঞ্চস্থ হয় আগুন এবং ১৯৪৪-এ অভিনিত হয় 'জবানবন্দী' ও নবান্ন। ১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে নবান্নের প্রথম অভিনয় থেকেই বিখ্যাত এই নাটকের জগতে তুমুল আলোড়ন দেখা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থিরতা, বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন, প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, পঞ্চাশের মন্বন্তরের দুর্বিষহ প্রতিচ্ছবির পটভূমিকায় রচিত, জবানবন্দী এবং নবান্ন। গণনাট্য আন্দোলন এবং বিজন ভট্টাচার্যের নাটক, বাংলা নাট্য রচনা ও অভিনয়ের ধারায় দিক পরিবর্তনের পালা-বদলের সূচনা ঘটিয়ে দিল।

১৯৪৮ সাল থেকেই গণনাট্যের সঙ্গে বিজনবাবুর মতান্তর ঘটে। ৪৮ সাল থেকে ৫০ সাল তিনি বোম্বাই গিয়ে হিন্দি সিনেমার সাথে যুক্ত থাকেন। মোটা মাইনের স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ প্রত্যাখ্যান করে ১৯৫০-এ বাংলায় ফিরে এসে নিজের নাট্যদল 'ক্যালকাটা থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তাঁর 'কলঙ্ক', গোত্রান্তর', মরা চাঁদ, দেবী গর্জন, গর্ভবতী জননী প্রভৃতি নাযক অভিনীত হয়।

১৯৭০-এ ক্যালকাটা থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে বিজন ভট্টাচার্য নতুন দল তৈরি করলেন কবচ কুন্ডল নাম দিয়ে। তাঁর লেখা কৃষ্ণ পক্ষ, আজ বসন্ত, চলো সাগরে, লাস ঘুইর‍্যা যাউক প্রভৃতি নাটক এখানে অভিনীত হয়।

তাঁর রচিত নাটকগুলি সম অনুযায়ী সাজালে এ রকম হয়, যথা কলঙ্ক, আগুন, জবানবন্দী ১৯৪৩-এ, 'নবান্ন' ১৯৪৪, জীয়নকন্যা ১৯৪৫, মরা চাঁদ ১৯৪৬, গোত্রান্তর ও ছায়া পথ ১৯৬১, দেবী গর্জন ১৯৬৬, ধর্ম গোলা ১৯৬৭, কৃষ্ণপক্ষ ১৯৬৬, গর্ভবতী জননী ১৯৬৯, আজ বসন্ত ১৯৭০, লাস ঘুইর‍্যা যাউক ১৯৭০, চলো সাগরে ১৯৭২, হাঁস খালির হাঁস ১৯৭৬। শুধু নাট্যকার, নির্দেশক নয়, অভিনেতা হিসাবেও বিজন ভট্টাচার্য অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বহু বিচিত্র চরিত্রের ভাব ও কর্ম প্রকাশে তিনি পারদর্শী ছিলেন। নানা উপভাষার সংলাপ উচ্চারণেও তাঁর ছিল সহজাত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। তাঁর জবানবন্দীতে বেন্দা, নবান্নয়-প্রধান সমাদ্দার, মরাচাঁদ-এ পবন ও কেতকদাস, গোত্রান্তরে-এ হরেন মাস্টার, দেবী গর্জন-এ প্রভঞ্জন, গর্ভবতী জননীতে মামা, আজ বসন্ত-এ কেদার, চলো সাগরে সুরেন ডাক্তার প্রভৃতি চরিত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের স্বাক্ষর হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রাসঙ্গিকতার দিক দিয়ে উল্লেখের দাবি রাখে ১৯৬১ সনে রবীন্দ্র শত বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে পার্ক সার্কাস ময়দানে বিজন ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় কবিগুরুর 'মাস্টার মশাই' গল্পের নাট্যরূপ মাত্র এক রাতের জন্য অভিনীত হয়। কারণ আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পাওয়ায় অভিনয় বন্ধ করে দিতে হয়।

তাঁর জন্মশত বর্ষে তাঁকে নিয়ে মাত্র দু একটি নাট্যদল উৎসব করেছে, তাদের মধ্যে নান্দীরঙ্গ উল্লেখযোগ্য।

তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে যেহেতু নবান্ন একটা মাইল ফলক। এই নাটকটি শম্ভু মিত্র তাঁর বহুরূপী দলের প্রয়োজনায় আবার মঞ্চস্থ করেছেন অবশ্যই শম্ভুবাবুর নির্দেশনায় আঙ্গীকের দিক দিয়ে তা ছিল অনেক সুসংহত ও বিস্ময়মণ্ডিত। এরপরে কুমার রায় আবার নবান্ন মঞ্চস্থ করেন। কিন্তু চার পাঁচটির বেশি শো করা সম্ভব হয়নি। হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গেই বলি তাঁর অন্যান্য নাটকগুলি বহুদলের দ্বারা মঞ্চস্থ হলেও তাঁর দেবীগর্জন নাটকটি কেউ আর সেভাবে মঞ্চস্থ করতে এগিয়ে এলেন না। বাস্তবিক কারণটা আজও আমার কাছে এক রহস্য বটে। আজ এই প্রসঙ্গে যদি কিছু অবতারণা করি তা হলে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

'দেবী গর্জন' নাটকটি প্রথমে মঞ্চস্থ হয় ১৯৬৬-র ২১ ফেব্রুয়ারি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জাতীয় সংহতি সম্মেলন উৎসবে। মঞ্চ সজ্জা ও পরিকল্পনা, আবহ সঙ্গীত আলোক সম্পাদ ও রূপসজ্জায় ছিলেন যথাক্রমে খালেদ চৌধুরী, কেষ্ট বসু, প্রদীপ চক্রবর্তী ও শক্তি সেন। সঙ্গীত ও সুরসৃষ্টিতে ছিলেন স্বয়ং নাট্যকার। অভিনয়ে ছিলেন, কালী ব্যানার্জী, সজল রায়চৌধুরী, বিধান মুখার্জী, শ্যামল ঘোষ, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, তুষার ভঞ্জ, শিশির মজুমদার, কেষ্ট বসু, চন্দন লাহিড়ি, কবিতা রায়, মানসী সেন, সুচিত্রিতা রায় চৌধুরী, রেবা রায়চৌধুরী এবং

বিশেষ প্রতিবেদন

বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে স্ত্রী মহাশ্বেতা দেবী ও পুত্র নবারুণ ভট্টাচার্য
– ফ্যামিলি অ্যালবাম থেকে প্রাপ্ত

বিজন ভট্টাচার্য স্বয়ং। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসী বাউরি সাঁওতাল চাষিদের বাস। শহরের মানুষের চেনা-জানার বাইরে তাদের দৈনন্দিন জীবন। সুখ দুঃখে লীলায়িত। সেই হাসি কান্নার আবর্তে আন্দোলিত বিজন বাবুর রচিত ও পরিচালিত দেবী গর্জন নাটক ক্যালকাটা থিয়েটারের একটি উজ্জ্বল প্রযোজনা।

পচাগলা সামন্ততান্ত্রিক শোষন ব্যবস্থার বিসর্জনের বাজনার তালে তালে ভুঁইচাষিদের কণ্ঠে নতুন কালের দেবীগর্জন এখানে ধ্বনিত হয়েছে। বীরভূমের পটভূমিতে ও উপভাষায় রচিত এই নাটকে বিজন ভট্টাচার্য লোক সংস্কৃতির বহতাধারাকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবাহিত করেছেন। পৌরাণিক রূপকল্প ও একালের শ্রেণিসংগ্রাম মিলিয়ে মিশিয়ে বারবার নাটকটির কক্ষপথ পরিক্রমা করেছে।

অভিনয়ে সর্দারের স্ত্রীর চরিত্রে রেবা রায়চৌধুরী (গিরি চরিত্রে) সবচেয়ে কৃতিত্বের দাবী রেখেছেন। তাঁর অনবদ্য অভিনয় এবং মঞ্চে উপস্থিতি প্রভা সরযূদেবীর স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। প্রভঞ্জন চরিত্রে রূপদান করেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য স্বয়ং।

১৯৬৬-র ৩১ জুলাই দি স্টেটসম্যান পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়- The Group seenes and the final silhouetle in Devi-garjan are reminiscent of some Gorky plays, familiar folk styles, particularly the frequent beating of the drum to invoke the worth of Goddess."

সাঁওতাল জীবনের জীবনালেখ্য 'কলঙ্ক' এর রচনাকাল ১৯৪৬ অর্থাৎ স্বাধীনতার পূর্বে। প্রায় দুদশক পরে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে লেখা দেবী গর্জন কোথায় যেন একাকার হয়ে মিলে মিশে গিয়েছে। শুধু স্থান পালটিয়ে বাঁকুড়ার গ্রাম হয়েছে বীর ভূমের প্রত্যন্ত অঞ্চল। জমিদারতন্ত্র বিলোপের পর নতুন তৈরি মধ্যস্বত্বভোগী, সুদখোর মহাজন জোতদার শোষণ ও অত্যাচার দেখানো হয়েছে এ নাটকে। তাছাড়া কাহিনীর বিস্তার বহু চরিত্রের সমাহার, পটভূমির বিন্যাস এবং শোষণ অত্যাচারের গভীরতা বিষয় বস্তুতে বৈচিত্র এনেছে। লোক জীবনের আচার সংস্কারের পাশাপাশি লোক শিল্পের আভাস প্রতিফলিত হয়েছে দেবীর অনুষঙ্গের বারবার ব্যবহারে। সাঁওতাল বাউড়িদের মনে পৌরাণিক কাহিনীর যে আবেগ ও আবেশ থাকে তাকে সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়ে একটা অনিন্দ্য সুন্দর দৃশ্যকাব্য রচনা করলেন নাট্যকার। কার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কীভাবে প্রতিরোধ তা স্পষ্ট হয়েছে। মানুষের সংগবদ্ধ বিদ্রোহ তাদের বিস্ফোরক শক্তির ক্ষোভ তেজকে নাট্যকার দেবী গর্জনের সঙ্গেই তুলনা করেছেন। নবান্নতে প্রতিরোধ সেভাবে স্পষ্ট নয়। কিন্তু দেবী গর্জন নাটকে জোতদার প্রভঞ্জন সর্দারকে চিহ্নিত করে গ্রামীণ কৃষক-সমাজ অস্ত্রের সাহায্যে তাকে হত্যা করে। নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য ছিলেন অনন্য প্রতিভার অধিকারী। শিক্ষক হিসাবেও তাঁর সাফল্য সীমাহীন। তাঁর শিক্ষকতার ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন প্রভাদেবী। আর এক স্বনামধন্যা অভিনেত্রী শোভা সেন বলেছেন তিনি ডিরেক্টার ছিলেন ডিকটেটার ছিলেন না। সহ শিল্পীদের সঙ্গে ছিল সহমর্মিতা। চরিত্র সৃষ্টির চাবিকাঠিটা নিজে ভালো জানতেন বলেই সহজেই ধরিয়ে দিতে পারতেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে শিল্পী হিসেবে সাধারণ মানুষের জানের লড়াইয়ের সঙ্গে প্রাণের লড়াইও চালিয়ে যেতে হবে। এই বাস্তব বোধ থেকেই তিনি নাট্যকার হিসেবে উঠে এসেছিলেন। এই বাস্তব বোধ থেকেই তিনি নাট্যকার হিসেবে উঠে এসেছিলেন। তিনি বাস্তব জীবনের সফল রূপকার। তাঁর নাটকগুলি হয়ে উঠেছে অগ্নিদগ্ধ মানুষের জীবন দলিল। মৌলিক নাটকই তিনি রচনা করেছেন। তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র, দ্বন্দ্ব, সংলাপ ভীষণভাবে বাংলার মাটি, জল, আবহাওয়ায় পুষ্ট। তাঁর নাটকের চরিত্রগুলি আমাদের একান্ত আপন। তাঁর পার্শ্ব চরিত্রগুলি এমন কি খল চরিত্রগুলিও অদ্বিতীয় ও অবিস্মরণীয়। এরা সকলেই বাংলা ও বাঙালি হয়েও বিশ্বজনীনতায় তাদের উত্তরণ ঘটেছে। তাঁর পা দুটি দেশের মাটিতে থাকলেও দূরদৃষ্টি ছিল আন্তর্জাতিক। এখানেই তিনি স্বতন্ত্র ব্যতিক্রমী নাট্যকার।

লক্ষ্যনীয় যে বিজন ভট্টাচার্যের পরে বাংলা মৌলিক নাটকের ধারা যেন শুকিয়ে এসেছিল। তার জায়গা দখল করে নিল বিদেশী নাটকের অনুবাদ, ভাবানুবাদ কিংবা ছায়ানুসরণ। বাংলা নাটক যেন বৈদেশিক নাট্যজগতের দ্বারে আত্মসমর্পণ করলো। তাই বাংলা মৌলিক নাটক রচনার ইতিহাসে বিজন ভট্টাচার্যের বিশিষ্ট অবদানের কথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

২০১৭ তাঁর জন্মশত বর্ষ চলছে। ওই বছর শম্ভুবাবুরও জন্মশত বর্ষ ছিল। শম্ভু মিত্রের বহুরূপী আজও স্বমহিমায় বিরাজমান। কিন্তু ক্যালকাটা থিয়েটার কিংবা কবচ কুন্ডল-এর অস্তিত্ব নেই। এবং তাই তাঁর শতবর্ষ উদযাপন যেন বেশ কিছুটা পিছিয়ে আছে। যদিও বিজন ভট্টাচার্য বা শম্ভু মিত্র এদের মতো নাট্য ব্যক্তিত্বদের একশো বা দেড়শো সংখ্যায় পরিমাপ করা যায় না। তাঁরা চিরস্মরণীয়, চির বরণীয়। সকল নাট্যকর্মীদের পক্ষ থেকে দুজনকেই জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। শম্ভু মিত্র মহাশয়ের উক্তি দিয়ে আজকে ইতি টানছি।

উপসংহারে বলতে চাই বাঙালি যত বিজনবাবুকে চেনে তার অনেক বেশি চেনে না। বিজন ভট্টাচার্য নামটাই আজ কিংবদন্তী। তাঁর সৃষ্টি তো তার জীনের বাইরে ছিল না। অনেকটা ম্যাক্সিম গোর্কির মতো। দেশ বিভাগ বিজনবাবু কোনদিন মেনে নিতে পারেন নি। তাই তার জীবনবোধকে মেশাতে পেরেছিলেন সেই সব অবহেলিত প্রান্তিক, অন্ত্যেবাসী ছিন্নমূল মানুষের জীবনের সঙ্গে যারা উঠে এসেছিল তাঁর সৃষ্টির আলোছায়ায়।

বিজনবাবুর কথা বলতে গেলেই অবশ্যই উঠে আসবে নবান্নর কথা। নবান্ন তো অবশ্যই একটা মাইল ফলক বিশেষ করে গণনাট্যের পরিপ্রেক্ষিতে। এই নবান্ন হঠাৎ রচিত হয়নি। প্রস্তুতি পর্বটা অনেক দিন ধরেই চলেছিল। একদিকে অসহযোগ আন্দোলন ৪২এর ভারত ছাড় আন্দোলন অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই আলোড়িত ক্ষণেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আইপিটিএ ফ্যাসি বিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘ। যুগ সন্ধিক্ষণটা একবার ভাবুন। আগুন, জবানবন্দী থেকে শুরু করে দেবী গর্জন, জিয়নকন্যা, গর্ভবতী জননী, মরাচাঁদ, গোত্রান্তর, ছায়াপথ, কৃষ্ণপক্ষ, আজ বসন্ত, চলো সাগরে, হাঁসখালির হাঁস ইত্যাদি নাটকগুলি বাংলা মৌলিক নাটক হিসাবে স্বীকৃত।

দেশ ভাগ দুর্ভিক্ষ এক বিপন্ন সময় তাই তার নাটকের চরিত্রগুলি অজানা কোন কল্পনার রাজ্য থেকে উঠে আসেনি। কোন চরিত্রই তার অচেনা নয়। আমাদের বড় কাছের, বড় চেনা।

১৯৪৩ সালে আগুন ১৯৪৪ সালে জবানবন্দী তৎপরবর্তী ৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর নবান্নর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে প্রথম অভিনয় যেন বাংলা নাট্য রচনা ও অভিনয়ের ধারার দিক পরিবর্তনের পালা বদল ঘটিয়ে দিল। তার সৃষ্ট নাট্যদল ক্যালকাটা থিয়েটার কিংবা কবচকুন্ডল আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই।

নাট্য সংস্কৃতিতে যে জায়গাটা তার পাওয়া উচিত ছিল জীবিত অবস্থায় কোনদিন তা পাননি। পরিশেষে শম্ভুবাবুর একটা উক্তি দিয়ে শেষ করছি- বিজন তো ছিল কবি, তাই তার অনুভবের তীব্রতা যখন প্রকাশ পেত, আমরা বিচলিত হতুম। যে বাস্তবকে আমরা যুক্তির ছাঁচে ব্যাখ্যা করি তার বিপরীতেই দাঁড় করাত তার অনুভবের তীব্রতাকে। এখানেই তার বৈশিষ্ট এখানেই তার জোর।

পবিত্র সরকার বলেছেন বিশ শতকের বাংলা নাট্যকলার ইতিহাসে ট্র্যাজিক নায়কের প্রথম শিরোপা যদি শিশির কুমার ভাদুড়ির প্রাপ্য হয় তাহলে ওই শিরোপার দ্বিতীয় দাবিদার সম্ভবত বিজন ভট্টাচার্য। তাঁর যে ছবিগুলি আমাদের সামনে আসে, তার মধ্যে থেকে একটি বিষাদের ছায়া যেন কিছুতেই সরে যেতে চায় না। তাঁর এই ম্লান মূর্তিটি কে এমন চিরস্থায়ী করে নির্মাণ করেছে? তিনি নিজে, না তাঁর জীবন ও সময়- সেটাই প্রশ্ন।

দুই বাংলার সমাবেশ

মলয় সুর : গ্রাম বাংলার সুদূর প্রান্ত থেকে সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসাবে পরিচিত কলকাতা। তার বুকে অসংখ্য নবীন-প্রবীণ সাহিত্য প্রতিভাকে এক মঞ্চে হাজির করল চাতক ফাউন্ডেশন ও সারা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি মঞ্চ। সম্প্রতি কলেজ স্ট্রিট এলাকায় বেঙ্গল থিওসোফিক্যাল সোসাইটি হলে গুণীজন বিশিষ্ট মানুষের সমাবেশ হয়। বাংলারবিভিন্নপ্রান্ত থেকে সাহিত্যের নেশায় বুঁদ হয়ে তারা ছুটে এসেছিলেন। এদিন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক আমজাদ হোসেন, কবি অনিমা নাথ, তায়েদুল ইসলাম, শেখ মফেজুল নজরুল ইসলাম, শেখ আব্দুল করিম, দেবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিনা ইয়াসমিন, শিল্পপতি আবদুর রজ্জাক। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে আগত শেখ এ সাঈদ ফারসি। এদিনের অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন পুবের কলম পত্রিকার সম্পাদক আহমদ হাসান ইমরান। তিনি বলেন, বাংলার সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের সংস্কৃতি। উভয় সম্প্রদায়ের কবি সাহিত্যিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে। দেশভাগের পর বহু গুণীজন মুসলিম ওপার বাংলায় চলে যান। ফলে এখানে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এরপর আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

ডক্টর আমজাদ হোসেন বলেন, সংস্কৃতির টানে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন গুণীজনরা। সংস্কৃতি বলতে, বৃহত্তর অর্থে সংস্কৃতি একটা জীবনচর্চা। এটি মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক তৈরি করে। অনুষ্ঠানে গুণীজনদের মানপত্র,স্মারক, উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। মঞ্চে 'দুই বিঘা' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ বলেন, গ্রাম বাংলার সাহিত্য প্রতিভাকে কুর্নিশ জানাতে এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

গুণীজন সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৫ জুন গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির ৩১তম মাসিক 'সাহিত্য আসর' অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি মাসিক সাহিত্য আসরে গুণীজন সংবর্ধনা হিসেবে এবারে সংবর্ধনা পেলেন

বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক প্রবীণ ব্যক্তি গোবিন্দ পান্তি।। এছাড়া অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যমুনামতী সম্পাদক সরোজ কান্তি চক্রবর্তী, সাহিত্যিক রাসমোহন দত্ত এবং সঞ্চালনায় কবি অলকানন্দ বসু। উক্ত অনুষ্ঠানে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন অতিথিবৃন্দরা। এছাড়া 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত নৃত্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন তানিয়া সরকার। অনুষ্ঠানে বাসুদেববাবুর পরিচয় দিতে গিয়ে সাহিত্যিক রামমোহন দত্ত বলেন, আমি এবং বাসুদেববাবু ১৯৭১-৭২ সাল থেকে লেখালেখি শুরু করি। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজও অটুট আছে। বাসুদেববাবু বাড়িতে একটি লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ইছামতী নদী সংস্কার আন্দোলন সহ নানা সংগঠনের সাথে যুক্ত। তাঁর সম্পর্কে বলতে গেলে দু'চার কথায় শেষ হবে না। কবি গৌরাঙ্গ দাস, কবি সুনীলকৃষ্ণ মণ্ডল কবিতার মধ্য দিয়ে বাসুদেববাবুর সরলতা। মানবপ্রেমিক ও সংকীর্ণতার উর্দ্ধে বলে বর্ণিত করেছেন। সাহিত্যিক বিবর দত্ত দীর্ঘদিনের সাথী বাসুদেববাবু সংবর্ধিত হওয়ায় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। গোবিন্দ পান্তি বলেন, বাসুদেব আমার অত্যন্ত স্নেহের। ও সাহিত্যিক ভগীরথ। বাসুদেবের হাত ধরে আমার গোবরডাঙার সাথে পরিচিতির সূত্র তৈরি হয়। ২০০২/২০০৩ সাল থেকে গোবরডাঙা বইমেলায় আমার যোগাযোগের মাধ্যম বাসুদেব। সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে যেমন জানা যায় না। বাসুদেবকে তেমনই সবকিছু জানা সম্ভব নয়। ওর চলাফেরা, কাজকর্ম, চিন্তা-ভাবনা সুদূর প্রসারী। নিত্য নতুন কর্মপথের যাত্রী। অনুসন্ধিৎসু। এই স্বল্প সময়ে সব কিছু বলাও সম্ভব নয়। ওঃ সুস্থ ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। এছাড়া দেবেশ সরকার, প্রদীপ সরকার, জয়ন্তী নাথ, জয়ন্ত মণ্ডল, গোকুল মণ্ডল, কার্তিক বিশ্বাস, ধীরাজ রায় কবিতা পাঠসহ বাসুদেববাবুর প্রশংসা করেন। সমিতির সম্পাদক গোবিন্দবাবু উত্তরীয় পরিয়ে এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে বাসুদেব বাবুকে বরণ করেন। মানপত্র প্রদান করেন সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা। স্মারক তুলে দেন প্রতিমা চক্রবর্তী, ব্যাগ-ছাতি ও গণেশ পূর্তি তুলে গোবিন্দ বসু, হিমাদ্রিবাবু প্রমুখ। মানপত্র পড়েন গৌতম মিস্ত্রী। সঞ্চালনায় অলকানন্দ বসু প্রশংসনীয়।

সঙ্গীত জগতে তারুণ্যের ছোঁয়া লাগলেও সেই সুরগুলি আর ফিরবে না

'পা' থেকে 'পঞ্চম'

অভিমন্যু দাস : রাহুল দেব বর্মন, গত ২৭ জুন তাঁর ৮৩তম জন্মদিন ছিল। তাঁকে বলা হয় ভারতীয় সঙ্গীতের নতুন পথের মেরুদণ্ড। এক সঙ্গী ঘরানার বাতাবরণেই তাঁর জন্ম। পিতা ভারতবর্ষের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক শচীন দেব বর্মন। মা সুগায়িকা মীরা দেব বর্মন।

বিখ্যাত অভিনেতা দাদামণি অর্থাৎ অশোককুমার খেয়াল করেছিলেন শৈশবে কান্নার সময় শচীনদেব বর্মনের শিশু পুত্রের গলায় পা শব্দটি উচ্চারিত হয় যা সঙ্গীতের 'পঞ্চম' সুর। সেই থেকে ওর ডাক নাম হয়ে যায় 'পঞ্চম'। আসল ডাক নাম ছিল 'টুবুল'। মাত্র ৯ বছর বয়সে কম্পোজ করেছিলেন 'আয়ে মেরি তোপি পালত কে তা' যা পরবর্তী ১৯৫৭ সালে গুরু দত্ত পরিচালিত 'পিয়াসা' ছবিতে 'সা জো তেরা চক্রায়া' গানের টিউন হয়েছিল। রাহুল দেব বর্মণের রিদম প্যাটার্ন সম্পূর্ণ অন্যরকম। তাঁর আগেই অন্যান্য সুরকারকে থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর ডি-র হাত ধরেই সৃষ্টি হয় সম্পূর্ণ এক নতুন ধারা। আজকের মতো এত আধুনিকতা তখন ছিল না। সবটাই হতো ম্যানুয়ালি। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। যখন কেউ কাজ শুরু করেন তখন কেউ নিজের পথ তৈরি করার কথা ভেবে কিন্তু শুরু করে না। আসলে কাজ করার আনন্দে কাজ করা হয়। রাহুল দেব বর্মন যখন কাজ শুরু করেছিলেন তখন তাঁর সমসাময়িক কারা ছিলেন সেটা একবার দেখা বিশেষভাবে দরকার। শ্রীরামচন্দ্র তখনও কাজ করছেন, নৌশাদ করছেন, তাঁর বাবা শচীনকর্তা সেই সময় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক। ছিলেন জিনিয়াস সলিল চৌধুরী। এছাড়াও ছিলেন রৌশন, মদনমোহন, লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল সহ আরও বহু গুণী সুরকার। ফলে একটা কঠিন সময়ের মধ্যে তাঁকে সুরের দুনিয়ায় আবির্ভূত হতে হয়েছিল। বাণিজ্যিক ছবিতে কাজ করার ক্ষেত্রে শিল্পীকে সব সময় তাঁর অস্তিত্ব রক্ষার কথা ভাবতে হতো। আবার পাশাপাশি নিজের শিল্প সাধনার কথাও ভাবতে হতো। একজন শিল্পী একাধারে চর্চা করছেন আবার অনুশীলন করছেন। আর এই দুয়ের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে এক অপরূপ সঙ্গীত।

তার সঙ্গীতের মধ্যে তবলা, ড্রাম, ডুগি সহ প্রভৃতি যন্ত্রের সংমিশ্রণে একটি অনবদ্য সুর সৃষ্টি হতো। তাঁর সুরে পারকাসনের

অনবদ্য ব্যবহার প্রতিটি গানকে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছিল। তিনি প্রায়শই বলতেন যে, রাগ-রাগিনী জানি না। তাঁর মতো ক্রিয়েটিভ চিন্তাভাবনার মানুষের কাছে সেটা কোনও বড় বিষয় ছিল না। হয়তো রাগ-রাগিনীর ব্রাকরণগত পাঠ তার ছিল না। কিন্তু মজার কথা হল তাঁর বহু গানের সুর কিন্তু সেই রাগরাগিনী থেকেই তৈরি হয়েছে। সেগুলো প্রতিটিই অনবদ্য। তিনি সব সময় নানা পরীক্ষার মাধ্যমে সুর নিয়ে অপরূপ খেলা খেলতেন। প্রতিটি মধ্যে নানা বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া যেত। তাঁর সেই সব অমর সৃষ্টিশীল সুর শ্রোতাদের মনে আজও গেঁথে আছে। তিনি সব সময় নতুন কিছু করার চিন্তাভাবনা করতেন। আর ডি সুর মানেই ছিল নতুন কিছু দিক দর্শন। এখানেই তিনি ছিলেন অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সত্তরের দশকের গোড়ার দিক থেকেই সারা পৃথিবী জুড়ে যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছিল, সঙ্গীতের জগতেও তার ছায়া পড়েছিল। আর এক্ষেত্রে আর ডি একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিশেষ করে ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। তাঁর গান, সুর, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সব কিছুর মধ্যে বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর সময়ে যে মডার্ন টেকনোলজির প্রচলন ছিল সেটাকেই তিনি দারুণভাবে ব্যবহার করেছেন। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে তিনি নিজের সঙ্গীতকে বদল করেছেন। তাঁর সুরে সেতার সরোদের দারুণ ব্যবহার খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি অসংখ্য রাগাশ্রয়ী গানে সুর দিয়েছেন। তাঁর গানের মধ্যে ফোকের অসম্ভব ভালো ব্যবহার খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি প্রকৃত অর্থেই একজন ভার্সেটাইল সুরকার। তিনি কখনোই পাশ্চাত্যের সুর ভেঙে গান করতেন একথা বলা যাবে না। ভারতীয় এবং পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে তিনি এক স্বতন্ত্র ঘরানা তৈরি করে গিয়েছেন। আর ডি যেমন প্রচুর ছবিতে সুর দিয়েছেন তেমনি তার বাইরে প্রচুর বেসিক গানের সুরও করেছেন। সেগুলোও দারুণভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ছবির সুরের ক্ষেত্রে একজন সঙ্গীত পরিচালকের ভূমিকা ছোট হয়ে যায়। ছবির ক্ষেত্রে চিত্রনাট্য ও গল্পের চাহিদা অনুযায়ী সঙ্গীত পরিচালককে কাজ করতে হয়। কিন্তু যখন তার কাজ ছবিকে ছাড়িয়ে চলে যায় সেটাই হল একজন দক্ষ সঙ্গীত পরিচালকের মুন্সিয়ানা। এই ব্যাপারটা আরডি'র ক্ষেত্রে বার বার ঘটেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে ছবির থেকে তার গান বা সুর বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাঁর অসাধারণ সুর সৃষ্টি ছবিকে হিট করতে সাহায্য করেছে। এই রকম উদাহরণ প্রচুর রয়েছে। এখানেই তিনি সার্থক। আসলে তিনি ভারতীয় সঙ্গীত কে এক নতুন পথের ঠিকানা দেখিয়েছেন। একথা খুব সহজেই বলা যেতে পারে ভারতীয় সঙ্গীতের নতুন পথের মেরুদণ্ড হলেন আর ডি বর্মন। তাঁর সুর সৃষ্টি চিরকাল মানুষের মনের মণিকোঠায় বেঁচে থাকবে। আজকের কপি পেস্টের যুগে দাঁড়িয়ে তাঁর সুর মৃত্যুর ২৮ বছর পরও অমর হয়ে আছে এবং আগামী কয়েক যুগ ধরে তা বজায় থাকবে।

বালসারার শতবার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভি বালসারা মেমোরিয়াল কমিটি এবং ইউনাইটেড কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে কলকাতার রবীন্দ্রসদন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রখ্যাত যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী পণ্ডিত ভি বালসারার জন্মশতবার্ষিকী

উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উষা উত্থুপ, কল্যাণ সেন বরাট, শিবাজী চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, স্প্যানিশ গিটারিস্ট পণ্ডিত স্বপন সেন, প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী প্রয়াত নচিকেতা ঘোষের ছেলে সুপর্ণ কান্তি ঘোষ, প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীর ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের ছেলে দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, আকাশবানী কলকাতা কেন্দ্রের প্রাক্তন ঘোষিকা এবং কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের প্রাক্তন সংবাদ পাঠিকা ছন্দা সেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রখ্যাত পিয়ানো অ্যাকরডিয়ান বাদক প্রতাপ রায়, যিনি মান্না দে এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সাথে একচেটিয়া পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ে এসেছেন। নিজের পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ানে ভি বালসারা সুরারোপিত এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং মান্না দে'র পাঁচখানি গান বাজিয়ে সকলকে মাতিয়ে দেন। এরপর একে একে সঙ্গীত এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মন জয় করেন। বিভিন্ন শিল্পী যেমন পণ্ডিত স্বপন সেন (স্প্যানিশ গিটার) সমীর খাসনবীশ প্রমুখজন। সাংবাদিক তরুণ গোস্বামী শিস দিয়ে গান গেয়ে সকলকে অবাক করে দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রখ্যাত ঘোষক এবং সংবাদ পাঠক দেবাশিস বসু।

ধোনি ধামাকার পর কী পন্থে পথ চলা?

অরিঞ্জয় মিত্র

ভারতীয় ক্রিকেটে উইকটেকিপার–অধিনায়ক হিসেবে কারো কথা উঠলে নিঃসন্দেহে দেশের সফলতম অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির কথা আসবে। বস্তুত, মানুষের মুখে মুখে ফেরার মতোই রকিং পারফরমেন্স মাহির। ধোনি আবার একাধারে জোড়া কৃতিত্বের অধিকারী। প্রথমত, উইকেটকিপার ক্যাপ্টেন হিসেবে ভারতে নতুন পন্থা চালু করা। আর দ্বিতীয়টি হল রাঁচির মতো ছোট শহরে বেড়ে উঠেও যে ভারতীয় ক্রিকেট দলে অমন মেগা আসন করে নেওয়া যায় তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। ধোনির আগেও ভারত বহু ভালো উইকেটকিপার পেয়েছে। কিন্তু একইসঙ্গে দেশের অধিনায়কত্ব ও কিপিংয়ের মতো গুরুদায়িত্ব পালন করা তা অবশ্যই বিরলতম ঘটনা। বিশেষ করে এদেশের প্রেক্ষিতে তো বটেই। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশগুলিতে উইকেটকিপাররা অধিনায়কের দায়িত্বও পালন করেছেন। যদিও পারফরমেন্স এবং খ্যাতির দিক থেকে তাঁরা ধোনির ধারেকাছেও আসবেন না। ১৯৮৩ সালে কপিলদেবের নেতৃত্বে ভারতের বিশ্বজয় করার ২৮ বছর পর দেশকে ফের বিশ্বজয়ী করেন মাহি তাঁর দুর্দান্ত অধিনায়কত্বে। একইভাবে টি–২০ বিশ্বকাপেও ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করার পিছনে সেই ধোনি কা কামাল।

অধিনায়ক হিসেবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে ভারতীয় ক্রিকেটে বিপ্লব এনেছেন। প্রচুর নব্য তারকা তাঁর অধিনায়কত্বকালেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। বীরেন্দ্র সহবাগ, যুবরাজ সিং, হরভজন সিং, জাহির খানদের মেগা উত্থানেও সৌরভের অবদান অনস্বীকার্য। এমনকি মাহির ভারতীয় দলে বেড়ে ওঠাও সেই গাঙ্গুলির হাত ধরেই। সেই মহারাজকেও টেক্কা দিয়েছেন ধোনি শুধুমাত্র সাফল্যের নিরিখে। সৌরভের নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়ান্ডার্সে ২০০৩ –এ ভারত বিশ্বজয়ের পথ থেকে এককদম দূরে থেমে যেতে বাধ্য হয় অজি অধিনায়ক পন্টিং বাহিনীর দুরন্ত ব্যাটিংয়ের জেরে। ধোনি কিন্তু ঘরের মাঠে মুম্বইতে ২০১১ সালে এতদিনের অধরা বিশ্বকাপ জয় করে দেখিয়ে দেন ভাগ্য তাঁর সঙ্গেই আছে। ওই যে কথায় আছে না যে যতই বড়মাপের খেলোয়াড় হন না কেন, ভাগ্যের সিকিভাগ সহায়তা না থাকলে সে বা তিনি অসহায়। সৌরভ হলেন ভারতের সেই অধিনায়ক যিনি সব কিছু করেও দেশকে বিশ্বকাপ এনে দিতে পারেন নি। সে ভাগ্যবিচ্যুতির জন্য হোক আর যেই কারণেই হোক না কেন। ধোনি হলেন সেই অধিনায়ক যিনি দেখিয়ে দিয়েছেন ওস্তাদের মার শেষ রাতে কীভাবে করতে হয়।

শুধু জোড়া বিশ্বকাপ দেশের জন্য আনাই নয়। টি–২০ র দুনিয়া কাঁপানো আইপিএলেও চেন্নাই সুপার কিংসকে তিনবার চ্যাম্পিয়ন করে ধোনি প্রমাণ করে দিয়েছেন অধিনায়কত্ব করার জন্যই তাঁর আবির্ভাব। কাপ্টানি করাতে সত্যিই ধোনির জুড়ি মেলা ভার। সৌরভ বড় অধিনায়ক হলেও ধোনি তাঁর সুপার কুল মস্তিষ্কের দ্বারা সৌরভকেও

টেক্কা দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা ধোনির মার্কশিট তাঁর হয়ে কথা বলছে। একইসঙ্গে দেশ ও ক্লাব দলকে এমন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়া বোধহয় একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। ধোনির যে সবকিছুই ভালো, দুর্বলতা কিছু নেই, তা নয়। তবে সাফল্যের অঙ্কটা এতটাই প্রবল যে ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছে তাঁর যাবতীয় ব্যর্থতা। সৌরভের পর রাহুল দ্রাবিড়, অনিল কুম্বলকেও দেশের হয়ে টস করতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু কখনই বলা যায় নি তাঁদের মধ্যে অধিনায়কত্বের মেটেরিয়াল আছে। আর সৌরভকে ধোনি যে রেকর্ডের ঝড়ে পিছনে ফেলেছেন তাও তামাম ক্রিকেটভক্ত জেনে গিয়েছেন। ধোনি পরবর্তীতে বিরাট কোহলি দীর্ঘদিব ভারতের অধিনায়কত্ব করেছেন। কোহলির জমানায় ভারত ভালো পারফর্ম করেছে ঠিকই। কিন্তু কখনই সে সাফল্য ধোনির সাফল্যকে ছুঁতে পারে নি। হালফিলে রোহিত শর্মাকে দেশের নেতৃত্ব দিতে দেখা যাচ্ছে। এখনই বলার সময় আসে নি রোহিত কেমন অধিনায়ক। তবে রোহিতের সামনে সুযোগ আছে বিশ্বকাপ জিতে লাকি ক্যাপ্টেনের সরণিতে নিজেকে মেলে ধরার। কারণ, সেটা সম্ভব হলে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যেই পূর্বসূরী কপিল এবং মাহিকে স্পর্শ করতে পারবেন রোহিত। ধোনির সমকালীন উইকেটকিপার হিসেবে বাংলার ঋদ্ধিমান সাহা যথেষ্ট ভালো খেলেছেন। স্পেশালিস্ট উইকেটকিপার কাকে বলে সেটা বেশ বুঝিয়েছেন উপর্যুপরি আন্তর্জাতিকমানের উইকেটকিপিং করে । অনবদ্য সব ক্যাচ ধরে। কিন্তু অবিরাম চোটআঘাত ঋদ্ধির ক্রিকেট কেরিয়ারকে দীর্ঘায়িত হতে দেয় নি। ধোনির সমসাময়িক দীনেশ কার্তিক আবার ব্যাটিংয়ে যতটা পটু কিপিংয়ে তাঁর দক্ষতা সেইমানের নয়। একইকথা প্রযোজ্য রোহিতের অনুপস্থিতিতে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া ঋষভ পন্থ সম্পর্কে। কিপিং ঠিকঠাক না করলেও ঋষভ দুরন্ত ব্যাট করেন এই কথাটাও এখন গিলতে হচ্ছে অনেককেই। সম্প্রতি ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঋষভের হতশ্রী ব্যাটিং অনেককেই হতাশ করেছে। সেই দলে রয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সুনীল গাভাসকারও। ঋষভের ওপর নিজের ক্ষোভ স্পষ্ট করে সানি বলেছেন, অফ–স্টাম্পের বাইরের বল কীভাবে খেলতে হয় সেটা ঋষভ আর কবে শিখবে। বস্তুত, একের পর এক ম্যাচে একইভাবে অফ–স্টাম্পে খোঁচা দিয়ে আউট হতে দেখা গিয়েছে ঋষভকে। আর তাতেই এতটা চটেছেন সুনীল গাভাসকারের মতো ঠান্ডা মাথার মানুষও। আরেকজন ধোনি হয়ে ওঠার মতো পরিপূর্ণ রসদ থাকলেও ঋষভ পন্থ যদি এখন থেকে নিজের ব্যাটিংয়ের খামতিগুলো না ঢেকে ফেলতে পারেন তবে তাঁর কেরিয়ার বড় প্রশ্নের মুখে পড়ে যাবে।

ধোনি জমানার আগে ভারতের অনেক উইকেটকিপারকে মন দিয়ে ব্যাটিং করতে দেখা গিয়েছে। ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার তাঁদের মধ্যে অবশ্যই পথিকৃৎ। পরবর্তীতে কপিলের নেতৃত্বে ভারতের বিপ্লব গড়ে ওঠার সময়ে সৈয়দ কিরমানি দুর্দান্ত খেলেছেন। দুর্ধর্ষ কিপিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটিংয়েও যথেষ্ট পটু ছিলেন কিরি। কপিল, সানি, মহিন্দর অমরনাথদের মতো তারকাদের পাশে সেসময় নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন সদাবিনয়ী সৈয়দ কিরমানি। কিরমানি জমানা থেকে ধোনি জমানার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আরও বেশ কয়েকজন উইকেটকিপার এসেছেন ভারতীয় দলে। এঁদের মধ্যে কিরণ মোরে, চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, দীপ দাশগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। কিরমানির পর স্থায়িত্বের ভিত্তিতে কিরণ মোরে অনেকদিন উইকেটের পিছনে থাকলেও মানের দিক থেকে ছিলেন মাঝারি। সেদিক থেকে ধোনি অতিঅবশ্যই ভারতের গর্ব ও সম্পদ। আগামীতে সেই ব্যাটন ঋষভ পন্থের হাতে ওঠে কীনা দেখার অপেক্ষা সেটাই।

বুমরা–রাজ ইংল্যান্ডে

যুধিষ্ঠির নস্কর

ভারতীয় ক্রিকেটে বরাবর ব্যাটসম্যানরা যে কৌলিন্য পেয়ে থাকেন তা সর্বজনবিদীত। বিশ্বের অন্যত্র ভারতের ব্যাটসম্যানদের বেজায় সম্মান। সেইঅর্থে পড়শি দেশ পাকিস্তান কিন্তু অনেক আগে থেকেই ভালো বোলার তৈরি করে পাদপ্রদীপে এসেছিল। হালফিলে অবশ্য ভারতের সেই রেওয়াজ পালটে গিয়েছে। ভারতীয়রা প্রমাণ করছেন ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলিংয়েও তারা কোনও অংশেই কম যান না। তারই ফলস্বরূপ বুম বুম বুমরা (যশপ্রীত বুমরা), মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ, ওয়াশিংটন সুন্দর, ভুবনেশ্বর কুমার, উমেশ যাদব থেকে আজকের উমরান মালিকরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বিশ্বক্রিকেটে। শুধু তাই নয়।

ভারতের বোলিং অ্যাটাক এতটাই শক্তিশালী জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যে যশপ্রীত বুমরাকে ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতের অধিনায়কত্ব করতে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

কপিলদেবের পর ২৭ বছর অতিক্রান্ত। তারপর এই প্রথম কোনও জোরে বোলার ভারত অধিনায়কের টুপি মাথায় চাপাচ্ছেন। কপিলদেব অবশ্য শুধু বোলারই নন। ছিলেন অসাধারণ ব্যাটসম্যানও। অর্থাৎ একজন পূর্ণাঙ্গ অলরাউন্ডার। সেইঅর্থে বুমরা একজন বোলার–অধিনায়ক। আর বোলিংয়ের গতির ক্ষেত্রে অতি বিনয়ের সঙ্গে বলতে হয় বুম বুম বুমরা হলেন সত্যিকারের ফার্স্টবোলার। যার বলের গতিই ১৫০/মাইল। কপিলদেব ছিলেন মিডিয়াম পেস বোলার। ১৩৫–১৩৭ এর বেশি স্পিড ছিল না তাঁর। তবে কপিলের আউটসুইং ছিল দুনিয়া বিখ্যাত। আর বুমরা'র হাতে রয়েছে দুরন্ত ইনকাটার, বিষাক্ত ইয়র্কার, আউটসুইং । নিঃসন্দেহে সেই বোলার ক্যাপ্টেন সমৃদ্ধ করলেন ভারতীয় ক্রিকেটকে। নয়া অধ্যায় রচিত হল বলাও চলে।

ক্রিকেট আকাদেমি উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি চম্পাসারি কলাবাড়ি এলাকায় একটি বেসরকারি স্কুলে ছাত্রদের জন্য ক্রিকেট আকাদেমির উদ্বোধন হল। ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়ার ঋদ্ধিমান সাহা এবং তার কোচ জয়ন্ত ভৌমিকের হাত ধরে এই ক্রিকেট আকাদেমির উদ্বোধন হয় । ঋদ্ধিমান সাহাকে দেখার জন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত। আগামী দিনে স্কুলের ক্রিকেট আকাদেমি থেকে যাতে বেঙ্গল লেভেলের আন্ডার ১৪ এবং আন্ডার ১৬ এর খেলোয়ার উঠে আসে সেই

ভাবনাতেই এই উদ্যোগ। ঋদ্ধিমান সাহা জানান, আমিও স্কুল লেভেল থেকে ক্রিকেট খেলে উঠে এসেছি । শহরের বিভিন্ন স্কুলে ক্রিকেটকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হওয়াতে পড়ুয়ারা আরও ভালো করে খেলাটা শেখার জন্য সুযোগ পাবে। উত্তরের প্রতিভারা ফুটে উঠবে। শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গ জুড়ে প্রচুর প্রতিভা আছে যাদের ঠিকমত খেলানো যাচ্ছে না, কিংবা নানান সমস্যার কারনে তারা মাঠে আসতে পারছে না। আমার আকাদেমি তাদের মাঠের পরিবেশ চেনাতে সাহায্য করবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এই আকাদেমি খুলছি,জানালেন ঋদ্ধিমান সাহা। উত্তরবঙ্গের ক্রিকেট আইকন।

স্পোর্টস কমপ্লেক্স পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার ফুটবলের মান উন্নয়ন এবং গ্রাম বাংলায় আইএফএফ ফুটবল ম্যাচ চালু করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানে আসেন আই এফ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বরূপ বিশ্বাস ও সৌরভ পাল।এদিন ক্যানিং পশ্চিমের ফুটবল পাগল বিধায়ক পরেশরাম দাসকে সাথে নিয়ে সমগ্র ক্যানিং ষ্টেডিয়ামের মান উন্নয়ণ খতিয়ে দেখেন আইএফএ এর দুই কর্তা। উল্লেখ্য করোনার কারণে দু'বছর খেলাধুলা বন্ধ ছিল। আর আচমকা ক্যানিংয়ে আইএফএ এর দুই কর্তার স্টেডিয়াম পরিদর্শন ঘিরে ক্যানিংয়ের এই মাঠে বড় ম্যাচ আয়োজন হবে এমনই আশায় বুক বাঁধছেন সুন্দরবনবাসী।

বিধায়ক পরেশ রাম দাস

জানিয়েছেন আশা করি ক্যানিংয়ের এই মাঠে বড় ধরণের ফুটবল টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে এবং সুন্দরবনের বুক থেকে উদীয়মান ফুটবল খেলোয়াড় উঠে আসবে। পাশাপাশি দেশের সম্মান উজ্জল করবে।

খেলোয়াড়দের সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৯ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিষদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হল জাতীয় স্তরের খেলোয়াড়দের সম্মাননা প্রদান ও জেলার ২৯টি জোনকে স্পোর্টস সরঞ্জাম বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান অজিত কুমার নায়েক, জেলা যুব আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব গোবিন্দ প্রামাণিক, রবীন বোলদে, সোমনাথ দত্ত প্রমুখ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা স্পোর্টস সরঞ্জাম বিতরণ ও জাতীয় স্তরের খেলোয়াড়দের সম্মাননা প্রদান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শুভেন্দু ঘোষ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ভারত ও বাংলাদেশের ভলিবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও গভীর করতে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। ভারত সবসময় তার প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে ভাল আচরণ করার চেষ্টা করেছে এবং ভবিষ্যতে চালিয়ে যাবে। ভারতের বর্ডার গার্ডিং

ফোর্স, বিএসএফ এবং বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডিং ফোর্স, বিজিবির মধ্যে সবসময়ই সৌহার্দ্যপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। সীমান্তে যেকোনো ধরনের চোরাচালান ও অবৈধ কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে বিএসএফ ও বিজিবি উভয়ই একত্রে বদ্ধপরিকর। উভয় বাহিনীই যেকোনও ধরনের অদ্ভুত পরিস্থিতিতে একে অপরের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে।

ভারত এ বছর স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদযাপন করছে। যার কারণে এই মৈত্রী ভলিবল ম্যাচের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। এই উপলক্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে, বিএসএফ সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার ২৮ জুন, ২০২২ (মঙ্গলবার) বর্ডার আউট পোস্ট ঘোজাডাঙা, ১৫৩ বাহিনী, সেক্টর কলকাতায় একটি প্রীতি ভলিবল ম্যাচের আয়োজন করেছে। দ্বিতীয় ম্যাচটি ৪ জুলাই, ২০২২ তারিখে ৫৪ বাহিনী সীমান্ত পোস্ট গেদেতে অনুষ্ঠিত হবে। ডাঃ অতুল ফুলঝেলে, আইপিএস, ইন্সপেক্টর জেনারেল, সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার (বিএসএফ), ম্যাচের উদ্বোধন করেন। ম্যাচের সময় মিস্টার সুরজিত সিং গুলেরিয়া, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সহ বিপুল সংখ্যক দর্শক উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ব্রিগেডিয়ার ওমর সাদী, পিএসসি, কর্নেল মামুনুর রশিদ, পিএসসি, বাংলাদেশি সাংবাদিকদের প্রতিনিধি দলসহ ২৮ বিজিবি সদস্য এবং ১০০ দর্শক এই ফুটবল ম্যাচটি প্রত্যক্ষ করেন। সাড়ে ১১টার দিকে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের পর ম্যাচের উদ্বোধন করা হয়। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে ৯০ মিনিটের খেলায় বিজিবি দল উভয় খেলায় জয়লাভ করে এবং ম্যাচের সমাপ্তি ঘটে। সবশেষে ডাঃ অতুল ফুলঝেলে, আইপিএস, মহাপরিদর্শক, দক্ষিণবঙ্গ সীমান্ত বিএসএফ এবং ব্রিগেডিয়ার ওমর সাদী, পিএসসি, বিজিবি তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উভয় দেশের জনগণ মৈত্রী ভলিবল ম্যাচের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত রাখার দাবি জানান।

চোঙ্কুদা আর নেই

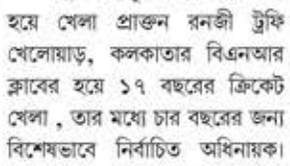

কল্লোল গুহঠাকুরতা: রেলওয়েজের হয়ে খেলা প্রাক্তন রনজী ট্রফি খেলোয়াড়, কলকাতার বিএনআর ক্লাবের হয়ে ১৭ বছরের ক্রিকেট খেলা , তার মধ্যে চার বছরের জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত অধিনায়ক। পরবর্তীকালে খেলা ছেড়ে দেবার পরে সিএবি–র অর্থাৎ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল–এর চোঙ্কুদা ওরফে প্রদীপ চক্রবর্তী গত ২৪/০৫/২০২২ তারিখে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তাঁর স্ত্রী আগেই গত হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন তাঁর একমাত্র পুত্র সৈকত ওরফে অরিন্দমকে, যিনি ক্রমে ক্রমেই একজন অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে উঠছেন।

সংবর্ধিত পিয়ালি ও মিলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর্থিক সঙ্গতি তেমন নেই। তবু ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার জন্য পর্বতারোহী পিয়ালি বসাক এবং ওয়াকার মিলন মাঝিকে রাজকীয়ভাবে সংবর্ধিত করলেন হুগলির মা অন্নদা মিশন আশ্রম। একটি অনুষ্ঠানে দুই কৃতী খেলোয়াড়কে সম্মান জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা তথা কর্ণধার কার্তিক দত্ত বণিক, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, প্রধান শিক্ষিকা বন্দনা বণিক, অনুকূল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হাসমত আলি, প্রাক্তন আধিকারিক দেবনাথ মুখার্জী, তন্দ্রা চ্যাটার্জী। পরিবারের আর্থিক অনটন ও নানান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অক্সিজেন ছাড়াই এভারেস্ট জয় করে নজির গড়েছেন চন্দননগরের কাঁটাপুকুর ২ নম্বর ওয়ার্ডের মেয়ে পিয়ালি বসাক। অভিযান সফল করে ঘরের মেয়ে ঘরেও ফিরেছেন। কিন্তু অভিযানের খরচ জোগাতে যে ধারদেনা হয়েছে তা মোটানোই

এখন পিয়ালির কাছে চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। যদিও পিয়ালি ঘরে ফিরতেই বিভিন্ন ব্যক্তি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পিয়ালির দিকে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। তবু প্রয়োজন পুরোপুরি মেটেনি। পিয়ালি বললেন যে আন্তরিকতার সঙ্গে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা কার্তিক বাবু সম্মান দেখিয়েছেন তাতে মুগ্ধ। একটা কথা, পর্বত আরোহন হোক বা অন্য যে কোনও ক্ষেত্রে সফল হতে গেলে আগে ভালো মনের মানুষ হতে হবে। হাওড়া থেকে লাদাখ সীমান্তে পৌঁছেছিলেন কামারকুণ্ডুর ভূমিপুত্র ওয়াকার মিলন মাজি। ক্রীড়াচর্চার ক্ষেত্রে মিলনেরও প্রধান বাধা অর্থ। এদিন ওয়াকার মিলন মাঝি বলেন, আমার একটা স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন সফলের পথে আর্থিক প্রতিকূলতা থাকলেও কয়েক হাজার কিলোমিটার হেঁটে লক্ষ্যে পৌঁছেছি। সকলের ভালবাসা ও সহযোগিতা ছাড়া সেটা কার্যত অসম্ভব ছিল। পাশাপাশি এদিন আশ্রমে ইংরাজি অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ইংরাজিতে শতকরা ৮০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে সেই সকল প্রায় ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত হয়।

সোনারপুরের ফুটবলপ্রেমী মানুষের জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : এটা কোনও লেখা নয়। সোনারপুরের একজন ফুটবল পাগল মানুষের হৃদয়ে ধরে রাখা আবেগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বিগত ৪২ বছরের অপূর্ণ ইচ্ছাপূরণও বটে।

এই অধমের তখন দশ বছর বয়স, ১৯৮০ সাল। সদ্য ক্লাস ফাইভে উঠে হাইস্কুলের গণ্ডিতে পা দেওয়া এবং ফুটবলের মজা আস্বাদন করা প্রায় একই সঙ্গে। তার একটা প্রধান কারণ বাবা কাকাদের রেডিওতে কলকাতা ফুটবল লিগের ধারাবিবরণী শুনে উত্তেজিত হতে দেখা এবং দ্বিতীয়ত, রাস্তায় বা পাড়ার মাঠে তৎকালীন সময়ের ফুটবল দিকপালদের (প্রতাপ ঘোষ, সুভাষ রায়, গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি, এই রকম আরো অনেক) চাক্ষুষ দর্শন। এই ভাবেই গোলাকার বস্তু তার প্রেমে পড়ে ২৪ লাথি মারতে মারতে প্রবেশ কলেজ জীবনে এবং ঘরের মাঠেও। অল্পবিস্তর খেলার সুবাদে একটা কৌতূহলী মন নিজেকেই প্রশ্ন করত মাঝে মাঝে আমাদের সোনারপুর, রাজপুর অঞ্চলের কোনও দল কলকাতার টাউন, রেঞ্জার্স অথবা ঘেরা মাঠে খেলার সুযোগ পায় না কেন যেখানে

সোনারপুরে স্পোর্টিং, রাজপুর সাধারণ সম্মিলনী পাপড়ির মতন পুরানো ক্লাব আছে! অনেক বয়স জ্যেষ্ঠ সংগঠক দের কাছ থেকে দায়সারা গোছের উত্তর পেতাম বটে, যেহেতু জেলা ক্রীড়া সংস্থার সমস্ত ফুটবল প্রতিযোগিতার সঙ্গে জড়িত সেই কারণে আইএফএ লিগ খেলা সম্ভব নয়। নিজের চোখে দেখা সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে দক্ষিণের বিভিন্ন জায়গা থেকে কেবল কলকাতা মাঠে যে কোনও বিভাগে একটু জায়গা পাওয়ার জন্য সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল পর্যন্ত নিম্নবিত্ত পরিবারের ফুটবলার হতে চাওয়া ছেলেগুলোর কঠিন লড়াই। একটা মেহতাব বা একটা প্রশান্ত চক্রবর্তী আমরা পেয়েছি বটে। কিন্তু শত শত প্রতিভা চোখের জল মুছে বুটজোড়া তুলে রেখেছে একটু সুপথে সুযোগ না পাওয়ার জন্য। আজ শুধু সোনারপুর রাজপুর নয়, সমস্ত দক্ষিণের উদীয়মান ফুটবলারদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ এনে দিলেন ফুটবল অন্তপ্রাণ এমনই দুজন ব্যক্তিত্ব, শংকর বোস, আমাদের ভালবাসার শঙ্কু দাএবং শ্রদ্ধেয় ডক্টর পার্থসারথি গাঙ্গুলী (আই এফ এ সহ–সভাপতি) আমাদের খুবই প্রিয় চন্দন দা। আসন্ন কলকাতা ফুটবল লিগের তৃতীয় ডিভিশনে সোনারপুরে দু দুটো দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটতে চলেছে, আজ থেকে কয়েক বছর আগে এই অঞ্চলের ফুটবল প্রেমীদের স্বপ্নও আসতো না। আজ সেই স্বপ্ন শক্তিতে রূপান্তরিত করল দুটি দল। সোনারপুর ওয়াইএমএসএ, এবং জ্যোতির্ময় এফসি। ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবো না আমাদের শ্রদ্ধেয় দুই ফুটবল পাগল দাদাকে। শুধু উপরওয়ালার কাছে নিবেদন রইল ওনাদের সুস্থ ও সবল রাখুন, অন্তত আগামী কয়েক প্রজন্মের জন্য। আমাদের সম্পদের ঝুলিতে যে আরো কয়েকজন প্রতাপ ঘোষ, অতনু ভট্টাচার্য্য, গৌরাঙ্গ ব্যানার্জি দরকার। বাঙালির আবেগ কবেই যে ফুটবলাকার ধারন করেছে তা বলা মুশকিল। তবে সেই আবেগের নদী বেয়ে প্রত্যাশায় পাড়ি জমানো বোধহয় এমনিভাবেই হয়ে থাকে। কম্পিউটর, মোবাইল, ল্যাপটপ–সহ বিভিন্ন আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির বলে বলীয়ান হয়ে যখন আমরা বলে উঠছি, এই দেখো বাড়ছি আমি, তখন এটাও বলার উন্মাদনা থাকা দরকার ঘরে ঘরে আনাচে–কানাচ, জুড়ে যাক ফুটবল–ফিভার। তবেই না দক্ষিণের সোনারপুর–সুভাষগ্রাম আর উত্তরের হৃদয়পুর–মধ্যমগ্রাম এক হয়ে ফুটবলের জয়গাঁথা গাঁথবে। হ্যাঁ, এভাবেই ফুটবলকে মহাকাব্যে রূপান্তরিত করতে খেলাটির প্রবল বিকেন্দ্রীকরণ জরুরি। তবেই তো সকলের আশা পূর্ণ হবে নবযৌবনের গানে। আর অবশ্যই ফুটবলের মহারণে। সেদিন হয়তো সোনারপুরের আবেগ বিচ্ছুরিত হবে সুদূর প্রবাসেও। প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক হয়ে উঠবে কলকাতার ফুটবল। দামামা বেজে উঠবে ফুটবল ম্যানিয়াকদের।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com